দানের ইতিবৃত্ত : বেদ থেকে পুরাণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির জন্য আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক

মহাদেব দাস

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা – MPSA194012

বিশ্ববিদ্যালয় নিবন্ধন ক্রম – 124636 (2013-2014)

শিক্ষাবর্ষ – 2017-2019

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দেবদাস মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

2019

Certified that the thesis entitled, দানের ইতিবৃত্ত : বেদ থেকে পুরাণ submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Sanskrit of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work is being carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University there by fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil regulation (2017) of Jadavpur University.

Mahadeb Das
Roll. No. – MPSA194012,
Reg. No. – 124636(2013-2014)
(Name/or signature of the M.Phil student
with Roll number and registration number)

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Mahadeb Das entitled দানের ইতিবৃত্ত : বেদ থেকে পুরাণ is now ready for submission towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Sanskrit of Jadavpur University.

....

Head Supervisor & Convener of RAC Member of RAC

Department of.........

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
সংস্কৃত বিভাগ
কলকাতা – ৭০০০৩২

ঘোষণাপত্র

তাং- ১৫.০৫.২০১৯

আমি মহাদেব দাস (পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা – MPSA194012) এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **“দানের ইতিবৃত্ত : বেদ থেকে পুরাণ”** শীর্ষক গবেষণা-সন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের এম. ফিল. পরীক্ষার আবশ্যিক অংশরূপে আমার দ্বারা রচিত হয়েছে। উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

....

মহাদেব দাস
গবেষক
সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলকাতা – ৭০০০৩২

ঘোষণাপত্র

তাং- ১৫.০৫.২০১৯

ডঃ দেবদাস মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

আমি ঘোষণা করছি যে **"দানের ইতিবৃত্ত : বেদ থেকে পুরাণ"** শীর্ষক গবেষণা-সন্দর্ভটি মহাদেব দাস (পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা – MPSA194012) কর্তৃক রচিত হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের এম. ফিল. পরীক্ষার আবশ্যিক অংশরূপে উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। উক্ত গবেষণা সন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক

....

ডঃ দেবদাস মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

কলকাতা – ৭০০০৩২

....

অধ্যাপক ডঃ অশোককুমার মাহাত

বিভাগীয় প্রধান,

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা – ৭০০০৩২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপক ডঃ দেবদাস মণ্ডল মহাশয়কে। বহু ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে নিবন্ধ রচনার প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। তাঁর স্নেহধন্য আশীর্বাদকে শিরোধার্য করেই আমি এই গবেষণাসন্দর্ভটি উপস্থাপিত করার সাহস পেয়েছি। তাঁর উৎসাহ, দিকনির্দেশনা ও আন্তরিক সহায়তা ব্যতীত আমার পক্ষে এই গবেষণাসন্দর্ভ রচনা করা অসম্ভব ছিল। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণকেও জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, যাঁরা স্নাতকোত্তরস্তর থেকেই তাঁদের অধ্যাপনার মাধ্যমে আমার মধ্যে গবেষণার সুপ্ত বাসনার বীজ বপণ করেছিলেন। তাঁদের মনোগ্রাহী শিক্ষণ পদ্ধতি যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করে। শ্রদ্ধা জানাই মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ দেবার্চনা সরকার মহাশয়াকে ও ডঃ অশোককুমার মাহাত মহাশয়কে। তাঁরা আমার গবেষণাসন্দর্ভের কাজে যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন।

এই গবেষণাসন্দর্ভ রচনার জন্য যে সমস্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি, এই অবসরে সেই গ্রন্থাগারসমূহের কর্মীগণকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। বিশেষত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মাননীয়া শ্রুতিদি ও মাননীয় নিমাইদাকে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁরা সর্বদা

একাজে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকেও যথেষ্ঠ সহায়তা লাভ করেছি। সেখানকার গ্রন্থাগারিক ও কর্মীগনকে ধন্যবাদ জানাই। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের মাননীয় মিঠুদা, লক্ষণদা ও অন্যান্যরা এই গবেষণাসন্দর্ভ রচনাকার্যে দুর্লভ পুস্তকরাজি প্রদান করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণাকার্যে যে সমস্ত বন্ধু ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে উৎসাহ এবং সাহায্য পেয়েছি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। চন্দনা, শুভজ্যোতিদা, সমিত দা, কৌশিক দা, দেবশ্রী দি, দেবাশিস, রতন, জয়িতা, মনোজ, তাপস, রফিক ভাই, স্বাগত ও নিলাদ্রি দা-কে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। যাঁরা প্রিন্ট ও বাঁধাই করতে সাহায্য করেছে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার বাবা ও মাকে এবং স্নেহ জানাই জেষ্ঠ্যা অনুজা শিপ্রা ও সম্পাকে। তাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদান ব্যতীত এই গবেষণাসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হত না।

বিনীত -

মহাদেব দাস

শব্দসংকেত

অ. পু. = অগ্নিপুরাণ

অ. বে. = অথর্ববেদ

অষ্টা. = অষ্টাধ্যায়ী

ঈশ. = ঈশোপনিষদ

ঐ. ব্রা. = ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

ঋ. বে. = ঋগ্বেদ

কঠ. = কঠোপনিষদ

কূ. পু. = কূর্মপুরাণ

ছা. ব্রা. = ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ

তৈ. সং = তৈত্তিরীয় সংহিতা

তৈ. ব্রা. = তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

নি. ভা = নিরুক্তভাষ্য

প. পু. = পদ্মপুরাণ

ব. পু. = বরাহপুরাণ

বৃ. স্মৃ. = বৃহস্পতিস্মৃতি

বৈ. সা. রূ. = বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা

বৃহদা. = বৃহদারণ্যকোপনিষদ

ভা. পু. = ভাগবতপুরাণ

মহা. = মহাভারত

মনু. = মনুসংহিতা

ম. পু. = মৎস্যপুরাণ

য. বে. = যজুর্বেদ

রঘু. = রঘুবংশ

রাজ. = রাজতরঙ্গিণী

লি. পু. = লিঙ্গপুরাণ

শি. পু =শিবপুরাণ

শুদ্ধি. = শুদ্ধিতত্ত্ব

স্ক. পু. = স্কন্দপুরাণ

বি. পু. = বিষ্ণুপুরাণ

ব. শ. = বঙ্গীয় শব্দকোষ

বা. পু. = বায়ুপুরাণ

য. প. সূ. = যজ্ঞীয় পরিভাষাসূত্র

যাজ্ঞ. = যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

শ. ব্রা. = শতপথব্রাহ্মণ

সা. ভা. = সায়ণভাষ্য (ঋ. বে.)

সা. বে. = সামবেদ

সং. সা. ই. = সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

H. A. S. L. = History of Ancient Sanskrit Literature

H. D. = History of Dharmasastra

H.I.L. = History of Indian Literature

S. E. D. = Sanskrit-English Dictionary

T. D. = A New Tri-lingual Dictionary

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : .... iv - v

শব্দসংকেত : .... vi - vii

বিষয় : পৃষ্ঠাঙ্ক

ভূমিকা : .... ১ – ৫

প্রথম অধ্যায় :

বৈদিক সাহিত্যে দান প্রসঙ্গ .... ৬ - ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় :

স্মৃতিশাস্ত্রে দান প্রসঙ্গ .... ৪০ - ৭০

তৃতীয় অধ্যায় :

পুরাণ সাহিত্যে দান প্রসঙ্গ .... ৭১ - ৯৮

উপসংহার : .... ৯৯ - ১০৫

গ্রন্থপঞ্জি : .... ১০৬ - ১১৩

ভূমিকা

দা ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় করে 'যুবোরনাকৌ' সূত্র দ্বারা অন আদেশ করে দান শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।[1] দান শব্দটির অর্থ হল কাউকে কোনও কিছু দেওয়া বা প্রদান করা। দান-শব্দের বিবিধ প্রকার অর্থও রয়েছে। M. Monier Williams তাঁর *`A Sanskrit English Dictionary'* নামক অভিধান গ্রন্থে দান শব্দের অর্থ করেছেন- The act of giving, giving in marriage (cf. *kanyā*), donation, gift etc.[2] গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "*A New Tri-lingual Dictionary*" গ্রন্থে দান শব্দের অর্থ করেছেন- বিতরণ ও হস্তির মদধারা। সংস্কৃতে যার অর্থ করা হয়েছে- 'দীয়মান'। ইংরাজীতে এই দান শব্দের অর্থ করা হয়েছে- Gift, the ichor of an elephant, that which is being given.[3] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *'বঙ্গীয় শব্দকোষে'* দান শব্দের অর্থ করেছেন – স্ব-স্বত্বত্যাগানুকূল ব্যাপার, ত্যাগ, বিসর্জ্জন, অর্পণ।[4] শুধু তাই নয়, তিনি *ঋগ্বেদ, গীতা, মনুসংহিতা, রঘুবংশ* থেকেও উদ্ধৃত করেছেন দানের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য। এমনকি দানকে সামাদির দ্বিতীয় উপায় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে- 'দাতব্যম্ ইতি যদ্দানম্'।[5] *সাহিত্যদর্পণে* দানের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মানিনীর মানভঞ্জনার্থ

---

[1]. অষ্টা. ৭.১.১.

[2]. S. E. D., p. 474.

[3]. T. D. P. 177.

[4]. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. ব. শ. পৃ. ১০৯৫.

[5]. গীতা. ১.২০.

পতির করণীয় ভূষাদানরূপ উপায়বিশেষ।[6] আবার *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে - যা দেয় বস্তু তাকেও দান বলা হয়।[7] শুধু দান নয়, দাতার সম্পর্কেও এখানে বলা হয়েছে– দা ধাতুর সাথে তৃচ্ প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে দাতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তার অর্থ হল দানকর্তা। এই দানকর্তাকে উত্তমর্ণ বলা হয়। তবে তিনি হলেন ঋণদাতা।[8] দাতার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকে এমন কথাও পাওয়া যায়।[9]

দানের ইতিবৃত্ত বলতে বোঝায় দানের বৃত্তান্ত। বস্তুত, ইতিবৃত্ত বলতে প্রাচীন বৃত্তান্ত বা প্রাচীন কথাকে বোঝায়। তবে শুধু দানের প্রাচীন বৃত্তান্ত বা কাহিনি বর্ণনা করা এই গবেষণা-সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়। পুরাণগুলিতে কিছু দানের উপাখ্যান বা বৃত্তান্ত আছে ঠিক-ই কিন্তু সেই উপাখ্যান বা বৃত্তান্তেরও আরও পূর্ব-পরম্পরা আছে। এখানে তাই বেদ থেকে শুরু করে স্মৃতি-শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল পেরিয়ে পুরাণ-সাহিত্যে কীভাবে দানের প্রসঙ্গ সরলীকৃত হয়েছে, সাধারণীকরণ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণই হল বর্তমান গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

যেদিন থেকে মানুষ কথা বলতে শিখেছে তখন থেকেই নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, ভালোলাগা, মন্দলাগা নানা অভিজ্ঞতা সে অন্যের নিকট নানারকম ভাবে বর্ণনা করে চলেছে। মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, সে একাকী, অর্থাত্ কারও কোনরকম সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অন্যের উপর

---

6. সা. দ. ৩.২০২.

7. যদ্ দানং প্রযচ্ছতি । মনু. ৪.২৩৪.

8 . অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবৃণম্। পশ্চাত্ প্রতিভুবি প্রেতে পরীপ্সেত্ কেন হেতুনা।। মনু. ৮.১৬১.

9 . উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো দানায় সুরয়ঃ। অত্রাহ তৎকন্ব এষাং কন্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাম্।। ঋক্. ১.৪৮.৪.

কোন না কোনও ভাবে নির্ভরশীল হতেই হয়। প্রাচীনকালে বিনিময়ের মাধ্যমই ছিল আদান-প্রদান ব্যবস্থা এবং সেই পারস্পরিক সহযোগিতার মূলেই ছিল দানধর্ম। তাই বলা যায়, দান কী শুধু একটি ধর্মীয় ব্যাপার না এর অন্তরালে সামাজিক কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?

বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত দানের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক দিকগুলির কোন কোন ক্ষেত্রে মূলত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে এবং কেন? এই সমস্ত জিজ্ঞাসা নিয়েই এই গবেষণা|

এখন একনজরে দেখে নেওয়া যাক, এ পর্যন্ত দান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কী কী কাজ হয়েছে ? পণ্ডিত পি. ভি. কানে মহাশয়ের '*History of Dharmaṣāstra*'-(Vol-II. Part-II) গ্রন্থে দান সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ২৫তম অধ্যায়ে তিনি দানের বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona থেকে প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককালে এই দান বিষয়ের গবেষণা খুব কম সংখ্যাতেই পরিলক্ষিত হয়। ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দান বিষয়ে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন শ্রী প্রদীপ কুমার মহাপাত্র| তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হল- '*Mahābhāratīya Dānadharma Samīkṣaṇam*'.

দানধর্ম- এই বিষয় অবলম্বনে এযাবৎ পর্যন্ত প্রকাশিত গবেষণাসন্দর্ভ এবং গ্রন্থগুলিতে সমীক্ষাত্মক আলোচনা অল্পকিছু থাকলেও তার ধারাবাহিকতা এবং ইতিবৃত্ত নিয়ে তেমন বিশেষ কোনও আলোচনা হয়নি বললেই চলে। তাই এই গবেষণা-সন্দর্ভে বিভিন্ন আকরে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই দানের স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে দানের বিবর্তনের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে কাজ করেছে তা এই আলোচনায় দেখানো হবে।

সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভটি তিনটি অধ্যায়ে বিভাজিত হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ের** আলোচ্য বিষয় : বৈদিক সাহিত্যে দান প্রসঙ্গ : এখানে বৈদিক সাহিত্যে দানস্তুতির আলোচনা পূর্বক দানধর্ম এবং তার ইতিবৃত্তের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ের** আলোচ্য বিষয় **:** স্মৃতিশাস্ত্রে দান প্রসঙ্গ : এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে দানের স্বরূপ, তার বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- দানের সৎপাত্র, দাতা, গ্রহীতা, প্রতিগ্রহীতা ইত্যাদির পাশাপাশি অসৎপাত্র, অসৎপ্রতিগ্রহীতা, প্রতিশ্রুত দান, অপ্রামানিক দান প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দানের ধরণ বিবর্তনেরও কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া গেছে। **তৃতীয় অধ্যায়ের** আলোচ্য বিষয় : পুরাণ সাহিত্যে দান প্রসঙ্গ : এই অধ্যায়ে দানধর্ম আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যান ও রাজা–মহারাজাদের ইতিহাস ও তাদের কীর্ত্তি কাহিনী, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে দানের মূল বা আকর অর্থাত্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দানের মৌলিক অবস্থা জেনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তিতরূপ পর্যবেক্ষণ করে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দানের ধরণের পরিবর্তন কীভাবে ঘটে চলেছে তার একটা ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে পাওয়া যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি সাজানোর ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরাজী একত্রে রোমান হরফে এবং বাংলাগ্রন্থ পৃথকভাবে বাংলা হরফে রাখা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি M.L.A. পদ্ধতিকে অবলম্বন করে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তথ্যসূত্রগুলির পাদটিকায় নির্দেশিত হয়েছ। অনিচ্ছাকৃত বা অনুপলব্ধ যদি কিছু ভুল বা ত্রুটি থাকে তবে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক সাহিত্যে দান প্রসঙ্গ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন হল বেদ। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু থেকে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন। বেদ- এর অর্থ হল জ্ঞান অর্থাত্ পরমজ্ঞান। আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন- প্রত্যক্ষাদির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, তা বেদের দ্বারা লাভ করা যায় বলে বেদের বেদত্ব সিদ্ধ হয়।[1] আপস্তম্ব বেদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- *'মন্ত্রব্রাহ্মণযোর্বেদনামধেয়ম্'।*[2] অর্থাত্ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টি হল বেদ। মন্ত্র হল মনন প্রসূত, মন্ত্রের মধ্যে থাকে দেব-দেবতার স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন ও পরিশেষে থাকে দেবতার আরাধনা-স্তুতি এবং দেবতার অনুগ্রহলাভ। আর ব্রাহ্মণভাগে পাওয়া যায়, দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দ্রব্যের নিবেদন। অর্থাত্ দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত বা দেবতাদের অনুগ্রহলাভের নিমিত্ত কিংবা দেবতাদের নিকট থেকে বাঞ্ছিত ফললাভের নিমিত্ত তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞে হবি-প্রভৃতি অর্ঘ্যপ্রদান। বেদের বহুমন্ত্রে দানের প্রসঙ্গ আছে। আছে দানের মাহাত্ম্যবর্ণন, সেই সঙ্গে আছে দাতার স্তুতি। যেসমস্ত মন্ত্রে দানের মাহাত্ম্যবর্ণনা আছে-এমন মন্ত্রগুলিকে বলা হয় দানস্তুতিমূলকসূক্ত। আর যেসমস্ত মন্ত্রে দাতার মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে তাদের বলে নারাশংসীসূক্ত। বেদের সংহিতভাগে যেমন দানস্তুতিমূলক[3] অনেক মন্ত্র রয়েছে তেমনি ব্রাহ্মণাদিতেও[4] রয়েছে দানের প্রক্রিয়া-

---

1. প্রত্যক্ষ্যেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা।। ঐ. ব্রা. ভাষ্যভূমিকা.

2. আপ. য. প. সূ. ১.৩৪.

3. ঋক. সং. ১.১২৫, ১.১২৬, ৫.২৭.১, ৫.৩০.১২, ৬.২৭.৮, ৬.৪৭.২, ৭.১৮.২২, ৮.১.৩০-৩৩, ৮.৫.৩৭, ৮.৬.৪৬, ৮.১৯.৩৬, ৮.৬৮.১৫, ১০.৩৩.৪৫, ১০.১১৭ ইত্যাদি মন্ত্র.

পদ্ধতি। দানস্তুতি-মূলক সূক্তগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত নামেও অভিহিত করা হয়।[5] এই ধরনের সূক্তগুলিতে দেবতার ভূমিকা যেমন প্রধান নয় তেমনি আবার উপেক্ষিতও নয়। লৌকিক বিষয় এই সূক্তগুলিতে বিদ্যমান থাকায় এগুলি লৌকিকসূক্ত নামে পরিচিত।[6] *ঋগ্বেদে* দানের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে থাকলেও অন্যান্য বেদে, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক ও উপনিষদেও দানস্তুতিমূলক অনেক সূক্ত, আখ্যান, উপাখ্যান বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। দা ধাতুর সাথে ল্যুট্ প্রত্যয় করে দান-শব্দ নিষ্পন্ন হয়।[7] দান শব্দ যে শুধু দেওয়া অর্থে প্রয়োগ হয়েছে একথা বলা যাবে না। কারণ রক্ষণ, শোধন, ত্রাণ, শুভংকর, শংকর ইত্যাদি অর্থেও দান শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।[8] দানের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- কোন বস্তুর দান করার সময় দাতার হাত জল দিয়ে ধুঁয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাবতীয় দানকর্ম নিষ্পাদিত হত।[9] বৈদিক যুগে যজ্ঞ প্রক্রিয়ায় সবন আর হবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সবন হল-আদান, আর হবন হল–প্রদান। বস্তুত, এখানেই দান-এর প্রসঙ্গ বর্তমান। যা পরবর্তীকালে আরও গুরুত্বপূর্ণরূপে মানুষের জীবন-জীবিকা ও ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞকর্মে দক্ষিণা শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যার দ্বারা যজ্ঞে দক্ষ হয় বা যজ্ঞাদি বিধিতে দানের সংশ্লিষ্ট দাতব্যকেই বলা হয় দক্ষিণা। সকল প্রকার

---

4 . শ. ব্রা. ১১.২.১০.৬. ২.২.১০.৬. ঐ. ব্রা. ৩০.৯, ৩৯.৭. ছা. ব্রা. ২৫.১৪. তৈ. ব্রা. ১১.২.৫. ছা. ব্রা. ২৫.১৪.

5 . HIL, Vol. I, p.100.

6 . ঐ.

7 . অষ্টা. ৭.১.১.

8 . গৌরীয় বৈষ্ণব অভিধান. প্রথম খন্ড. পৃ. ৩২৫.

9 . আপ. ধর্ম. ২.৪.৯.৯-১০.

দানেই দক্ষিণা দেওয়া অনিবার্য ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবর্ণই দক্ষিণা রূপে দেওয়া হত, কিন্তু এই দক্ষিণার সাথে রজত(রূপা)ও দান করা হত। বহুমূল্য বস্তুর দানের সময়ও দক্ষিণা রূপে দান করা বস্তুর দশভাগের একভাগ অথবা সামর্থ্য অনুসারে দেওয়া হত। যজ্ঞকর্মে ঋত্বিক যাঁর কল্যাণ সাধনায় যজ্ঞ সম্পাদন করতেন তিনি দানরূপে ঋত্বিককে দক্ষিণা দিতেন।

১. সংহিতায় দান প্রসঙ্গঃ

ঋগ্বেদসংহিতার প্রায় চল্লিশটি সূক্ত জুড়ে রয়েছে দানের প্রসঙ্গ। বৈদিক মন্ত্র পাঠের ক্ষেত্রে যেমন ঋষি, ছন্দ, বিনিয়োগ- এগুলোর জ্ঞান আবশ্যক তেমনি দেবতার জ্ঞানও আবশ্যক।[10] দেবতা-শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন- ‘দেবো দানাদ্বা দ্যোতনাদ্বা...’ অর্থাত্ যিনি দান করেন বা দানের হেতু তাঁকে দেবতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে।[11] এ থেকে বোঝা যায়, বেদের মন্ত্রগুলিতে যেসকল দেবতারা স্তুত হয়েছেন তাঁদের কিছুনা কিছু দানের সামর্থ্য আছে। আর যদি এই দানের সামর্থ্য নাই থাকবে তাহলে ঋষিকবিরা কেনই বা খামোকা তাঁদের উদ্দেশে স্তুতি করতে যাবেন ? অবশ্য বিষয় বৈচিত্রের মুগ্ধতা কিংবা ভয়ের আশঙ্কা কিছুটা মন্ত্রের মধ্যে থাকলেও অধিকাংশ মন্ত্র কিন্তু রচিত হয়েছে দেবতার গুণকীর্তনের জন্য। স্তুতি বা প্রশংসা সাধারণত করা হয় সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত। অতএব, বৈদিকসূক্তগুলি হল সামবচনের এক ভিন্নরূপ। তবে দানের সামর্থ্য যাঁর আছে তিনিই যে শুধু দেবতা হয়েছেন তা নয়, ঋষিদের বর্ণনায়

---

[10] . বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ। দৈবতবেত্তা হি মন্ত্রাণাং তদর্থমবগচ্ছতি।। বৃহদ্. প্রথম অধ্যায়. ২য় মন্ত্র.

[11] . দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানীয়ো বা ভবতি। নি. ৭.১৫.

দান-বস্তুও দেবতা হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সূক্তে দেখা যায়- যিনি দান করছেন অর্থাত্ দাতা তিনিও দেবতার মহিমায় বিরাজমান। অর্থাত্ যাঁর উদ্দেশেই মন্ত্র নিবেদিত হয়েছে তিনিই হয়েছেন দেবতা। যিনি কল্যাণময়শক্তির আধার, যিনি জীবজগতের সৃষ্টি-স্থিতির পক্ষে শুভফলপ্রদানকারী তিনি-ই হলেন দেবতা।

ঋগ্বেদে দানস্তুতির পাশাপাশি আরেক ধরণের স্তুতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে দাতার প্রশংসা করা হয়েছে। নর অর্থাত্ দাতার স্তুতি বা প্রশংসামূলক এই ধরণের মন্ত্রগুলিকে বলা হয়- নারাশংসী। নিরুক্তকারের মতে যজ্ঞভিন্ন স্থলে বিনিযুক্ত মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন নর অথবা যজ্ঞ বা সূর্য। অগ্নি, যজ্ঞ, সূর্য সবই হল নরাশংসী- এটাই নিরুক্তকারগণের মত।[12] *ঋগ্বেদের* ১২৫ সংখ্যক সূক্তে দানকেই দেবতা রূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়। উক্ত সূক্তে দেখা যায় যিনি প্রচুর ধন প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই ধনদাতার বা দাতার ভূমিকা পালন করছেন। স্বণয় রাজার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল তাই তিনি দান করতেও সমর্থ ছিলেন। যা নিজের দ্রব্য নয় তা কখনোই দান করা উচিত নয়।[13] আবার যে ধন সংগ্রহ করা হয়েছে তার পুরোটা দান করতে হবে এমন নির্দেশও বেদের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না।

একই উদরে জাত দুই সন্তানের মধ্যে যেমন সমান গুণচেতনা থাকে না তেমনি এই সংসারে সকল মানুষের মধ্যেও সমানভাবে দান-ধর্মের চেতনা উৎপন্ন হয় না। যদিও বা দানের ভাব উৎপন্ন হয়, তার সাথে প্রায়শ সকাম ভাবই জড়িত থাকে। অর্থাত্ সেই দানের পশ্চাতে থাকে কোন না কোন পাওয়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি দানে দাতার

---

[12] . নি. সপ্তম অধ্যায়. পৃ. ২৩.

[13] . ঋক. ১.১২৫.

কোনরকম সকামভাব থাকে তাহলে সেখানে দানের মাহাত্ম্য লঘু হয়ে যায়। কেননা, সকামভাব থাকলে দাতব্য-বস্তুর ওপর মালিকানার মনোভাব থেকেই যায়। স্বণয় রাজার মধ্যে কোনরকম সকামভাব ছিল না বলেই তিনি কক্ষীবানকে যে প্রচুর ধন দান করেছেন তাই নয় তার সাথে দশজন কন্যাকেও তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন।[14] আবার কক্ষীবান যে ধনসম্পত্তি লাভ করেছিলেন তা তিনি তাঁর পিতার কাছে অর্পণ করেন।[15] কক্ষীবান-এর পিতাও ছিলেন একজন ঋষি। তাঁকে এই সূক্তে 'সুবীর' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। এতে মনে হয়, তার মধ্যেও দান-ধর্মের ভাব ছিল। দান যে এক নিত্যকর্ম তারও পরিচয় এই সূক্তেই পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, লোকে যেরূপে দড়ি দিয়ে পশু ইত্যাদি বাঁধে সেরূপে রাজাও প্রাতঃকালে ধন ইত্যাদি দানের দ্বারা সকলকে আবদ্ধ করেছেন। প্রজাকল্যাণের মধ্য দিয়েই যে ধনের বৃদ্ধি সম্ভব তারও বর্ণনা এই সূক্তেই পাওয়া যায়। এখানে গোদানেরও বর্ণনা পাওয়া যায়।[16] এই সূক্তে দানবস্তুর কার্যকারিতার প্রশংসা করা হয়েছে। এই সূক্তগুলিতে শুধু যে দানেরই প্রশংসা করা হয়েছে তা নয়, এর পাশাপাশি দাতারও প্রশংসা করা হয়েছে। এই সমস্ত সূক্তের অধিকাংশ স্থলেই দানকে দেবতারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত পঁচিশ সংখ্যক সূক্তেও দান দাতার কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, দান দাতা সর্বদা সুখী হন। কক্ষীবান ঋষি এই সূক্তে উত্তম দানের প্রশংসার পাশাপাশি দাতার সুখশান্তির দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। যেসমস্ত বস্তু দান করা হচ্ছে তা গ্রহণকর্তার কাছে প্রয়োজন কিনা এই ব্যাপার মাথায়

---

14 . ঐ.

15 . ঋক. ১.১২৫.

16 . ঐ.

রেখেই প্রয়োগ হত বলেই হয়তো দান দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই সূক্তের পরবর্তী অপর একটি সূক্ত রয়েছে সেখানেও দেবতা হিসেবে দানকেই দেখা গেছে। এই দানের দ্বারাই রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বত কীর্তিলাভ করেছেন। তাই রাজাদের মধ্যে প্রজাবাৎসল্য গুণটি সর্বত্রই চোখে পড়ে। এই সূক্তে গরু দানের বিষয়টি লক্ষ করার মত। প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি গরু দানের দ্বারা সমাজে মানবের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা সত্যই প্রশংসনীয়। শুধু যে স্বণয় রাজার দানের প্রশংসাই করা হয়েছে তা নয়, এখানে সমস্ত উত্তম দান দাতার প্রশংসা করা হয়েছে। স্বনয় রাজা এখানে উপলক্ষ মাত্র। এই সূক্তের সমস্ত মন্ত্রেই রয়েছে দানের কথা তবে পরবর্তী যে সমস্ত দানস্তুতিমূলক সূক্ত রয়েছে সেখানে কয়েকটি মাত্র মন্ত্রে দানের স্তুতি পাওয়া যায়।

প্রথম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তে দানের ফল যে কেমন হবে তারও দৃষ্টান্ত দেখা যায়। দীর্ঘতমা ঋষি যে কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করেছেন তার ফলস্বরূপ তিনি যাতে সুবর্ণ, অশ্ব, অন্ন ইত্যাদির অধিকারী হন তার প্রার্থনা ঋষি কক্ষিবান করেছেন।[17] এই সূক্তেরই দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারীকে দান দ্বারা সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি শারীরচর্চার বিষয়টিও যে মানব জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ তা তিনি তাঁর জীবনযাত্রার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।[18] চতুর্থ মন্ত্রে উত্তম গোদানের কথা বলা হয়েছে। উত্তম বস্তুর দানকারীই যে প্রকৃত দাতা তাও স্পষ্ট হয় এবং উত্তম বস্তু দানের দ্বারাই গ্রহীতার নিকট যাবতীয় প্রয়োজন ও সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়, এই কথা যেমন বলা হয়েছে

---

[17] . ঋক. সং. ১.১২৫.২.

[18] . ঋক. সং. ১.১২৫.২.

তেমনি বৈদিক যুগে যজ্ঞসংকল্পকারীর যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য যে দুগ্ধ প্রয়োজন হত- তাও এই গোদানের মাধ্যমেই বোঝানো হয়েছে। তাই উত্তম গরু প্রদান করলে একদিকে যেমন সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় তেমনি অপরদিকে বৈদিক ক্রিয়াকলাপও সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদিত হচ্ছিল- এমনটাই মনে হয়।[19] এই সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে জলদান ও ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। এই দানের মধ্য দিয়ে সমাজের কৃষি-ব্যবস্থার কথাই উদ্ঘোষিত হয়েছে। যার মাধ্যমে সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়।

"নাকস্য পৃষ্ঠে অধি তিষ্ঠতি শ্রিতো যঃ পৃণাতি সহ দেবেষু গচ্ছতি।

তস্মা আপো ঘৃতমর্ষন্তি সিন্ধবস্তস্মা ইযং দক্ষিণা পিন্বতে সদা"।।[20]

ষষ্ঠ মন্ত্রে দানের ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে, দানদাতা জরা, মরণরহিত স্থান এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেন। এর অপরদিকে আবার সপ্তম মন্ত্রে অদাতার ফলের কথাও বলা হয়েছে। যাঁরা দেবতাদের প্রীত করেন তাঁদের শোক -দুঃখ ভোগ করতে হয় না, জরাগ্রস্ত হতে হয় না। আর যাঁরা দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন না তাঁরা শোক-দুঃখ ভোগ করেন।[21]

প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সংখ্যক সূক্তটিও একটি দানস্তুতিমূলক সূক্ত। এই সূক্তের প্রথম পাঁচটি মন্ত্রেই রয়েছে দানের কথা। এখানে দানদাতা রূপে দেখা গেছে ভাবযব্য

---

[19] . ঋক. সং. ১.১২৫.৪.

[20] . ঋক. সং. ১.১২৫.৫

[21]. মা পৃণন্তো দুরিতমেন আরন্মা জারিষুঃ সুরয়ঃ সুব্রতাসঃ। অন্যস্তেষাং পরিধিরস্তু কশ্চিদপৃণন্তমভি সং যন্তু শোকাঃ ।। ঋক. সং. ১.১২৫.৭

নামে এক রাজাকে। এই সূক্তে শত নিস্ক[22], শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব এবং শত বলীবর্ধ দানরূপে রাজা ভাবযব্য কক্ষীবান ঋষিকে দিয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্তি লাভ করবেন এমনটাও বলা হয়েছে। শুধু যে উত্তম বস্তু দানের কথা বলা হয়েছে তা নয় এখানে সেই উত্তম বস্তুর পরিচর্যা করারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[23] কারণ, যেকোন বিষয়ে পরিচর্যা না করলে তা থেকে কোন কিছু আশা করা যায় না। এই সূক্তে গোদানের কথা বলা হয়েছে।[24] যেসব গোদান করা হবে তা যে উত্তম মানের হওয়া উচিত তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আসলে উত্তম বস্তু দান না করলে গ্রহীতার কাছে তা বিড়ম্বনারই হবে। ভাবযব্য রাজা সুলক্ষণযুক্ত গোদান করেছিলেন তাই গ্রহীতার কাছে তা কোন বিড়ম্বনার কারণ হয়নি অপরদিকে আমরা দেখতে পাই নচিকেতার পিতা উত্তম মানের গরু দান না করার ফলে নিজেও অনেক বিড়ম্বনার স্বীকার হয়েছেন।[25] সুতরাং উত্তম বস্তু দান- দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছেই মঙ্গলজনক।

পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তবিংশতি সূক্তে তিনজন রাজর্ষির উল্লেখ রয়েছে। প্রথম রাজর্ষিই ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ। তিনি যে ধনবান ছিলেন তারও পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। এই সূক্তে অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতার কাছে দানগ্রহণ কর্তা দাতার সুখী জীবনের, অক্ষয় ধন প্রদানের[26], যজ্ঞ বিষয়ে বুদ্ধি প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। কেউ যদি যাচক হয়ে ধন প্রার্থনা করে তবে তাকে যে ধন দিতে হয় তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা এই সূক্তেই

[22] . সায়নকৃত অর্থ হল দুটি- আভরণ এবং সুবর্ণ। প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ খণ্ডকে নিষ্ক বলা হত। ঋক. সং. হরফ প্রকা. পৃ. ২৫২.

[23] . ঋক. সং. ১.১২৬.৪

[24] . ঋক. সং. ১.১২৬.

[25] . কঠ. ১.১.৩-৪.

[26] . ঋক. সং. ৫.২৭.১-৬.

পাওয়া যায়। ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ রাজর্ষি শকটসংযুক্ত গোদ্বয় ও দশসহস্র সুবর্ণ প্রদান করে খ্যাতি লাভ করেছেন। এতেও উত্তম দানের প্রশংসা আছে | পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিশ সংখ্যক সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রেও দানস্তুতির বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেক সময় প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েও দান করা হত– এই মন্ত্র তারই নিদর্শন। এখানে বভ্রুঋষি বলেছেন- “হে অগ্নি রুশমগণ আমাকে চারসহস্র ধেনু প্রদান করে মহত্ উপকার করেছেন, নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্জয় দ্বারা প্রদত্ত ধেনুরূপ ধন সকল আমরা গ্রহণ করেছি”। সায়ণাচার্য রুশমগণ বলতে কোনো জনপদকে বুঝিয়েছেন এবং ঋণঞ্জয় বলতে সেই সমস্ত নেতৃগণের অধিনায়ককে বুঝিয়েছেন।[27] এই মন্ত্রেও ধেনু দানের প্রশংসা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তবিংশতি সংখ্যক সূক্তের অষ্টম ঋকের দেবতা দান এবং ঋষি হলেন ভরদ্বাজ। এই মন্ত্রে দেখা যায় চয়মানের পুত্র ঐশ্বর্যশালী সম্রাট রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন দান করেছেন।[28] দানের যে কোনদিন ক্ষয় ও বিলোপ হয় না তাও এই সূক্ত হতেই জানা যায়। সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সংখ্যক সূক্তের দ্বাবিংশতি মন্ত্রেও দানস্তুতির বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজা সুদাস যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন তাঁর জয়লাভের জন্য ইন্দ্র দেবতার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন বশিষ্ঠ ঋষি। যুদ্ধে সুদাস জয়লাভ করেছিলেন এবং বশিষ্ঠকে দু’শত গাভি, দুটি রথ, দুটি অশ্ব দান করেছিলেন।[29] এই মন্ত্রে দানের প্রসঙ্গটি পৃষ্ঠপোষক রূপে বশিষ্টের ইন্দ্র দেবতার নিকট স্তুতি ও প্রার্থনা পুরণের মধ্যদিয়েই এসেছে বলে মনে হয়। দানস্তুতিমূলক সূক্তগুলির

---

[27] . ঋক. সং. ৫.৩০.১২.

[28] . ঋক. সং. ৬.২৭.৮.

[29] . ঋক. সং. ৭১.৮২.২.

বেশিরভাগ অংশেই রাজা ঋষির ভূমিকা পালন করেছেন।[30] অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ৩০ থেকে ৩৩ সংখ্যক মন্ত্রগুলিতেও দানস্তুতির বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজা অসঙ্গ নিজেকে উত্তম ধনদাতা বলেছেন।[31] তার সাথে সাথে তিনি যে ধনশালী, সম্পদশালী ছিলেন তারও পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি যে দশ সহস্র গাভী দানের দ্বারা অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করেছিলেন তার বর্ণনাও এই সূক্তে লক্ষ করা যায়।[32] অসঙ্গ রাজা শাপগ্রস্থ হয়ে স্ত্রী হয়ে যান। কিন্তু এই দান ক্রিয়ার দ্বারা তিনি পুরুষত্ব লাভ করেন।[33] দানের দ্বারা যে শাপগ্রস্থ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তারও প্রমাণ এই সূক্তটিই। অসঙ্গ রাজার শেষ পরিণতি- এই দৃষ্টান্ত হয়তো দানেরই ফল।

অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের ৩৭ সংখ্যক মন্ত্রেও দানস্তুতি লক্ষণীয়। চেদীবংশীয় কশুরাজ শত উষ্ঠ, দশসহস্র গাভি দান করেছিলেন। এই দানের দ্বারা সমস্ত প্রজা বশীভূত হয়েছিলেন। এই মণ্ডলেরই ষষ্ঠ সুক্তেও দানের প্রশংসার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে দানকর্তা পরশু নামক রাজার পুত্র তিরিন্দির। যদুবংশীয় অনেক রাজা বা রাজপুত্রকেই দাতার স্থানে দেখা গেছে। এখানে যদুবংশীয় রাজা পরশুর পুত্র তিরিন্দিরের নিকট হতে বৎস ঋষি শত ও সহস্র ধন, পর্জ্জ, সোম, তিন’শত অশ্ব, দশ’শত গো এবং উষ্ঠসমূহ প্রাপ্ত করেছিলেন। এই দানের দ্বারা তিনি কীর্তিও লাভ করেছিলেন।

---

30 . ঋক. সং. ১.১২৬.৬,, ৭.১৮.২২.

31 . ঋক. সং. ৮.১.৩০-৩৩.

32 . ঐ.

33 . ঋক. সং. ৮.১.৩৩.

অষ্টম মণ্ডলের ১৯ সংখ্যক সূক্তের ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক মন্ত্রে রাজা পুরু-কুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুর পঞ্চাশজন বন্ধু সহ অন্ন ও ধন দান করেছিলেন। ঋষি সোভরি তাকে দাতাগণের শ্রেষ্ট আর্য ও সৎপতি বলেছেন। তিনি যে ধনবান ছিলেন তারও বর্ণনা এখানে করা হয়েছে। বলা হয়েছে ২১০ সংখ্যক গোসমূহের পতি ছিলেন ত্রসদস্যু। শাস্ত্রে ন্যায়ার্জিত ধনেরই যে দান করা যায় তার পরিচয়ও আমরা এখানেই পেয়ে থাকি। অষ্টম মণ্ডলের ৬৮ সংখ্যক সূক্তের শেষ ৬টি মন্ত্রের দেবতা দান। এখানে ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইন্দ্রোতের সুরথ বিশিষ্ট অশ্বদ্বয় দান, ঋক্ষের পুত্রের হরিদ্বর্ণ অশ্বদ্বয় দান, অশ্বমেধের পুত্রের রোহিতবর্ণ অশ্বদ্বয় দান এছাড়াও ইন্দ্রোতের আরোও বধূযুক্ত ৬ টি অশ্বদান– এই সমস্ত দানের প্রশংসাই প্রিয়মেধ ঋষি করেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন যাতে নিন্দুকরা দাতাদের ও দাতার দ্বারা দেয় দানের ওপর নিন্দা আরোপ না করে। আচার্য সায়ণের মতে- ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত তাঁর পিতা অতিথিগ্বের সাথে আগমন করে অশ্বদ্বয় প্রদান করেছিলেন।[34] দশম মণ্ডলের ৩৩ সংখ্যক সূক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে দানস্তুতির বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে কবষ ঋষি ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকট থেকে ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা দেখেই ধন প্রার্থনা করা হত, তার ইঙ্গিত এই সূক্তেই পাওয়া যায়। এই দান সংখ্যায় সহস্র এবং সকলে তার স্তব করেন।[35] দশম মণ্ডলের ১০৭ সংখ্যক সূক্তটি দানস্তুতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখানে দেবতা হলেন দক্ষিণা। যাঁরা দক্ষিণা দেয়, তাঁরা স্বর্গে উচ্চ আসন লাভ করেন। আর যাঁরা অশ্বদান করেন তাঁরা

---

[34] . ঋক. সং. ৮.৬৮.১৫, ঋক. সং. হরফ প্রকাশনী. পৃ. ২৯৪. টীকা দ্রষ্টব্য.

[35] . ঋক. সং. ১০.৩৩.৪-৫.

সূর্যলোকে সূর্যের সাথে একত্রিত হন। সুবর্ণ দানকারীরা অমরত্ব, বস্ত্রদাতারা সোমের নিকটত্ব লাভ করেন। এঁরা সকলেই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। এখানে দান ভেদে ফল বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা দেবতাদের পরিতৃপ্ত করেন, দান করেন তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ হয়। দক্ষিণা দাতারা সকলের অগ্রে গমন করেন, তাঁরা গ্রামের অধ্যক্ষ হন।[36]

সমাজে সকলে দাতাদের মান্য করেন। দান ভেদে ফলের উল্লেখ হতে আমাদের মনে হতে পারে যে, সমাজের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এই দানের দ্বারাই নির্ধারিত হত এবং বস্তুর উপর গুরুত্বও দেওয়া হত। যার উপরে নির্ভর করেই সমাজে কোন বস্তুর কতটা কদর বা গুরুত্ব তাও বোঝা যায়। যিনি সর্বাগ্রে দক্ষিণা প্রদান করেন, তাকে লোকেদের রাজা বলে মনে করা হয়। দক্ষিণা দিয়ে পুরোহিতকে তুষ্ট করলে, ঋষি ও ব্রহ্মা বলে অভিহিত হন। তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন, অর্থহীনতা, ক্লেশ, ব্যথা বা দুঃখ-শোক তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা দুগ্ধবতী গাভী, অমৃতরূপি সুরা, সুন্দরী রমনী, বিচিত্র গৃহ প্রাপ্ত হন।[37] এর থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে, সমাজে সুস্বাস্থ্য নিয়ে সকলেই চিন্তা করত তাই দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করা হত। এই সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের কোন তুলনা হয় না। সমাজে উন্নত মানের বিচিত্র গৃহ যে সেকালেও কাম্য ছিল তা এই দানস্তুতিমূলক সূক্তের মাধ্যমেই জানতে পারি। যুদ্ধকালে দেবতারা তাঁদের হয়ে যুদ্ধ জয় করে দেন।[38] এখানে তদানিন্তন সমাজের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবিও লক্ষ করার মতো। এই সূক্তের সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে দানের

---

[36]. উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে সূর্যেণ। হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম প্র তিরন্ত আয়ুঃ।। ঋক. সং. ১০.১০৭.২.

[37] . ঋক. সং. ১০.১০৭.১০.

[38] . ঋক. সং. ১০.১০৭.১১.

প্রশংসাসূচক বেশ কিছু মন্ত্র। মন্ত্রগুলিতে দানের ফলপ্রাপ্তি এবং দাতাদের প্রশংসা করা হয়েছে। দাতারা তাঁদের দানের দ্বারাই প্রচুর সম্পদশালী ও ধনবান হয়ে ওঠে- তারও ইঙ্গিত এই সূক্তই বহন করে।

দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তটিও দানস্তুতির অন্যতম। এই সূক্তটি *'ধনান্নদানসূক্তম্'* নামে পরিচিত লাভ করে। এই সূক্তের সমস্ত অংশেই রয়েছে দানের প্রশংসা, ভোগের নিন্দা, অদাতার নিন্দা, ধনবানের ধনের সার্থকতা দানে, কৃপণতায় নয়। যদি কেউ ভাবে ক্ষুধাই মৃত্যুর কারণ, তবে তাঁর এটা ভুল ধারণা। কারণ, অনেক ধনবান ব্যক্তির প্রচুর অর্থ থাকলেও, ইচ্ছা মতো খাবার খেলেও মৃত্যুর কবল থেকে তাঁর কিন্তু রেহাই নেই।[39] ধনের গতি তিন রকম হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথম তথা শ্রেষ্ঠতম গতিই হল দান। দাতার ধন কখনো নষ্ঠ হয় না। আবার অদাতার কখনোই সুখ হয় না। অন্নবান ব্যক্তি ক্ষুধাতুরকে অন্ন দেবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কেউ এমনটা না করে কেবল নিজে ভোজন করেন, তাহলে তাঁর সুখপ্রাপ্তি কখনোই ঘটে না। অদাতার কখনো বন্ধু হয় না, ধন কখনো এক স্থানে থাকে না। ধন হল রথের চাকার তুল্য।[40] রথের চাকা যেমন কখনও নীচে পড়ে আবার কখনও উপরে ওঠে তেমনি ধনও কখনও এক জায়গায় স্থির থাকে না। আবার দেখা যায় কারো জীবন সবসময় একই গতিতে চলে না। জীবনে সুখ যেমন থাকে তেমনি দুঃখও থাকে। এই ধারণাকে ভুললে চলবে না। ভারতীয় সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে সেই বার্তাই বারবার ঘোষিত হয়েছে। তাই পরের জন্য হিতকারী চিন্তাও করতে হবে। আর তাতেই আছে মানব জীবনের চূড়ান্ত

---

[39] . ঋক. সং. ১০.১১৭.১.

[40]. ঋক. সং. ১০.১১৭.৫.

সার্থকতা। যিনি অন্য কাউকে ধনদান না করে কেবল স্বয়ং উপভোগ করেন তিনি পাপী হিসেবে প্রতিপন্ন হন। পাপী কখনোই দানের মহত্ব ও দানের আবশ্যকতাকে উপলব্ধি করতে পারেন না।[41] দুহাত সমান হওয়া সত্ত্বেও ধারণ ক্ষমতা আলাদা। দুটি গাভী এক মাতার উদরে জাত হলেও সমান দুগ্ধ প্রদান করে না, আবার যমজ ভাইও পরাক্রমে সমান নয়। এক বংশের সন্তান হয়েও দুজন সমান দাতা হয় না।[42] এর দ্বারা দানের মহত্ত্বই প্রতিপাদন করা হয়েছে। যদি মহত্ গুণাবলি না থাকে, তবে দানসুলভ মনোভাব কারো মধ্যে উৎপন্ন হয় না। আর এই দানসুলভ মনোভাব উৎপন্ন হলেই একজন প্রকৃত দাতা হয়ে ওঠা সম্ভব। এই দাতা যে অমররূপ ফল প্রাপ্ত করে থাকে তারও কথা *ঋগ্বেদেই* ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে-

“প্রিযং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিযং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।

প্রিযং ভোজেষু যজ্বস্বিদং উদিতং কৃধি”।।[43]

শুধু তাই নয়, এই দাতা হিতকর ও অভীষ্ট ফলও প্রাপ্ত করে থাকে। যে অন্যের মঙ্গলকামনা করে তাঁর কখনই খারাপ কিছু হয় না। ঋগ্বেদে তাই দেখা যায়- *“শ্রদ্ধযা বিন্দতে বসু”।*[44]

---

[41]. মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য। নার্ম্মমণং পুষ্যতি নো সকাযাং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি।। ঋক. সং. ১০.১১৭.৬.

[42] . সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ সম্মাতরা চিন্ন সমং দুহাতে। যমযোশ্চিন্ন সমা ধীর্নাণি জ্ঞাতী চিৎসন্তৌ ন সমং পৃণীতঃ।। ঋক. সং. ১০.১১৭.৯.

[43] . ঋক. সং. ১০.১৫১.২.

[44] . ঋক. সং. ১০.১৫১.৪.

ঋগ্বেদের এই সমস্ত দানস্তুতিমূলক সূক্তগুলিতে পৃষ্ঠপোষকদের অনুগ্রহ লাভ এবং ব্যক্তিগত লাভালাভই মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। শুধু যে ঋগ্বেদেই এই দানের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে তা নয়, *সামবেদ, যজুর্বেদ* ও *অথর্ববেদের*ও অনেক অংশ জুড়েই রয়েছে দানের মহিমা কীর্তন। বস্তুত যেখানেই যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে সেখানেই দক্ষিণা বা দানের কথা বা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এখানে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা হত। *অথর্ববেদসংহিতা*তে বলা হয়েছে – শতহস্তে ধন সংগ্রহ করে, সহস্রহস্তে তা বিলিয়ে দাও।[45] এই অংশেও দানের ভুয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে এও বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ধন সংগ্রহ করলেই হবে না তার সার্থকতা যে দানে তা মনে রাখতে হবে। কারণ, এই ধনই কিন্তু আবার বিনাশের কারণও হতে পারে। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে, ব্যক্তি যে ধন দান করবে, তা স্বার্জিত হতে হবে। স্বার্জিত ধনদানের মাধ্যমেই দানকার্য সম্পন্ন হয়।[46] সুতরাং দান মানবের কর্তব্যও বটে। শুধু তাই নয়, *অথর্ববেদে* দাতা অর্থাৎ দান কর্তার সম্মান কামনাও করা হয়েছে। দানগ্রহণ কর্তার থেকে দান দাতা বেশি সন্মান পেয়ে থাকেন- এমন কথা *অথর্ববেদেই* পাওয়া যায়।[47] এই অংশে সূর্যকে দাতা আর অন্য সবাইকে অদাতা বলা হয়েছে।[48] সূর্য হচ্ছে প্রাণদাতা ও প্রভূ। আমরা এর নিত্য উপাসনা করে থাকি। বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণদের থেকে দান নেওয়া উচিত নয়। সুতরাং তাঁরা অদাতা। আবার

---

[45] . শতহস্ত সমাহার সহস্রহস্ত সং কির | অ.বে. ৩.২৪.০৫.

[46] . অ. বে. ৩.২০.৫.

[47] . ভূয়ানরাত্যাঃ শচ্যাঃ পতিস্ত্বমিন্দ্রাসি বিভূঃ প্রভূরিতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্। অ. বে. ১৩.৪.৪৭.

[48] . অ. বে. ১৩.৪.৪৭.

অথর্ববেদে বলা হয়েছে- কুপাত্রদের দান দেওয়া উচিত নয়-*“ন পাপত্ব্য রাসীয়।”*[49] *অথর্ববেদে* উভয়তোমুখী গোদানেরও বর্ণনা পাওয়া যায়।[50] এই দানের বিভিন্ন নিয়মও এখানেই আলোচিত হয়েছে। আবার *অথর্ববেদে* অহিংসার কথাও বলা হয়েছে। ভারতীয় জগত্ সংসারে একটা চিরপ্রচলিত কথা রয়েছে *“নাস্তি অহিংসাসমং দানম্”।* এই ভারতীয় চিন্তনশক্তি আজকে নয় সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই তা লক্ষিত হয়েছে। *অথর্ববেদে* সেই অহিংসারই জয়গান করা হয়েছে। বলা হয়েছে- মানুষ এবং পশুর মন, বাণী এবং কর্মে কষ্ট দিতে নেই।[51] এখানে লক্ষণীয় শুধুমাত্র যে বস্তু বা অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীই দানরূপে দেওয়া যায় তা নয়, এর সাথে যে সমাজকল্যাণমূলক ভাবনাও জড়িত তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

২. ব্রাহ্মণসাহিত্যে দানের প্রসঙ্গ :

ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও দান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে দানের বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। *ঋগ্বেদের* মতো এখানেও গরু, অশ্ব, সুবর্ণ ইত্যাদি দানের কথা বলা হয়েছে। *কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে* সুবর্ণ, বস্ত্র, গোরু, মনুষ্য ইত্যাদি নানান বস্তুর দানের সংকেত পাওয়া যায়।[52] *ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও* সুবর্ণ, পৃথিবী এবং পশু দানের কথা বলা হয়েছে।[53] শুধু তাই নয়, এই সবের সাথে দেবতার বর্ণনাও পাওয়া যায়। এখানে অগ্নি, সোম, বরুণ,

---

[49] . অ. বে. ২০.৮২.১.

[50] . অ. বে. ৩.১৯.৭.

[51] . অ. বে. ৩.১৯.৬.

[52] . তৈ. ব্রা. ২.২.৫.

[53] . ঐ. ব্রা. ৩৯.৬-৭.

প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায়। অশ্বদানের বর্ণনা অনেক ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, অশ্বদান অবশ্যই মহত্বপূর্ণ। কারণ, এই দান দ্বারা জলোদর বা উদরীরোগ রোগ থেকে নিষ্কৃতিরও বর্ণনা পাওয়া যায়।[54] আবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপও এই দান করা হয়।[55] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অশ্বদান রোগ নিষ্কৃতিমূলক সমাজকল্যাণের নিমিত্তই ব্যবহৃত হত। মনুর মতে, অশ্ব এবং অন্যান্য শুর যুক্ত পশুদের দান করা উচিত নয়।[56] এসব দান তাঁর মতে বর্জিত। কিন্তু গরিবনাথের পেহোবা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণরাও অশ্বের ক্রয়-বিক্রয় করত এবং এর থেকে উৎপন্ন লাভ মন্দির নির্মানে ব্যয় করে থাকত।[57] দানের দেবতা বিষয়ে ব্রাহ্মণে নানান তথ্য পাওয়া যায়। দানের দেবতা অনেক হয়। সকল পদার্থেরই কোনো না কোনও দেবতা থাকে তবে যদি কোনো পদার্থের দেবতা না পাওয়া যায় তখন সেই পদার্থের দেবতারূপে বিষ্ণুকে ধরা হয়। এখানে রুদ্র, সোম, প্রজাপতি ইত্যাদি ক্রমে গরু, বস্ত্র এবং মানব ইত্যাদির দেবতা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে কিছু ধর্মসূত্রেও একই সুরে এই কথা বলা হয়েছে। *বসিষ্ঠ ধর্মসূত্রে* ভূমিদানকে সর্বোচ্চ পুণ্যকারী কর্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে।[58] *শতপথব্রাহ্মণ* অনুসারে দেবতা দুই প্রকার হয়ে থাকে যথা- স্বর্গের দেবতা এবং মানব দেবতা অর্থাত্ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। এর মধ্যে স্বর্গের দেবতাকে আহুতি দেওয়া হয় এবং মানব দেবতাকে অর্থাত্ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরকে

---

[54] . তৈ. সং. ২.৩.১২.১.

[55] . গৌ. ধর্ম. ১৯.১৬.

[56] . মনু. ১০.৮৯.

[57] . এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা. জিল্দ. ১. পৃ. ১৮৬.

[58] . ব. ধর্ম. ২৯.১৩.

দক্ষিণা দেওয়া হয়।[59] সর্বস্ব দানের কথা অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। এস্থলে *তৈত্তিরীয় সংহিতার* বক্তব্য হল কোন ব্যক্তি যখন স্বর্বস্ব দান করে তখন সেটাও একটি তপস্যার মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে থাকে।[60]

৩. আরণ্যকে দান প্রসঙ্গ :

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের ব্রাহ্মণভাগের এই আরণ্যক অংশে কর্ম ও জ্ঞানের আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হয়েছে। আরণ্যক হল ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট স্বরূপ। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মাঝামাঝি স্তরের রচনা এই আরণ্যকাংশ। অরণ্যে নির্জনস্থানে বসে ঋষিরা চিন্তা করতেন বলে এর নাম হয়েছে আরণ্যক।[61] আরণ্যকে ক্রিয়াবহুল দ্রব্যযজ্ঞই জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। গৃহস্থগণ বানপ্রস্থকালে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যের নির্জনতায় যে অধ্যাত্মসাধনায় রত হতেন তাও আরণ্যক বিদ্যা অনুযায়ীই হত। কারণ, সেই অবস্থায় ব্যয়বহুল দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না।[62] গৃহস্থাশ্রমে পাঁচ প্রকার পাপ হয়ে থাকে। এই পাপ নির্বৃত্তির জন্য নিত্য পঞ্চমহাযাগের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। *তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও* এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাঁচ প্রকার ঋণ পরিশোধের জন্যও এই যাগ করা হয়। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হল ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধে পিতৃ-পুরুষদের তর্পণ করা হল পিতৃযজ্ঞ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিপ্রদান করা হল দেবযজ্ঞ,

---

[59] . শ. ব্রা. ২.২.১০.৬.

[60] . তৈ. সং. ৬.১.৬.৩.

[61] . অরণ্যে এব পাঠ্যত্বাদারণ্যকম্ ইতীর্য্যতে | ঐ. আ. ভাষ্যভূমিকা.

[62] . “The main contenta of these aranyakas are no longer rules for the performance of the sacrifices and the explanation of ceremonies, but the mysticism and symbolism of sacrifice and priestly philosophy.” M.Winternitz,HIL, vol. I, পৃ. ২০৩.

ভূতগণকে ভোজন দান করা হল ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিগণকে সেবা করা হল মনুষ্য যজ্ঞ। যে এই নিত্য দান কার্যে রত থাকে না সে মৃতব্যক্তির সমান। সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীদের ভোজন দান করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে গৃহস্ত ব্যক্তি মুক্ত হয়। গৃহস্থদের সত্য এবং ন্যায়পূর্বক ধন উপার্জন করে আত্মকল্যাণের জন্য পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং সমস্ত প্রাণীগণকে নিষ্কাম ভাবনায় সেবা করা উচিত। সমস্ত প্রাণীকূলকে অন্ন-জল দিয়ে নিজে গ্রহণ করবে– এটাই মানবের জন্য কল্যাণকারী। বেদের অনেকাংশে এই অন্নদানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[63] দানশীল ব্যক্তির সৎগতি অর্থাৎ মুক্তির কথা বারবার শাস্ত্রে বলা হয়েছে। বিচারবুদ্ধির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাকে পবিত্রতম কর্ম বলা হয়েছে। *বৃহদারণ্যকে* বলা হয়েছে যে, কর্মের প্রতি আসক্তি, ফলের প্রতি আসক্তি এবং অহংকারকে মন থেকে দূর করে দিয়ে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার মাধ্যমেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে তীব্র ইচ্ছা তা সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।[64]

৪. উপনিষদে দান প্রসঙ্গ :

বেদের চতুর্থভাগ তথা শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ড রূপে প্রচলিত উপনিষদ বা বেদান্ত। এতে ঋষিদের দার্শনিক চিন্তাধারার চূড়ান্ত প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উপনিষদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল গুরুর নিকট বসে প্রাপ্ত বিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা লাভকারী ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু চক্ররূপ যাবতীয় সাংসারিক অনর্থ বিনষ্ট হয় এবং অনর্থের মূল কারণ অবিদ্যারও উচ্ছেদ সাধিত হয়। তাই ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক শাস্ত্রকে উপনিষদ বলে। একে রহস্য বিদ্যা

---

[63] . প্রশ্ন. উপ. ১.১৪, তৈ. উপ. ৩২.১, ২.২.১.

[64] . তমেতং বেদানুবচনের ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন...। বৃহ. আ. ৪.৪.২২.

বা পরাবিদ্যা বলা হয়। আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ। যা উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই উপনিষদ সিদ্ধান্তই বিশ্বের সমস্ত মানবসমাজকে নতুন চেতনা ও আত্যন্তিক শান্তি প্রদান করে থাকে। দানের মহিমা অনেক ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, আখ্যান ইত্যাদিতে প্রাপ্ত হলেও বেদের উপনিষদ অংশে ঋষি মুনিরা উদাহরণের মাধ্যমে যে উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন তাতে দান আরোও উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে। *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে 'দ-দ-দ' অর্থাত্ দম, দান এবং দয়ার উপদেশাত্মক সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভিত বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রজাপতি ব্রহ্মার তিন পুত্র- দেব, মনুষ্য আর অসুর। তিন পুত্র পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্তির জন্য গেলে পিতা প্রথমে দেবতাকে দ বলেছিলেন আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন এর অর্থ বুঝতে পেরেছ- এ কিনা। পুত্র দেব তখন উত্তরে বলেছিলেন 'দমন করো'- এমন উপদেশ করেছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তা অনুমোদন করেছিলেন। এরপর একইভাবে যখন মানবকে দ বলেছিলেন তখন মানব তার দ্বারা দান করো এমন উপদেশ প্রাপ্ত হলেন এবং তা পিতার দ্বারা অনুমোদিতও হল। এরপর পিতা প্রজাপতি যখন অসুরদেরকে দ এর উপদেশ দিলেন তখন অসুররা এর মাধ্যমে দয়া করো এমন উপদেশ প্রাপ্ত হলেন। বস্তুতপক্ষে, দেবতারা ছিলেন ভোগপ্রধান তাই তাদের ইন্দ্রিয় দমন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, মানবরা সংগ্রহপ্রধান তাই দান করার এবং অসুররা ছিলেন ক্রোধ ও হিংসা প্রধান তাই তাদের দয়া করার উপদেশ দিয়েছিলেন।[65] প্রজাপতির উপদেশে-মানবকে শুধু বিষয়ভোগে আচ্ছন্ন না থেকে দানের মাধ্যমে ধর্ম করার কথা খুব সুন্দর বর্ণনা নৈপুণ্যে ফুঁটে উঠেছে । ধন সংগ্রহ করা মানবের বৈশিষ্ট্য। তবে তা চিরকাল আগলে রাখা ঠিক নয়। সৎকাজে তার

---

[65] . বৃহ. উপ.. ৫.২.

ব্যবহার করা উচিত। কারণ, ধনের গতি তিন প্রক্রিয়ায় হয়। অতিরিক্ত ভোগও বিনাশের কারণ হয়। তাই দানই একমাত্র গতি, যা সমগ্র মানবসমাজের অবলম্বন হওয়া উচিত।

কঠোপনিষদে দান বিষয়ে একটি আদর্শ আখ্যান রয়েছে। আখ্যানাংশের নাম হল 'যম-নচিকেতা' আখ্যান।[66] এখানে দানের মহিমা তথা মাহাত্ম্যের গুণকীর্তন করা হয়েছে। গৌতমবংশীয় বাজস্রবা ঋষির পৌত্র অরুণের পুত্র উদ্দালক ঋষি বিশ্বজিত্ নামে এক মহান যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞের নিয়মানুসারে সর্বস্ব দান করতে হয়। তাই উদ্দালক ঋষিও নিজের সমস্ত ধন দক্ষিণারূপে দান করেন। উদ্দালক ঋষির নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। তখনকার দিনে গোধনই ছিল প্রধান ধন। উদ্দালকের গৃহেও তার ব্যতিক্রম ছিল না অর্থাত্ তাঁর ঘরেও প্রচুর গোধন ছিল। ঋত্বিকদের দান করার জন্য যখন উদ্দালক গাভি নিয়ে আসছিল তখন নচিকেতা তা দেখে ফেলে। গাভিদের অবস্থা দেখে নচিকেতা বিচলিত হন এবং পিতাকে বলেন– দান সেই বস্তুরই করা উচিত যা নিজেকে সুখ প্রদান করে, প্রিয় হয় এবং উপযোগী তথা যাঁকে দান করা হবে তাঁকেও যাতে সুখ প্রাপ্তি এবং লাভ প্রদান করে। দুঃখদায়িণী আর অনুপযোগী বস্তুর দান দানের নামে বাহানা করে নিজের বিপদ ডেকে আনা এবং দানগ্রহীতাকে ঠকানো। নচিকেতা এই প্রকার দানের নিম্নস্তরীয় যজ্ঞফল বর্ণনা করে পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আসলে নচিকেতার মাধ্যমে এখানে দানের প্রকৃত স্বরূপ কী প্রকার হওয়া উচিত তাও বোঝানো হয়েছে। দাতা দান করার সময় যদি ভাবে দান করেই সে মহান হয়ে যাবে তবে সেটা তাঁর ভুল ধারণা। বরং সে নিকৃষ্ট ফলভাগী হয়। এই আখ্যানাংশে উত্তম বস্তুর দান, দাতার মনের শুদ্ধতা, দানের অধিকারী বিষয়েও বর্ণনা

---

[66] . কঠ. প্রথম অধ্যায়. প্রথম বল্লী.

পাওয়া যায়। নচিকেতার পিতা অনুপযোগী গাভী দান করেছিলেন, এর ফলশ্রুতি রূপে তিনি নচিকেতাকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও হারিয়ে ছিলেন।[67] নচিকেতার মুখ থেকে উত্তম বস্তু দানের কথা এবং দাতার মনের শুদ্ধতা, গ্রহীতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বর্ণনা ঋষি কবি তাঁর সুন্দর বর্ণনা নৈপুন্যে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। নচিকেতার দান বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকায় শুধু পিতা নয় সমাজের প্রত্যেক মানবের দানের সময় মনের মধ্যে যে শুদ্ধতাভাব আনা প্রয়োজন সেটাও তুলে ধরেছেন। এইভাবে *কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠোপনিষদে* দানের প্রশংসা সূচক মন্ত্র, অদাতা ও অনুপযোগী দানের নিন্দাসূচক বহু মন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। বর্জিত গোদানের কথা এখানেই পাওয়া যায়।[68] গোদানের মহত্ত্বের ফলস্বরূপ দাতা কখনো কখনো দুর্বল গোরুকেও দানে দিয়ে থাকে- এর বর্ণনা আমরা পাই *কঠোপনিষদে*। সেখানে কী ধরনের গোদান বর্জিত তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। *কঠোপনিষদে* বলা হয়েছে – যে গোরু জল যা পান করার করেছে আর করবে না বা অসমর্থ, দুগ্ধ যা দেবার তা দিয়েছে, ঘাস যা খাবার তা খেয়েছে, যাঁরা সন্তান প্রসবে অক্ষম– এইরকম গোরু যদি কেউ দান করে তবে সে অসুখকর লোক প্রাপ্ত করে থাকে।[69] কেননা সে দেবতাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে। এখানে শ্রদ্ধাহীন লোকের কথা বলা হয়েছে। দানের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা আর ভক্তি হল হেতুস্বরূপ।[70] তাই শ্রদ্ধা আর ভক্তি নামক হেতুকে বাদ দিয়ে যদি কেউ দান করে তবে তাঁর ফল যে মোটেই সুখকর হয় না তার সুস্পষ্ট ধারণা আমরা এখানেই পেয়ে থাকি। আবার এই

---

[67] . কঠ. ১.১.৩.

[68] . কঠ. প্রথম অধ্যায়. প্রথম বল্লী.

[69] . পীতোদকা জগ্ধতৃনা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়া:। অনন্দা নাম তে লোকাস্তান স গচ্ছতি তা দদত্।। কঠ. ১.১.৩

[70] . কঠ. ১.১.৩.

কঠোপনিষদের মধ্যেই বিদ্যাদানের মাহাত্ম্যের দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে যে আত্মগ্রহণ-ধারণে সমর্থ, পবিত্র ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হতে হয় তাও আমরা নচিকেতার চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। যাঁর কারনেই যম নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব লাভের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এই যম আসলে একজন আচার্য। বলা হয়েছে- 'আচার্য বৈ যমঃ'। *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* একাদশ অনুবাকে শিষ্যের শিক্ষা পূর্ণ হবার পরেও গুরু দীক্ষা স্বরূপ যে জ্ঞান উপদেশ দেয়- এখানে তারও বর্ণনা পাওয়া যায়। গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের পর শিষ্যের আচরণ কেমন হবে তা এই অনুবাকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। বলা হয়েছে- শ্রদ্ধাপূর্বক দান করা উচিত, বিনা শ্রদ্ধায় দান করা উচিত নয়, আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী দান করা উচিত, লজ্জা ও ভয়ের দ্বারা হলেও দান করা উচিত এবং পরিশেষে বলা হয়েছে– যা কিছুই দান করো না কেন সবই বিবেচনাপূর্বক দেওয়া উচিত।[71] *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনেও দানের বিষয় সুস্পষ্ট হয়। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম থেকে যখন অন্য আশ্রম অবলম্বন করতে যাবেন বলে স্থির করলেন তখন তিনি তার সমস্ত সম্পদ দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদিণী স্ত্রী মৈত্রেয়ী তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং পতির কাছে বললেন যাতে তাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। এই অংশে যাজ্ঞবল্ক্যের গৃহস্থাশ্রমের কামানো অর্থেরই দান হবে তাও কিন্তু ঋষি-কবির বর্ণনা নৈপুন্যে সুন্দরভাবে ফুঁটে উঠেছে। এখানে সম্পদ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার দানকেই বিশিষ্ট্যতা প্রদান করা হয়েছে। যে জ্ঞান দ্বারা মৈত্রেয়ী মোক্ষ লাভ করতে চেয়েছেন। পাত্র ও অপাত্র বিচারও এখানে মুখ্যবিষয় হয়ে

[71] . শ্রদ্ধযা দেযম্ । অশ্রদ্ধযাঽদেযম্ । শ্রিযা দেযম্ । হ্রিযা দেযম্ । ভিযা দেযম্ । সংবিদা দেযম্ । তৈ. উপ. ১.১১.

দাঁড়িয়েছে। মৈত্রেয়ী একজন উত্তম পাত্রও বটে। সে কারনেই তিনি ইহলৌকিক ধনে বিশ্বাস না করে পারলৌকিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অনুসন্ধানই করেছেন। এতে তাঁর রুচিবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশকেই মাহাত্ম্য মণ্ডিত করা হয়েছে। *ঈশোপনিষদের* প্রথম মন্ত্রে দেখা যায়, ঋষি ত্যাগের সাথে ভোগ করার কথা বলেছেন এবং কারো ধনে লোভ না করার কথাও বলেছেন।[72] এতে বৈদিককালীন সমাজের একটি সুন্দর সমাজচিত্রের ইঙ্গিত মেলে। মনে হয় বৈদিক কালীন সমাজে মানুষ ভোগ বাসনা করলেও সেখানে অন্যকে দেওয়ার ভবানাটা তাঁদের মাথায় থাকত। ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ সম্পন্ন হত। সমাজে অর্থ উপার্জনের ভাবনাও যে কতটা স্বচ্ছ ছিল তাও বোঝা যায়। উপার্জিত অর্থ যে শুধু ভোগেই সম্পাদিত হত তা নয়, দান ধর্মের মাধ্যমে তার যথাযথ প্রয়োগও ঋষি কবির ভাবনায় ফুঁটে উঠেছে।[73] *ছান্দোগ্যোপনিষদে* বর্ণিত আছে যে, জনশ্রুতি পৌত্রায়ণ বিভিন্ন স্থানে ভোজনালয় বানিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ এসে ভোজন করে যেতেন।[74] এতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভাব বোঝা যায়। এখানে দানসুলভ মনোভাব সমাজকল্যাণের অন্যতম উপাদেয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. বেদাঙ্গে দান প্রসঙ্গ :

বেদের জ্ঞানলাভের জন্য বেদাঙ্গের প্রয়োজন। বেদকে পুরুষরূপে ধরে তার ছয়টি অঙ্গের কল্পনা করা হয়েছে। এই ছয়টি অঙ্গ ব্যতিত বেদজ্ঞান যথার্থরূপে সম্ভব নয়। এই

---

[72] . ঈশ. ১.

[73] . ঈশ. ১.

[74] . ছা. উপ. ৪.১-২.

ছয়টি অঙ্গ হল – শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।[75] অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই ছয়টি বিদ্যা বেদাঙ্গ বলে গণ্য হয়েছে। বেদের মূল যে ব্রাহ্মণগ্রন্থে রয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-ই নেই। এই ছয়টি বেদাঙ্গের প্রাচীনতম সূচনা পাওয়া যায় সামবেদের ষড্বিংশব্রাহ্মণে ।[76] কিন্তু এই ছয়টি বেদাঙ্গের নামের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় *মুণ্ডকোপনিষদে*। বেদের অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা ও ছন্দ নামক বেদাঙ্গে দানের কথা পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবে শব্দ ও অর্থবিজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে দানের বিষয় কিছুটা হলেও পাওয়া যায় এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে জ্যোতিষ ও কল্প নামক বেদাঙ্গে দানের বিষয়ে সুবৃহত্ আলোচনা পাওয়া যায়। ব্যাকরণের মধ্যে সম্প্রদানের আলোচনাকালে দানের স্বরূপগত পরিচয় পাওয়া যায়। দানের মধ্যে যে স্বস্বত্ব বিসর্জন দিয়ে পরসত্ত্ব উৎপাদন করা হয় তা এখানে পাণিনি সুন্দর ভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে যে নিজ মালিকানা বিসর্জন দিতে হয় তাও উদ্ঘোষিত হয়েছে। সম্প্রদান কারকের আলোচনাকালে পাণিনি তার সুত্র করেছেন – *‘চতুর্থী সম্প্রদানে*।[77] এখানে চতুর্থী বলতে তুরীয় নামক চতুর্থী অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই তুরীয় নামক চতুর্থী অবস্থা প্রাপ্ত হলেই সম্প্রদানত্ব সংজ্ঞা সিদ্ধ হয়।[78] নিরুক্তের মধ্যেও দানের বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। সেখানে দানার্থক দিব্ ধাতু থেকে দেব শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এখানে দেবতা বিচারে নিরুক্তবাদীরা নারাশংস শব্দের

---

[75] . ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুনিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।। শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যকরণং স্মৃতম্। তস্মাদ্ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীযতে।। পা. শি. ৪১-৪২.

[76] . ষড়্. ব্রা. ৪.৭.

[77] . অষ্টা. ২.২.১৩.

[78] . বেদান্ত. পৃ. ১০৬.

উল্লেখ করেছেন।[79] যজ্ঞানুষ্ঠানে যে সমস্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ নেই এবং দেবতার নাম নেই সেখানে নারাশংস দেবতার কথা বলা হয়েছে।[80] বেদের মধ্যেও আমরা নারাশংসের উল্লেখ পাই। জ্যোতিষ নামক বেদাঙ্গের মধ্যে দানের বিষয়টি কল্যাণকামনার অঙ্গস্বরূপ রূপে দেখা যায়। সূত্রকালেও গ্রহশান্তির নিমিত্ত দান করার ব্যবস্থা ছিল। রাজাকে তার কৃত্যকর্ম করার উৎসাহ প্রদান করত জ্যোতিষীরাই। গ্রহের কুপ্রভাব থেকে রক্ষার জন্য আচার্য কিছু বিশিষ্ট কৃত্যকর্মের কথা বলেছেন। এই কৃত্যকর্মের সামগ্রিক রূপ হল দান। *আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে* উল্লেখ আছে যে, পুরোহিতদের উচিত রাজাকে সূর্যের উদিত হওয়ার দিকে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেওয়া ।[81] জ্যোতিষ মতে- গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারাই জগত্ সংসারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অধিকাংশই নির্ভরশীল। তাই গ্রহশান্তির জন্য কৃত্যকর্ম অবশ্যই করা উচিত। গ্রহমন্ত্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য – এই তিন প্রকার হতে পারে। এরপর কল্প বেদাঙ্গের নিরিখে দানের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কল্পবেদাঙ্গ হল বেদমন্ত্রের প্রয়োগশাস্ত্র।[82] এই কল্পশাস্ত্রের আবার চারটি ভাগ বিদ্যমান। যথা- শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র। এখন দেখার বিষয় এই কল্পসূত্রগুলির মধ্যে দানধর্মের বর্ণনা কিভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে। শ্রৌতসূত্রের মধ্যে উভয়তোমুখী গোদানের বর্ণনা পাওয়া যায়। *আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে* এবং *আপস্তম্ভ-শ্রৌতসূত্রে* এই দানের নানাপ্রকার বিধান করা হয়েছে।[83] এখানে বলা হয়েছে যে, যখন গোরুর উদর থেকে সন্তানের মাথা বা মস্তক বাইরে বেরিয়ে আসে তখন দাতাকে

---

[79] . নি. সপ্তম অধ্যায়. ৪.৪.

[80] . ঐ.

[81] . আশ্ব. শ্রৌত. ৩.১২.১৬.

[82] . কল্প্যতে সমর্থতে যাগপ্রয়োগঽত্র” ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমঃ. শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়. পৃ. ১৪৯.

[83] . আশ্ব. শ্রৌত. ৪.২৩.১, আপ. শ্রৌত. ১৪.১১.২.

প্রতিগ্রহীতার সামনে বলা আবশ্যক যে, আমার কল্যাণের জন্য এই দান স্বীকার কর। এখানেই আমরা দেখতে পাই যে শুধুমাত্র দানের ইচ্ছাতেই যে দান করা হয় তা নয়, এর সাথে কল্যাণের চিন্তাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দানের সময় যে মন্ত্র পাঠ আবশ্যক তাও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রের মধ্যে গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান গৃহস্থকেই করতে হয়। এই পঞ্চমহাযজ্ঞগুলি হল- দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালীন মানুষকে এই পাকযজ্ঞ বা পঞ্চমহাযজ্ঞের অনিষ্ঠান আবশ্যক কর্তব্যকর্ম রূপে করতে হয়। যাঁরা এই কর্তব্য কর্ম করে না অর্থাত্ দূরে থাকে তাঁরা এই সংসারে মৃত লোকের মতো বেঁচে থাকে।

এই দানধর্মের অনুষ্ঠান নিত্যকর্মের পর্যায়ভুক্ত। মানবকে নিত্য এই কর্মে নিরত থাকতে হয়। গৃহস্থাশ্রমের মহত্ত্ব এই দানের কারনেই। বলা হয়েছে- *“দানমেব গৃহস্থানাং শুশ্রুষা ব্রহ্মচারিণাম্।”*[84] দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করাই হল দেবযজ্ঞ, অতিথি সেবাই হল নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করাই হল পিতৃযজ্ঞ, প্রাণীগণকে খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী দিয়ে কর্তব্যকর্ম করাই হল ভূতযজ্ঞ এবং সমগ্র সংহিতার আদ্যপান্ত পাঠই হল ব্রহ্মযজ্ঞ। *ঋগ্বেদে*ও অন্যকে ভোজনাদি দিয়ে নিজ ভোজনের কথা বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মসূত্রেও দানের বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। প্রার্থনা ছাড়াই যেসব দান করা যায় তার সম্পর্কে ধর্মসূত্রে সুবিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসব ধর্মসূত্রে বলা

---

[84] . যম. হেমাদ্রি, দান, পৃ. ৩.

হয়েছে যে, কুশ, কাঁচা তরকারি, দুধ, শয্যা, আসন, জল, ফল, সমিধা, মধুর বা সুমিষ্ট ভোজনাদি যদি প্রার্থনা ছাড়াই প্রাপ্ত হয় তবে তা অস্বীকার করা উচিত নয়। তবে সেইসব ধর্মসূত্রে এও বলা হয়েছে যে, নপুংসক, গণিকা এবং পতিতদের দ্বারা যদি কোনো বস্তু দানরূপে কাউকে দেওয়া হয় তবে তা অস্বীকার করা উচিত।[85] এর থেকে বোঝা যায় যে, যে কেউ দান করলেই যে দাতা হতে পারে তাও নয়। দানের ক্ষেত্রে দাতাকে সৎদাতা এবং গ্রহীতাকে সৎগ্রহীতা সম্পন্ন হতে হয়। আবার কিছু বস্তু আছে যা অদেয়। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে কিছু আছে যা নিজের নয় আবার কিছু আছে যা ঋষিরা দানের জন্য বর্জিত বলেছেন। *বসিষ্ঠধর্মসূত্রেও* বর্জিত দান সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের অস্ত্র-শস্ত্র এবং উন্মত্তকারী পদার্থের গ্রহণ বর্জন করা উচিত।[86] কারণ, এইসব দানকে সেখানে বর্জিত দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জৈমিনির সিদ্ধান্ত হ'ল- একমাত্র নিজের বস্তুরই দান করা যায়, বিশ্বজিৎ যজ্ঞে নিজের সাথে সম্বন্ধ রয়েছে এমন কারো দান করা যায় না, রাজা নিজের সম্পূর্ণ রাজ্যের দান করতে পারে না, বিশ্বজিৎ যাগে অশ্বদান করা যায় না, ব্যক্তির সম্পুর্ণ অধিকারে রয়েছে এমন বস্তুরই বিশ্বজিত যাগে দান করা উচিত ।[87] নারদ আট প্রকার দানকে বর্জিত বলেছেন।[88] আবার *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে, যে পদার্থ বা বস্তুর পরিত্যাগ বৈদিক মন্ত্রের জপ এবং তপের থেকে দূরে থাকে তার এই প্রকার পাপ উৎপন্ন হয়। এই পাপের কারণ হিসেবে অসৎপ্রতিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। দাতা চণ্ডাল বা পতিত

---

[85] . আপ. ধর্ম. ১.৬.১৯.১৩-১৪., বি. ধর্ম. ৫৭.১১.

[86] . ব. ধর্ম. ১৩.৫৫.

[87] . জৈমিনি. ৩.৭.১-৭.

[88] . দত্তাপ্রদানিক. ৪-৫.

যাই হোক না কেন দান করে থাকে। এই দান বিশিষ্টকাল এবং দেশ বা কোনো দেয় পদার্থ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। আবার কিছু পদার্থ রয়েছে যা দান রূপে স্বীকার করাও যায় না। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দান অবশ্যই দেওয়া উচিত কিন্তু তা নিজের হওয়া দরকার। অর্থাত্ দেখা যাচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রেই দানরূপ ধর্মের কথা বলা হয়েছে এবং স্বার্জিত বস্তুরই দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[89] দানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বিষয় হল দান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি তা না পালন করা হয় তবে তা অত্যন্ত খারাপ বিষয়। আচার্য গৌতম বলেছেন যে, দান গ্রহিতা যদি কুপাত্র হয়, অধার্মিক হয় অথবা বেশ্যাচারী হয় তবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তাকে দান করা উচিত নয়।[90] আর এটা তখনই সম্ভব যদি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত দান করা হয়নি। আবার কাত্যায়ন বলেছেন, ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া দান যদি না দেওয়া হয় তবে প্রতিশ্রুত দাতা ব্রাহ্মণের কাছে ইহলোকে ও পরলোকে ঋণি হয়।[91] অসৎপ্রতিগ্রহের কথা কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্রেও পাওয়া যায়। সেখানে বর্জিত দান গ্রহণ করাকে পাপ কার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত বস্তু বৈদিক মন্ত্রের জপ এবং তপ ছাড়াই দান করা হয় তা বর্জিত বস্তু।[92] এর গ্রহণকেই অসৎপ্রতিগ্রহ বলা হয়েছে। আবার এই অসৎপ্রতিগ্রহের পাপ থেকে মুক্তির জন্য কিছু বিধানও করা হয়েছে এই ধর্মসূত্রেই। সেখানে বলা হয়েছে, গোশালায় একমাস শুধু দুগ্ধপান করে এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে তিন হাজার বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার সাথে সাথে এই

---

[89] . আপ. ধর্ম. ২.৪.১.১০-১২, বৌ. ধর্ম. ২.৩.১৯.

[90] . গৌতম. ৫.২১.

[91] . অপরার্ক. পৃ. ৭৮৩.

[92] . বি. ধর্ম. ৫৪.২৮.

অসৎপ্রতিগ্রহ পাপের থেকে মুক্তি মিলবে।তবে দাতার কোনো প্রকার পাপ হবে না, কেবল দান গ্রহণকর্তা পাপের ভাগীদার হয়।[93] দানের ক্ষেত্রে অপ্রামানিক দানও একটি অন্যতম বিষয়। ভাবাবেশে, ক্রোধ, অতিরিক্ত প্রসন্নতার কারণে, ভয়ভীত হয়ে, লোভে, অল্পাবস্থায়, মূর্খতাবশত, মদমত্ত অবস্থায় অথবা উন্মত্ততার কারণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া দান না দেওয়াও যেতে পারে। এইরকম দানকেই অপ্রামাণিক দানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য নারদ ষোলো রকমের অপ্রামাণিক দানের কথা বলেছেন।[94] তাঁর মতে কোনো কোনো দান দেওয়ার পর আর নেওয়া যায় না যেমন- পণ্যমূল্য, বেতন, আনন্দের জন্য দেওয়া ধন, স্নেহ দান, শ্রদ্ধাদান, কন্যাক্রয়ে দেওয়া দান- এইসব দান দেওয়ার পর পুনরায় নেওয়া যায় না।[95] তাঁর মতো কাত্যায়নও অপ্রামাণিক দানের কথা বলেছেন এবং এর সাথে তিনি আরেকটি বিষয়ও যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ প্রাণভয়ে নিজের সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তবে সে নিজের কথা প্রত্যাবর্তন করতে পারে।[96] কিন্তু কাত্যায়ন একটি কথা আরো বলেছেন যে, অল্পাবস্থার কারনে পিতা দ্বারা প্রতিশ্রুত দান পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকেই দেওয়া উচিত। ধর্মসূত্রে দানের দক্ষিণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, যেকোনো বস্তুর দান করার সময় দানকর্তার হাতে জল দেওয়া উচিত। ধর্মসূত্রানুসারে সকল প্রকার দানে জল প্রয়োগ হয়ে থাকে কিন্তু কেবল বৈদিক যজ্ঞে মন্ত্র অনুসারে কর্ম করা হয়।[97] এখানে সকল প্রকার দানের জন্য দক্ষিণাকে অনিবার্যরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু

[93] . বি. ধর্ম. ৫৪.২৪.

[94] . গৌতম. ৫.২৩.

[95] . ঐ.

[96] . অপরার্ক. পৃ. ৭৮১.

[97] . আপ. ধর্ম. ২.৪.৯.৯-১০.

পুরাণে কিছু কিছু দানের দক্ষিণা হয় না বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। এইভাবে দান সম্পর্কে বহু তথ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং তার অঙ্গ, হেতু, প্রকারভেদ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে সবিস্তারে বিভিন্নরকম তথ্য পরিবেশিত হল।

মূল্যায়ন :

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদাঙ্গ এবং কল্পসূত্রের অন্তর্গত সূত্রগ্রন্থগুলিতেও দান বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। তবে সর্বত্রই যে একই রকমের বিষয় আলোচিত হয়েছে তা কিন্তু নয়। কোথাও দানের দাতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সৎদাতার প্রসঙ্গ এসেছে আবার কোথাও দান বস্তু কোথাও গ্রহীতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বেদের যুগে যাগ, হোম ও দানের প্রচলন ছিল। সেখানে যাগ, হোম ও দানের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান ছিল। যাগে মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বস্তুর ত্যাগ করা হয়। কাত্যায়ন বলেছেন- 'দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ'।[98] হোমে নিজের কোনো দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। আর দানে নিজের কোনো দ্রব্যের ওপর মালিকানা ত্যাগ করে অপরের স্বামীত্ব অর্জন করানো হয়। দানের লক্ষণেও তাই বলা হয়েছে– *"স্বস্বত্ত্বনিবৃত্তিপূর্বকং পরস্বত্ত্বোৎপাদনং দানম্"।*[99] *ঋগ্বেদসংহিতা*তে যে ১০২৮টি সূক্ত রয়েছে তাদের প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি বিশেষ সূক্তের অন্তর্গত। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত নামে এক ধরণের সূক্ত পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে- সংবাদসূক্ত, বিভিন্ন নীতিমূলক সূক্ত, সৃষ্টিরহস্যমূলক সূক্ত, ইন্দ্রজালবিষয়ক সূক্ত, প্রহেলিকা সূক্ত এবং নারাশংসী ও দানস্তুতিমূলক বেশ কিছু সূক্ত। এই দানস্তুতিমূলক সূক্তগুলি

---

[98] . কা. শ্রৌ. ১.১.১.

[99] . জৈমিনি. ৪.২.২৮, ৭.১.৫, ৯.৪.৩২. শবরভাষ্য.

ধর্মনিরপেক্ষ এবং লৌকিক সূক্তের পর্যায়ভূত। Winternitz মহাশয় তাই বলেছেন- *"The so called danastutis...occupy a kind of intermediate position between religious and secular poetry in the Rigveda".*[100] বৈদিক আর্যদের সেই সময়কার চিন্তাভাবনা এই সব সূক্তে স্পষ্টভাবেই লক্ষ করার মতো। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক জিজ্ঞাসারই উত্তর পাওয়া যায় এই সমস্ত সূক্তে। সেই সময় রাজন্যবর্গ বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন ঋষিরাই। এই যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করার পর ঋষিরা প্রচুর দক্ষিণা পেতেন। তখন দক্ষিণা প্রাপ্ত সন্তুষ্ট ঋষিরা দান ও দাতার স্তুতি করতেন। দানবিষয়ক এই স্তুতিগুলি দানস্তুতি নামে পরিচিত আর দাতাবিষয়ক স্তুতিগুলি নারাশংসী নামে পরিচিত। সূতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দানস্তুতি ও নারাশংসী স্তুতিও ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত। দান বিষয়ক আলোচনাতেই সমৃদ্ধ এই সূক্তগুলি। বিশেষ করে বেদের সংহিতাভাগে এই সূক্তগুলি লক্ষ করা যায়। তবে বেদের অন্যান্য অংশ যেমন- ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদাঙ্গ এবং তার অন্তর্গত কল্পসূত্রে ও বেদের অন্যান্য নিবন্ধ গ্রন্থে এই দান বিষয়ক নানান আলোচনা পাওয়া যায়। সেখানে কখনো দাতা কখনো গ্রহীতা আবার কখনো তার আনুসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা দেখা যায়। সায়ণাচার্য 'ভোজ' শব্দের দ্বারা দাতাকে চিহ্নিত করেছেন।[101] বিশেষত ঋগ্বেদের মধ্যেই এই সমস্ত সূক্ত বেশি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন সূক্তের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো নানানরকম এই ধরনের দানের প্রশস্তি এবং দাতার প্রশস্তিমূলক মন্ত্রসমূহ পাওয়া যায়। দান যে করে সে হল দাতা। এই দাতা ভোজ

---

100 . M. Winternitz, HIL, Vol. 1, পৃ. ১০০.

101 . ঋক. সং. ১.১১৭.৩. সায়ণভাষ্য.

শব্দের দ্বারাও উল্লিখিত হয়েছে। বেদের উপনিষদ ভাগে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যেও রয়েছে এই দান মহিমা। সেখানে বস্তু দানাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে জ্ঞানদান। এই দানই সেখানে মোক্ষ তত্ত্বের পর্যায়ভূত রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ তার অন্যতম প্রমানস্বরূপ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের মধ্যদিয়েই এই দানধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে দানকে কর্তব্য কর্মরূপে দেখানো হয়েছে। আরণ্যকের মধ্যে নিত্যদানের কথাকে যেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপনিষদের মধ্যে যজ্ঞকর্মের থেকেও এই দানধর্ম কর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তার ফলও যে অতি উচ্চমানের হয় তাও এখানেই পাওয়া যায়। বেদের বেদাঙ্গ ভাগের মধ্যে দেখা যায় দানের তাত্বিক ব্যাখ্যা। সেখানে কিরকম বস্তু দান করা উচিত, কিরকম দাতা হওয়া উচিত, উপযুক্ত গ্রহীতা, বর্জিত দান, অপ্রামাণিক দান, প্রতিশ্রুত দানের দেয়তা এবং অদেয়তা, প্রতিগ্রহীতা, অসৎদাতা এবং অসৎদান ইত্যাদি বিষয়ে নানান রকমের আলোচনা পাওয়া যায়। তবে এই দান স্ব-অর্জিত বস্তুরই করা উচিত।[102] এই জন্যই শুধু বেদ নয় পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রেও ন্যায়ার্জিত দ্রব্যেরই দানের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদের মধ্যেও অসৎদাতা এবং অসৎদানের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তবে বেদে সার্বিক বিচারে দানকে সমাজের একতা প্রতিষ্ঠার বার্তাস্বরূপ রূপেই দেখা যায়। বেদের মধ্যে যে একতা প্রতিষ্ঠার কথা বারবার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে তা এই দানক্রিয়ার দ্বারাই সম্ভব বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সমাজে সাম্যবাদের ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও এই দানক্রিয়া খুবই দরকার। সমাজে একশ্রেণীর হাতে সমস্ত ধনসম্পদ আর একশ্রেণীর হাতে শুধু শূন্যতা

---

[102] . রযিং দানায চোদয | অ. বে.’ ৩.২০.৫.

– এই সামাজিক প্রেক্ষাপটকে দূরীকরণ করতে হলে দানক্রিয়া সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেদের মধ্যে এই দানক্রিয়ামূলক সামাজিক কল্যাণময় কর্মের কথা তাই খুব বেশি করে প্রাধান্য পেয়েছে। তাই বেদে সকলের সুখী জীবনের কামনা করে বলা হয়েছে-

“সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগভবেত্।”[103]

বেদের দান পরম্পরার যে উপদেশমালা তাকে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য নানান আখ্যানেরও সংযোজন বেদের ব্রাহ্মণভাগে করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই আখ্যানভাগের অবতারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দানস্তুতিমূলক সূক্তসমূহের ঐতিহাসিক মুল্যও অনস্বীকার্য। এই সূক্তগুলিতে অনেক রাজা-মহারাজার নাম পাওয়া যায় তাই তাদের পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক গুরুত্বও যে রয়েছে সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু, দাতা, গ্রহীতা- এদের সকলেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বৈদিক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় দানস্তুতিমূলক সূক্তগুলির অবদান অবিস্মরণীয়।

---

[103] . বৃহদ. উপ. ১.৪.১৪.

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতিশাস্ত্রে দান প্রসঙ্গ

স্মৃতিশাস্ত্রেরই অপর নাম হল- ধর্মশাস্ত্র।[1] এই ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রাথমিকরূপ ধর্মসূত্রের মধ্যে নিহিত বলে অনেকে মনে করেন। ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম শব্দের অনেক অর্থ থাকলেও ধর্ম মূলত কর্তব্য-কর্মকেই বোঝায়।[2] প্রাণীকূলের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি মঙ্গলজনক কর্তব্য-সম্পাদনই হল ধর্ম। অমরকোষে ধর্ম-শব্দ পুণ্য, শ্রেয়ঃ, সুকৃত, ইত্যাদি অর্থেও প্রযুক্ত হয়।[3] মনু তপ, জ্ঞান, যজ্ঞ এবং দানকে ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ধর্মশাস্ত্রকারগণ দানধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন বিধি-বিধানের উল্লেখ করেছেন। সেখানে দানের মাহাত্ম্যই বারবার উদ্ঘোষিত হয়েছে। দেবল বলেছেন- *"অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্। দানমিত্যভিনির্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে"।।*[4] এখানে দেবল 'অর্থ' পদের দ্বারা ধনাদি দ্রব্য এবং 'উদিত' শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট, 'পাত্র' বলতে যোগ্য-ব্যক্তিকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাত্ উদ্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট যোগ্যপাত্র বা ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক কিছু প্রতিপাদন করা হলে তাকে দান বলা হয়। বেদের মতো স্মৃতিতেও শ্রদ্ধার সাথেই দান করার কথা বলা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে দান করা হলে দানের পর প্রদত্ত

---

1 . শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ। মনু. ২.১০.

2 . The dictionaries set out various meanings of dharma, such as ordinance, usage, duty, right, justice, morality, virtue, religion, good work's, function or characteristic." H. D. Vol-II. Part-I.

3 . স্যাদ্ ধর্মম্ আস্ত্রয়াং পুণ্য শ্রেয়সী সুকৃতং বৃষঃ অমরকোষঃ। অমরকোশ. পৃ. ২২.

4 . শুদ্ধি. পৃ. ৩০৪.

বস্তুর উপর কিন্তু দাতার কোনপ্রকার স্বত্ত্ব থাকবে না।[5] কারণ, দানের মাধ্যমে দানকৃত বস্তুর ওপর গ্রহীতারই স্বত্ত্ব উৎপন্ন হয় ও দাতার স্বত্ত্ব লোপ পায়। সুতরাং যা দান করা হবে তা যেন নিঃস্বার্থ, নিঃসঙ্কোচে প্রদত্ত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে দান করা হলে দানকরা বস্তুর উপর দাতার স্বত্ত্ব বিনষ্ট হবে এবং গ্রহীতার স্বত্ত্বোৎপন্ন হবে। দানবস্তু গ্রহণ করার পর গ্রহীতা নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারবেন। দান করার পূর্বে দানীয় বস্তুটির উপর দাতার যেমন অধিকার ছিল দান করার পর গ্রহণকর্তারও ঠিক তেমনই অধিকার উৎপন্ন হলে পরে দানকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেবল যে 'প্রতিপাদন' কথাটি বলেছেন তার অর্থ হল 'স্বীকরণ'। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, দানীয় বস্তুর উপর দাতার পূর্বাধিকার নিবৃত্ত হলেই কিন্তু দানকার্য সম্পন্ন হয়েছে বলা যাবে না। কারণ, উপযুক্ত পাত্র ইত্যাদিও হল দানের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। দান ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হলেও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে দানসম্পর্কিত যে বিবিধ তথ্য পাওয়া যায় তা নির্বাচিত কয়েকটি শাস্ত্রানুসারে পরিবেশিত হল-

১. মনুসংহিতায় দান প্রসঙ্গ :

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি- এই চার যুগের যুগধর্ম প্রসঙ্গে মনু বলেছেন- সত্যযুগে তপঃ, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানই হল প্রধান ধর্ম।[6] বিভিন্ন যুগে ধর্মের এই ভিন্ন স্বরূপ নির্ধারণ, তা সম্ভবত হয়ে থাকে আর্থ-সামাজিকপ্রেক্ষিতে মানুষের সার্বিক আচার-আচরণের গুরুত্বকে অনুভব করে। তাহলে যেমন সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, কিংবা দ্বাপরে যজ্ঞের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় ঠিক তেমনি সমাজে দানের

[5] . ঐ.

[6]. তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে।। মনু. ১.৮৬.

গুরুত্ব বিবেচনা করেই কী তাহলে কলিকালে দান-কে যুগধর্ম হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল-এই প্রশ্ন উঠতে পারে। তার উত্তর অনুসন্ধানে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ, বৈদিককালে যাগ-যজ্ঞাদি কর্মে যে দানের সূচনা হয় এবং ব্রাহ্মণগুলিতে যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং পরবর্তীকালে এসে দেখা যায় স্মৃতিশাস্ত্রে সেই দানকে একেবারে যুগধর্ম হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এথেকে সমাজে দানের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। এখন দেখাযাক, কী কী কারণে দানকে যুগধর্মের মর্যদা দেওয়া হয়েছে? সত্যযুগে ধর্মের চতুষ্পাদ বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে বা অন্যায়কার্য সম্পাদন করে কেউ কারও ধন অপহরণ করতেন না।[7] পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনের সাথে ধর্মেরও হ্রাস ঘটতে শুরু করে।

যুগের চাহিদার নিরিখে মনু কলিযুগে দানকেই কল্যাণপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম হিসেবে দানের কথা বলা হয়েছে।[8] দানের ক্ষেত্রে পবিত্র দেশের প্রয়োজন, একারণেই হয়তো ব্রহ্মাবর্ত নামক পবিত্র দেশের কথাও মনু বলেছেন।[9] দানের স্বরূপ বলতে গিয়ে আচার্য মনু দানকে ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করলেও তাঁর মতে- দান তখনই ধর্ম হবে, যখন দান সঠিক দেশ ও কালে, যোগ্যপাত্রে শ্রদ্ধা ও ভক্তি-পূর্বক বিধি-বিধান অনুসারে দেওয়া হবে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় চার-বর্ণের নিজস্ব বৃত্তি ছিল। সেখানে ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তিই ছিল দান। মহাভারতে বলা হয়েছে- দেয় দ্রব্যের পূজা, দান গ্রহণের পরে প্রতিগ্রহীতার কণ্ঠে স্বস্তি

---

7. নাধর্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ততে । মনু. ১.৮১.

8 . তদেব. ১.৮৮-৯০.

9 . সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্মিতং দেশ ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে।। তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।। তদেব. ২.১৭-১৮.

বাক্য উচ্চারিত হওয়া উচিত। দান দেওয়ার সময় দাতাকে পূর্বমুখী এবং গ্রহীতাকে উত্তরমুখী হয়ে বসতে হয়। এই সমস্ত বিধি পালন করলে দানের পূর্ণফলপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। অন্যথা দেশ, কাল, পাত্রের বিচার না করে বিধি লঙ্ঘণপূর্বক দানগ্রহণ অনর্থকারী হয়।[10] দানের পাশাপাশি প্রতিগ্রহও ছিল ব্রাহ্মণের বৃত্তি– তার উল্লেখ আমরা *মনুস্মৃতিতেই* পাই।[11] প্রতিগ্রহের স্বরূপ প্রসঙ্গে মেধাতিথি বলেছেন –'গ্রহণ মাত্রই প্রতিগ্রহ হয় না । যা বিশিষ্ট স্বীকৃতির পরিচায়ক তারই প্রতিগ্রহ হয়| অর্থাৎ যদি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণের সাথে দান করা হয় এবং দাতার অদৃষ্ট আধ্যাত্মিক পুণ্যপ্রাপ্তি হয় তবেই তার প্রতিগ্রহ হয়।' ভিক্ষা দেওয়ার সময়ে কোনও মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় না, তাই তা শাস্ত্রবিহিত দান নয় , আবার স্নেহবশত বন্ধু ও ভৃত্যকে দেওয়া পদার্থেরও প্রতিগ্রহ হয় না।[12] ব্রাহ্মণ মানেই যে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করতে পারবেন তাও নয়, কারণ, যে ব্রাহ্মণ কোনদিন দানকার্য করেননি তিনি কী করে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করবেন? প্রসঙ্গত, আচার্য মনুর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মনুর মতে- যে ব্রাহ্মণ কোনদিন দান করেনি তিনি প্রতিগ্রহও গ্রহণ করতে পারবেন না।[13] সম্ভবত, ব্রাহ্মণদের বৃত্তি হিসেবে অধ্যাপনা, যজন, যাজন প্রভৃতি নির্দিষ্ট হলেও তাতে বিশেষ কিছু অর্থ উপার্জন হত না। তাই প্রতিগ্রহ বৃত্তিই ছিল ব্রাহ্মণদের বিশেষ আয়ের অন্যতম উৎস। *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে- যে ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করার বিধি জানেন না তাঁর উচিত প্রতিগ্রহ গ্রহণ না

---

10 . অসম্যক্কৈব যদ্দত্তমসম্যক্ চ প্রতিগ্রহ। উভয়ং স্যাদনর্থায় দাতুরাদাতুরেব চ।। মহা. শান্তি. ৩৬.৩৯.

11 . তদেব. ১.৮৮-৮৯.

12 . "নৈব গ্রহণমাত্রং প্রতিগ্রহঃ । বিশিষ্ট এব স্বীকারে প্রতিপূর্বো গৃহ্নাতির্বর্ততে । অদৃষ্টবুদ্ধ্যা দীযমানং মন্ত্রপুর্তং গৃহ্নতঃ প্রতিগ্রহো ভবতি। ন চ ভেক্ষ্যে দেবস্য স্বাদিমন্ত্রোচ্চারণমস্তি । ন চ প্রীত্যাদিনা দানগ্রহণে । ন চ তত্র প্রতিগ্রহব্যবহারঃ"। মেধা. মনু. ৫.৪.

13 . হিরণ্যং ভূমিমশ্বং গামন্নং বাসস্তিলান্ ঘৃতম্। প্রতিগৃহ্ণন্নবিদ্বাংস্ত ভস্মীভবতি দারুবত্।। মনু. ৪/১৮৮.

করা। অগ্নির দ্বারা যেমন কাষ্ঠ ভস্ম হয়ে যায় সেইরকম ভাবে সুবর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গোরু, অন্ন, বস্ত্র, তিল, ঘি ইত্যাদি দান-গ্রহণকারী মূর্খ ব্রাহ্মণও ভস্ম হয়ে যান।[14] শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণরা যদি লোভের বশবর্তী হয়ে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করেন তবে তাঁদের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়ে যায়।[15]

দানে সৎপাত্রের মহত্ত্ব বিষয়েও আচার্য মনু বলেছেন যে, দাতাকে সর্বদা পাত্রের পাত্রতা অর্থাত্ যোগ্যতা বিচার করতে হবে। কারণ, দান যদি কোন অসৎপাত্রের অথবা কুপাত্রের হাতে গিয়ে পৌঁছায় তবে দানের আসল উদ্দেশ্য বিফল হয়।[16] প্রসঙ্গত, বিদ্যাদানের কথায় আসা যাক, বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে আচার্য মনু বলেছেন যে, যতক্ষণ না গ্রহীতা বিদ্যা গ্রহণে আগ্রহ না দেখান, ততক্ষণ তাকে পাত্র অর্থাত্ বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত বলে নির্বাচিত করা যায় না। শুধু তাই নয়, মনু আত্মগ্রহণ-ধারণেসমর্থাদি দশগুণাধিকারী ব্যক্তিরাই যে বিদ্যা গ্রহণের অধিকারী বা উপযুক্ত পাত্র তার কথাও বলেছেন।[17] মহাভারতে বলা হয়েছে- দেয় দ্রব্যের পূজা, দান গ্রহণের পরে প্রতিগ্রহীতার কণ্ঠে স্বস্তি বাক্য উচ্চারিত হওয়া উচিত। দান দেওয়ার সময় দাতাকে পূর্বমুখী এবং গ্রহীতাকে উত্তরমুখী হয়ে বসতে হয়। এই সমস্ত বিধি পালন করলে দানের পূর্ণফলপ্রাপ্তি হয়ে

---

[14] . তদেব. ঐ.

[15] . প্রতিগ্রহসমর্থোহ'পি প্রসঙ্গং তত্র বর্জয়েৎ। প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি।।মনু. ৪.১৮৬.

[16] . ন দাতা লভতে ফলম্ । মনু. ৩.১৪২.

[17] . নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রুযান্ন চান্যাযেন পৃচ্ছতঃ। জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেত্"।।মনু. ২.১১০.

থাকে। অন্যথা দেশ, কাল, পাত্রের বিচার না করে বিধি লঙ্ঘণপূর্বক দানগ্রহণ অনর্থকারী হয়।[18]

সৎপাত্রে দেওয়া দানের প্রশংসাকারী মনু বলেছেন যে, বিদ্যা এবং তপস্যার সাথে যুক্ত ব্রাহ্মণকে কম বা বেশি যাইহোক না কেন যদি দান করা যায়, তবে তা পরলোকে অক্ষয় ফললাভ হয়।[19] মনুর মতে- সদাচারী বেদজ্ঞ বিদ্বানকে দেওয়া দানের ফল অনন্ত। এই অনন্ত ফল কীরূপে প্রাপ্ত হয় তারও নির্দেশ আছে। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে- যিনি অব্রাহ্মণকে দান করেন তাঁর সম ফল, যিনি শুধু ব্রাহ্মণব্রুবে বা জাতিতে ব্রাহ্মণ অর্থাত্ অশাস্ত্রীয় বা নিষ্ক্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করেন তাঁর দ্বিগুণ ফল লাভ হয়, যিনি বিদ্বান ও শাস্ত্রনিষ্ণাত ব্রাহ্মণ তাঁকে দান করলে অনন্ত ফল লাভ হবে। অগ্নিহোত্র থেকে শ্রেষ্ঠ ফল হল ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানের ফল। শুধু জাতিগত উৎকর্ষতার জন্য নয়, জ্ঞানবত্তা বা বিদ্যাবত্তার দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যপাত্রে দানের মাধ্যমে তার ফল নির্ধারণের ভাবনাও এখানে ব্যক্ত হয়েছে।[20] বিদ্যা এবং তপস্যায় সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেওয়া দানের মাধ্যমে দুঃখ এবং পাপ থেকে নিষ্কৃতি হয়। বিধি অনুসারে দান দেওয়া বিষয়ে স্মার্তাচার্য মনু বলেছেন যে, দাতার বিধি অনুসারে দান করা উচিত এবং প্রতিগ্রহীতারও বিধি অনুসারে দান গ্রহণ করা উচিত। দানের মধ্যে সংকল্প রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রথমে দাতার থেকে দান নেওয়ার স্বীকারোক্তি এবং তারপরেই সেই দান গ্রহণ করা উচিত। তবেই দানের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

---

18 . অসম্যক্তৈব যদ্দত্তমসম্যক্ চ প্রতিগ্রহ। উভয়ং স্যাদনর্থায় দাতুরাদাতুরেব চ।। মহা. শান্তি. ৩৬.৩৯.

19 . পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্ধানতয়ৈব চ। অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্য ফলমুঞ্চবে।। মনু. ৭.৮৬.

20 . ন স্কন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিত্। বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্।।
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে। প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে।। মনু. ৭.৮৪-৮৫.

অসৎপ্রতিগ্রহের দোষের কথাও মনু বলেছেন– অক্ষত্রিয় রাজার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত। পশুর মাংস বিক্রয়কারী, যাঁরা তেল বিক্রয়কারী, মদবিক্রয়কারী, বারবনিতার আয় নিয়ে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করে তাঁদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করা যাবে না। এখানে হীনপাত্রের বা নীচাশয়পাত্র বলেই তাঁদের নিকট থেকে দান গ্রহণের অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এথেকে বোঝা যায়, দানশোনা মাত্র-ই যে যাঁর তাঁর কাছ থেকে দানগ্রহণ করা হবে তা নয়, পাত্র ও প্রদেয়বস্তুর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এই ভাবনার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কালিদাসের মেঘদূতে। যেখানে যক্ষ মেঘের কাছে কেন প্রার্থনা জানিয়েছেন, কারণ, মেঘ হল মহান। তাই তাঁর মত গুণাতিশয় ব্যক্তির কাছে দান কিছু না পাওয়া গেলেও বরং ভাল, কিন্তু যিনি অধম তিনি যদি না চাইতেই সবকিছু দেন তাঁর কাছে না চাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করা হয়েছে।[21]

দাতার যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে- দাতা হিসেবে অক্ষত্রিয় রাজারাই বেশি দোষের অধিকারী। অক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক দানকর্ম সমাজে অতিশয় পাপজনক ও নিন্দাজনক।[22] আচার্য মনুও কিছু দানের কথা বলেছেন যেগুলি প্রার্থনা ছাড়াই পাওয়া যায় সেইসব দান অযাচিত। সকলের কাছ থেকেই এই ধরণের দান গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ধরণের দান বস্তুগুলি হল- ফল, মূল, খাদ্য, জল, কাষ্ঠ এবং মধু ও আমান্ন। কিন্তু বেশ্যা, ক্লীব, পতিত ও শত্রুদের কাছ থেকে কখনও সে সব জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে মনু বলেছেন- শূদ্রের কাছ থেকে আমান্ন এবং চণ্ডালের কাছ থেকে অভয়দান গ্রহণ করা যেতে পারে। এথেকে মনে হয় যে,

---

[21] . যাঞ্চা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা । মেঘদূতম্. পূর্বমেঘ. ৬নং শ্লোক

[22] . মনু. ৪।৮৪-৯১.

স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে শূদ্রদের দান করার ভাবনা বা সংকল্প থাকলেও তাঁরা দান করতে পারতেন না। তাঁরা শুধু আমান্ন দানই করতে পারতেন।[23] অযাচিতভাবে পাওয়া গেলেও তাঁরা সেই দান কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না।[24] বেদে কন্যাদানের সাথে অলংকার এবং পণ হিসেবে বহু গোরু, অশ্ব, সুবর্ণ ইত্যাদি দান করা হত তেমনি স্মৃতিশাস্ত্রেও সালংকারা কন্যাদানের প্রশংসা করা হয়েছে। সেখানে বরপক্ষ দ্বারা কন্যাকে এই দান দেওয়া হত।[25] উল্লেখ্য, এই প্রকার কন্যাদান বিভিন্ন ধর্ম বিবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে।

দানের ফলপ্রাপ্তি সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে- অপাত্রে(অযোগ্য পাত্রে) দেওয়া দান নিষ্ফল হয়। অর্থাত্‌ অপাত্রে দানের দ্বারা কোনপ্রকার ফলপ্রাপ্তিই ঘটে না। ক্ষেত্র ভালো হলে বীজবপণ করে ভালো ফসল পাওয়া যায়। ক্ষেত্র অনুপযুক্ত হলে তার থেকে যেমন ভালো ফসল আশা করা যায় না তেমনি অপাত্রে দেওয়া দানও নিষ্ফল। বিদ্যাবিহীন অথবা অপাত্র ব্রাহ্মণকে দান দেওয়া হলে দাতার কোনপ্রকার ফলই প্রাপ্ত হয় না।[26] মনু আরও বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ লোভবশত শূদ্রযাজীর থেকে প্রতিগ্রহ নিলে সেই ব্রাহ্মণ বিনষ্ঠ হয়। দেবল ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান, সোমলতা বিক্রেতাকে, বৈদ্যব্যবসায়ীকে দান, বণিক, পৌনর্ভব ব্রাহ্মণকে দেওয়া দান নিষ্ফল হয়। অপাঙ্ক্তেয় ব্রাহ্মণ ও অসাধু ব্রাহ্মণকে করা দানও নিষ্ফল হয়।[27]

---

23 . মনু. ৪।২৪৭-২৫০.

24 . আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্। মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্মণঃ । মনু. ৪.২৪৮.

25 . মনু. ৩.৫৫.

26 . ন দাতা লভতে ফলম্। মনু. ৩.১৪২.

27 . মনু. ৩.১৭৯-১৮২.

দানে ন্যায়ার্জিত বা বিশুদ্ধদ্রব্য এবং শ্রদ্ধার মহিমার কথা বলতে গিয়ে আচার্য মনু বলেছেন, দানের ক্ষেত্রে সৎপাত্র বিচার যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দ্রব্য শুদ্ধি এবং শ্রদ্ধার মহিমাও অপার। আর সেই কারণেই বোধহয়, কেউ কোনও কিছু চৌর্যবৃত্তির দ্বারা গ্রহণ করে যদি দেবতার উদ্দেশে দান করে তাহলে প্রদেয় দ্রব্যটি ন্যায়ার্জিত না হওয়ায় সেখানে ধর্মাধর্মের প্রশ্ন ওঠে।

মনু বলেছেন- ইষ্টাপূর্ত কার্য হল নিত্যকর্ম। যাগ-যজ্ঞাদি দানধর্ম সম্বন্ধি ধর্মাচরণ কার্যকে ইষ্ট বলা হয় এবং ধর্মশালা, পুষ্করিণী, কূপখননাদি লোকের উপকারক কর্মই হল পূর্তকর্ম। দান-ধর্মাদি ইত্যাদি কার্যে অলসতা ত্যাগ করে যিনি নিত্য দানধর্ম নামক পবিত্র কর্ম করে থাকেন তিনিই অক্ষয় ফললাভ করেন। ন্যায়ের দ্বারা উপার্জিত দ্রব্যেই এই অনুষ্ঠান করা উচিত বলে আচার্য মনু মনে করেছেন। এর সাথে দরকার প্রসন্ন মন ও শ্রদ্ধা। অন্যায়ের দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যে সৎকর্ম ফললাভ হয় না।[28]

বিভিন্ন দানের ফল যে বিভিন্ন রকমের হয় সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্মার্তাচার্য মনু বলেছেন, দানের ফল এবং তার আবশ্যকতা শোনার পর যাতে মানুষ ফল পাওয়ার ইচ্ছায় হলেও দান কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাতে কিছু সংখ্যক মানুষ হলেও এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে বলে ধারণা। জলদান করলে দাতা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা থেকে নিবৃত্ত হয়ে সর্বদা তৃপ্ত থাকেন। অন্ন দানের ফল হল অক্ষয় সুখ, তিল দানের ফল হল মনের অভিলাষ পূর্ণ হওয়া এবং দ্বীপ দানের ফল হল উত্তমনেত্রজ্যোতি লাভ করা।[29]

---

[28] . শ্রদ্ধয়েষ্টং চ পূর্তং চ নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ। শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বগতৈর্ধনৈঃ।। দানধর্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিক পৌর্তিকম্”। মনু. ৪.২২৬-২২৭.

[29] . তদেব. ৪.২২৯.

বস্ত্রদানকারী চন্দ্রলোক, ঘোরা দানকারী অশ্বিনীকুমার লোক, বৃষভ দানকারী ঐশ্বর্য এবং গোদানকারী সূর্যলোক লাভ করেন।[30] শয্যাদানকারী সুলক্ষণা পত্নী, প্রাণীদের অভয় দানকারী উত্তম ঐশ্বর্য, ধান্য তথা ফল দানকারী শাশ্বত সুখ এবং বেদ জ্ঞানের উপদেশ দানকারী ব্রহ্মার সমানতা লাভ করেন।[31] ভূমি দানের ফল হল- ভূমির অধিপতি, সুবর্ণ দানকারী দীর্ঘায়ু, গৃহদানকারী উত্তম ভবন, রূপা দানকারী উত্তমরূপ এবং সৌন্দর্য লাভ করে।[32] বস্তুতপক্ষে, নিঃস্বার্থভাবে দানের মাধ্যমে যিনি অন্যের ভালো চান তাঁরও সর্বদা যে ভালই হয় হয়তো এই নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আচার্য মনু বলেছেন যে, জল, অশ্ব, গাভি, ভূমি ইত্যাদি দানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান দানই শ্রেষ্ঠ।[33]

ভূমিদানের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে ভূমির আসল মালিক কে সেই বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে *মনুসংহিতায়*। রাজা যে শুধুমাত্র ভূমির রক্ষক তাও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। ভূমির রক্ষা করতে গেলে রাজার দরকার প্রচুর অর্থ আর সেই অর্থ তিনি কর হিসাবে প্রজাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতেন। এই করের দ্বারাই রাজা তাঁর রাজ্যের ভূমি ইত্যাদির রক্ষণা-বেক্ষণ করতেন। মনু বলেছেন, ভূমি তারই যিনি ঘাস ইত্যাদি দূর করে ভূমিকে ক্ষেতিযোগ্য উত্তম জমিতে পরিণত করেন।[34] কৌটিল্যও প্রায় একই কথা বলেছেন। অর্থাত্ তিনিও ক্ষেতিযোগ্য বা উত্তম ভূমিতে

---

30 . তদেব. ৪.২৩১.

31 . তদেব. ৪.২৩২.

32 . তদেব. ৪.২৩০.

33 . সর্বেষাং দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। বার্যন্ন গোমহীবাস্বস্তিলাকাঞ্চনসর্পীষাম্”।।মনু. ৪.২৩৩.

34 . নিধীনান্তু পুরাণানাং ধাতুনামেব চ ক্ষিতৌ। অর্ধভাগ্ রক্ষণাদ্রাজা ভূমেরধিপতির্হি সঃ।। মনু. ৮.৩৯,

পরিণত করা সেই কৃষককেই ভূমির আসল স্বামীরূপে স্বীকার করেছেন।[35] আবার মনু এও বলেছেন যে, সঠিক সময়ের মধ্যে কৃষক যদি চাষ-আবাদ না করে তবে তার জন্য তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার। এর থেকে মনে হয় যে, মনু অনাবাদী ভূমিকে আবাদীভূমিতে পরিণতকারী ব্যক্তিকেই হয়তো ভূমির প্রকৃত স্বামী বা পতি বলতে চেয়েছেন।[36] রাজা ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী- আচার্য, ঋত্বিক-পুরোহিত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে বসতির জন্য, যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত কররহিত অনুগ্রহ-পরিহার বর্জিত ভূমিদান করেন তেমনি বিভিন্ন প্রকার কৃষকদের বিভিন্ন শর্তে ভূমিদান করতেন তার নমুনা পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রের ‘জনপদনিবেশ’ অধ্যায়ে।

দাতার মনোভাব অনুসারে দানের ফলপ্রাপ্তি হয়| এপ্রসঙ্গে মনু বলেছেন যে, দান দেওয়ার সময় দাতাকে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হয়, নিষ্কাম ভাব সম্পন্ন হতে হয়, সেই অনুসারেই জন্মান্তরে তার ফলপ্রাপ্তিও ঘটে। তাই সাত্ত্বিক ভাবনার দ্বারা নিষ্কামভাব সম্পন্ন হয়ে যা দান করা হয় তা মহান কল্যাণকারী পবিত্র কর্ম রূপে স্বীকৃতি পায়। মনু বলেছেন- ভালো কাজ করে তা ঘোষণা করতে নেই কেননা এতে কর্তার অভিমান চলে আসে এবং এতে তাঁর ফলপ্রাপ্তিও ঘটে না।[37] *মহাভারতের* শান্তি পর্বেও বলা হয়েছে শুধু যশলাভের জন্য দান করা হয় না।[38] দানের দ্বারা ধর্ম হয়। এই ধর্মই মৃত্যুর পর

---

35 . অর্থ. ২.৯.

36 . ক্ষেত্রিয়স্যাত্যয়ে দণ্ডো ভাগাদ্দশগুণো ভবেত্। ততোঽর্ধদণ্ডো ভৃত্যানামজ্ঞানাত্ ক্ষেত্রিকস্য তু।। মনু. ৮.২৪৩.

37 . ন দত্ত্বা পরিকীর্তয়েত্, দানং চ পরিকীর্তনাত্। মনু. ৪.২৩৬-২৩৭.

38 . ন দদ্দাত্ যশসে দানম্ মহা. শান্তি. ৩৬.৩৬.

তাকে রক্ষা করে তাই ইহলোকে দানাদি শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা জীবন চালনা করা উচিত।[39] অনুরূপ কথা মনুও বলেছেন– 'ধর্মস্তমনুগচ্ছতি'।[40]

২. যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দান প্রসঙ্গ :

মহাযোগী, জ্ঞানী ও ধর্মাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যের নাম সর্বজনবিশ্রুত। তিনি শুক্লযজুর্বেদের দ্রষ্টা। *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* তাঁর ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা যে স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয়েছিল তার নাম হল *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*। এর 'আচার অধ্যায়ে' দানধর্মের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানেই যাজ্ঞবল্ক্য সকল আশ্রম ও সকল বর্ণের সামান্য ধর্মের নির্দেশ করতে গিয়ে দানের আবশ্যকতার কথাও বলেছেন। মন, বাক্য তথা শরীরে কোনপ্রকার হিংসাভাব রাখা উচিত নয়। যথার্থ ভাষণ, চুরি না করা, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, অন্তকরণের সংযম, দয়া এবং শান্তি- এই সবকিছুর জন্যই ধর্মসাধন করা উচিত।[41] মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মন, বচন এবং কর্মের দ্বারা সকল প্রকার ধর্মাচরণ ও সৎকর্মানুষ্ঠান করার জন্য এবং অধর্মাচরণ পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[42] যাজ্ঞবল্ক্য 'দানধর্ম' প্রকরণে দানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, দান সর্বদা সৎপাত্রেই করা উচিত।

---

39 . দানধর্মং নিষেবেত। মনু. ৪.২২৭.

40 . তদেব. ৪.২৪১.

41 . অহিংসা সত্যমস্তেযং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দানং দমো দয়া শান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্"।। যাজ্ঞ. ১. ১২২.

42 . কর্মণা মনসা বাচা যত্নাত্ ধর্মং সমাচরেত্।। যাজ্ঞ. ১. ১৫৬.

আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যও মনুর ন্যায় দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা পাত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর তাঁর থেকে ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেন শ্রেষ্ঠ এবং তার থেকে অধ্যাত্মশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেন শ্রেষ্ঠ। তবে কেবল শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়েই পাত্র বিচার করলে হবে না, তাঁর মধ্যে অনুষ্ঠান তথা বিদ্যা এবং তপস্যাও থাকতে হবে। যাঁর মধ্যে বিদ্যাভাব ও তপস্যাভাব বিদ্যমান তিনিই যথার্থ পাত্র বা সৎপাত্র। কারণ, তিনি হয়তো বা দাতার আত্মকল্যাণের দিকটিকেই বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন।[43] সৎপাত্রে দান করলেই দানের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। তাই আত্মকল্যাণের ইচ্ছাকারী ব্যক্তির অপাত্রে দান করা উচিত নয়। সর্বদা সৎপাত্রেই দান করতে হবে।[44] আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা এবং তপস্যা থেকে হীন অর্থাত্ দূরে থাকে তাঁর প্রতিগ্রহ গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি তিনি দান গ্রহণ করেন তবে তিনি দাতাকে এবং নিজেকে অধঃগতিতে নিয়ে যান। এথেকে মনে হয়, যে অধিকার ভোগ করে তাঁর ক্ষেত্রে কর্তব্য-সম্পাদনও অত্যাবশ্যকীয়।[45]

দানের কাল সম্পর্কেক বলতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন– প্রতিদিন সৎপাত্রে দান করা উচিত। চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি বিশেষ পর্বে বিশেষ দান করা উচিত-[46] তবে এখানে

---

43 . ন বিদ্যযা কেবলঘা তপসা বাপি পাত্রতা। যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্তিতম্"।।তদেব. ১.২০০.

44 . গোভূতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চিতম্। নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয ইচ্ছতা।। তদেব.১.২০১.

45 . বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ। গৃহ্নন প্রদাতারমধ্যে নযত্যাত্মানমেব চ।।যাজ্ঞ. আ. ২০২.

46 . দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ। যাজ্ঞ. ১.২০৩.

একটি বিষয় জ্ঞাতব্য যে, *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* কিন্তু নিত্য দান অপেক্ষা বিশেষ তিথিতে প্রদত্ত দানকে বেশী পুণ্য এবং সফল বলে ধরা হয়েছে।[47] তবে মনে হয় যে, গ্রহণ কর্তার প্রয়োজনের কালই দানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাল। কারণ, প্রয়োজনের সময় যদি তাকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য না করা হয় তবে তা কখনই কল্যাণকর হয় না। আর দানের চূড়ান্ত লক্ষই যেহেতু অপরের কল্যাণসাধন সেক্ষেত্রে তো অন্য কিছু বলারই অপেক্ষা রাখে না। আরও বলা হয়েছে- অয়ন, বিষুব, দ্বাদশী, সংক্রান্তি- এইসব তিথিতে দেওয়া দান অক্ষয় ফল প্রদানকারী হয়ে থাকে। এছাড়া আরও অনেক পুণ্য তিথিতে স্নান, জপ, হোম, ব্রাহ্মণ ভোজন, উপবাস ইত্যাদি কর্মের সাথে দান কর্মকেও পবিত্রকর্তব্য কর্ম বলে ধরা হয়। তাঁর এই কাল নির্দেশ হয়তো অনুষ্ঠানকে বোঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। অনুষ্ঠান প্রিয় মানুষ দানধর্মের মধ্য দিয়ে যাতে অনুষ্ঠানের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে সেকারণেই হয়তো দানধর্মকে অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এখানে স্নান বলতে মকরসংক্রান্তি তিথি, বাসন্তী তিথিতে যে স্নান করা হয় তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সব দিনে অনেকে দানকার্যও সম্পাদন করে থাকে।[48] আর এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দানধর্মেরও সাধন হয়ে থাকে এবং সমাজকল্যাণও সাধিত হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গোদানের অনন্ত ফলের কথা বলেছেন। এমনই উভয়তোমুখী গোদান অর্থাত্ প্রসব করার সময় যতক্ষণ বাছুরের দুটি পা এবং দুই মুখ গোরুর যোনিতে দেখা যায় ততক্ষণ তা উভয়তোমুখী গোরু। এরকম গোরুর দানকারী ব্যক্তি অনন্তকাল উত্তমলোকে নিবাস করে থাকে। দীন, অনাথ, দুর্বলের সহায়তা, আসন, শয্যা ইত্যাদি দান দ্বারা অভাব ঘোচানো, রোগীর পরিচর্যা তথা

---

[47] . ঐ.

[48] . যাজ্ঞ. আ. ২১৪-২১৭.

ঔষধদান, দেবপূজন, দ্বিজাতিদের পা ধোঁয়া ইত্যাদি কর্ম গোদানের সমান ফলদায়ী হয়।[49]

যাজ্ঞবল্ক্য উভয়তোমুখী গোদানের পাশাপাশি কপিলা গাভিদানের কথাও বলেছেন। সেখানে এই কপিলা গরু দানের ফলস্বরূপ দাতা এবং তাঁর সপ্তপুরুষ যে পাপ থেকে মুক্তি পায় তারও কথা বলা হয়েছে।[50] এক কপিলা গরু দশটি সাধারণ গরুর সমান সে কথাও আমরা জানতে পাই এই *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* থেকেই।[51]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যার দানকে সর্বোৎকৃষ্ট দান বলেছেন এবং এর দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কথাও বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মবিদ্যার মহত্ত্বই প্রকট করেছেন। বিদ্যাদান করলে তা দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই দানের দ্বারা শুধু বিদ্যার স্থায়ীকরণ যে হয় তা নয়, সমাজকল্যাণময় কার্যও সাধিত হয়। সুতরাং তার ফল তো অনন্ত হবেই। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* তাই বলা হয়েছে- *"সর্বধর্মময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ। তদ্দদৎসমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্"।।*[52] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ নেওয়ার সমর্থ অর্থাত্ দান গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত পাত্র হয়েও যদি প্রতিগ্রহণ না করে তাহলেও সে দানশীলের লোক প্রাপ্ত করে থাকে। [53] দানের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, দান ততটুকুই দেওয়া উচিত যার দ্বারা নিজের আত্মীয়দের তথা

---

49 . শ্রান্তসংবাহনং রোগিপরিচর্যা সুরার্চনম্। পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্ঠমার্জনং গোপ্রদানবত্।। যাজ্ঞ. আ. ২০৯

50 . তদেব. আ. ২০৫.

51 . অপরার্ক. পৃ. ২৯৭.

52 . যাজ্ঞ. আ. ২১২.

53 . প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্। যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান।।যাজ্ঞ. আ. ২১৩.

পরিবারের ভরণ-পোষণ বাঁধা না পায়। সর্বস্ব দান কখনই করা উচিত নয় এবং যে বস্তু একজনকে দেওয়ার বা দান করার জন্য প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়েছে তা পুনরায় অন্য লোককে দেওয়াও উচিত নয়। এইপ্রকার দানকে প্রতিশ্রুত দান বলা হয়।[54]

ভূমিদানকে আদিকাল থেকেই পুণ্যদান হিসাবে মানা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে এই দানের প্রচুর নিয়ম-শৃঙ্খলা করা হয়েছে। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* বলা হয়েছে– যখন রাজা ভূমিদান করবে তখন তাকে ভবিষ্যত্ রাজার জন্য লিখিত আদেশ রেখে যেতে হবে। রাজার উচিত তাম্রপত্রের ওপর চিহ্নিত করে দিয়ে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের নাম অঙ্কিত করে দেওয়া এবং দানের পরিমান চিহ্নিত করে দেওয়া।[55] অভিলেখেও এই ভূমিদানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[56]

প্রথম কুমারগুপ্তের সময় (৪৪৪খ্রিস্টাব্দ) দামোদরপুর অভিলেখ থেকে জানা যায়, 'অপ্রদাপ্রহতখিলক্ষেত্র...' বিশেষণযুক্ত এরূপ ভূমি অগ্নিহোত্রযাগের নিমিত্ত কর্পটিক এক ব্রাহ্মণকে দান করা হচ্ছে। সেই ভূমি তিনি ততদিন পর্যন্ত ভোগ করতে পারবেন যতদিন চন্দ্র-সূর্য তারা পৃথিবীতে বিরাজ করবে। সেই ভূমি তাঁরা বংশপরম্পরা অনুসারে ভোগ করলেও কাউকে তা বিক্রয় করতে বা বন্ধক রাখতে পারবেন না। এই দানের ফল অক্ষয় হয়ে থাকবে তার উল্লেখও উক্ত অভিলেখ থেকেই জানা যায়।

*যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*তে প্রতিশ্রুত দানের দেয়তার ব্যাপারেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে প্রতিশ্রুত দান দিয়ে দেওয়া উচিত এবং যে বস্তু দান করা

---

[54] . স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেযং দারসূতাদৃতে। নান্বযে সতি সর্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্।। যাজ্ঞ. ১. ১৭৫.

[55] . তদেব. আ. ৩১৮-৩২০.

[56] . গুপ্ত ইন্সক্রিপশনস্. সংখ্যা. ৮, পৃ. ৩৬.

হয়েছে তা পুনরায় ফেরত নেওয়া অনুচিত।[57] আরোগ্যশালা স্থাপনের কথাও *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*তে বলা হয়েছে। এই আরোগ্যশালা স্থাপন সমাজকল্যাণের নিমিত্তই হয়ে থাকে। এখানে নিঃশুল্ক ঔষধাদি প্রদানেরও বর্ণনা পাওয়া যায়।[58] এছাড়াও এখানে বলা অত্যাবশ্যক যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থই শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য যা কিছু প্রদান করা হয়, সেইসব বস্তুকেই দান বলা হয়। এইজন্য একজন নিপুণ বৈদ্যও আরোগ্যশালায় নিয়োগ করতে হয়।[59] *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* এই আরোগ্যশালা স্থাপনের মাহাত্ম্য উৎঘোষিত করা হয়েছে।[60]

রাজার কী কী দান করা কর্তব্য সে বিষয়ে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, রাজার উচিত প্রতিদিন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের গরু, সোনা, ভূমি, ঘর এবং বিবাহ করার নানান রকম উপকরণ দানরূপে দেওয়া।[61] এর প্রমাণ আমরা অভিলেখেও পাই। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর উপবদাতের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, রাজা প্রতিবৎসরে তিন লক্ষ গাভি, তেরোটি গ্রাম ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের দান করে থাকে। তিনি প্রতি বছর এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতেন। বর্তমান সৌরাষ্ট্র প্রদেশে তিনি নিজের ব্যয়ে আটজন ব্রাহ্মণের বিবাহ করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনেকের গৃহ, চতুঃশালা, কূপ এবং নলকূপ ইত্যাদি নির্মাণও করেছিলেন। এছাড়াও এই শিলালেখ থেকেই জানা যায় যে, তিনি পাঁচহাজার জমি ক্রয় করে তা ভিক্ষুকদেরকে দান করেন। এছাড়া যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেছেন যে, রাজার উচিত বিদ্বান ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সুযোগ-সুবিধা

---

57 . যাজ্ঞ. ২.১৭৬.

58 . যাজ্ঞ. আ. ২০৯. টীকা.

59 . তদেব. আ. ২০৯. টীকা.

60 . তদেব

61 . তদেব. আ. ১৩৩.

দেওয়া। যাতে তাঁরা স্বধর্ম সম্পাদন খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।[62] যাজ্ঞবল্ক্য ভূমিদানের কথাও বলেছেন। কেউ কেউ রাজাকে ভূমির স্বামীরূপে স্বীকার করে থাকেন। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* মিতাক্ষরা-টীকা থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় যে, রাজাই কেবল ভূমিদানে সমর্থকারী ব্যক্তি। তিনি ছাড়া জনপদের অন্য কোনও শাসক এই ভূমিদান করতে পারে না।[63] এই ভূমিদান ছয় পরিস্থিতিতে দেওয়া যায় তারও নির্দেশ মিতাক্ষরা টীকাতেই পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে- নিজের ইচ্ছানুসারে, গ্রাম, জ্ঞাতি, সামন্ত, দয়াবশত, সংকল্পপূর্বক –এই ছয় পরিস্থিতিতে রাজা ভূমি দান করতে পারে।[64] এজন্য রাজার অনুমতির দরকার হয় না। কিন্তু কখনো কখনো রাজার আবশ্যকতার কথাও এখানে ঘোষিত হয়েছে।[65] অর্থাত্ তিনি যখন প্রয়োজন মনে করবেন তখন এই ভূমিদান করতে পারবেন। আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যও গ্রহশান্তির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, সুখ, সমৃদ্ধি, শত্রুনাশ, অমঙ্গল, দীর্ঘায়ু- এই সবের জন্য গ্রহশান্তি করা উচিত। নয়টি গ্রহের জন্য নয়টি দ্রব্য ধারণ করার কথাও তিনি বলেছেন।[66] আর এই গ্রহশান্তি করার জন্য যে জ্যোতিষীকে নিযুক্ত করা হত রাজা তকে প্রচুর দান করে থাকতেন- এমন কথা আমরা *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* থেকেই জানতে পারি। এথেকে মনে হয় যে, রাজা তাঁর রাজ্যের সুখ-শান্তির প্রতি সর্বদা চিন্তাশীল ছিলেন।

---

[62] . তদেব. ব্যব. ২.১৮৫.

[63] . যাজ্ঞ. আ. ৩১৮. মিতাক্ষরা টীকা.

[64] . তদেব. ২.১১৪. মিতাক্ষরা টীকা.

[65] . গুপ্ত ইন্সক্রিপশনস্, সংখ্যা ৩১, পৃ. ১৩৫.

[66] . যাজ্ঞ. আ. ২৯৫-৩০৮.

৩. ব্যাসস্মৃতিতে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

পরাশরের সুপুত্র, পরমাত্মাস্বরূপ হলেন ভগবান বেদব্যাস। তিনি এই সংসারে জ্ঞানের হ্রাস তথা বিদ্যার শিথিলতা লক্ষ করে বেদ-সংহিতাকে চার ভাগে বিভক্ত করেন এবং তারপর ব্যাসস্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ এবং অষ্টাদশ পুরাণ তথা উপপুরাণের রচনা করেন। *মহাভারত* গ্রন্থখানিও বেদব্যাসেরই রচনা। তিনিই *ব্রহ্মসূত্র* গ্রন্থে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রচিত *ব্যাসস্মৃতি* ধর্মশাস্ত্রের মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে চারটি অধ্যায় এবং দু'শত পঞ্চাশটি শ্লোক রয়েছে। বেদব্যাস সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমের এবং তার কর্তব্য-কর্মকে কল্যাণকারক বলেছেন এবং এও বলেছেন যে, গৃহস্থের জন্য নিত্যদান অবশ্যকরণীয় কর্তব্যবিশেষ। কেননা দান গৃহস্থের মুখ্যধর্ম। এই স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫০টি শ্লোকে দানধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। এখানে দানের মহিমা, দানের যোগ্য পাত্র, দানের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন, যে বিশিষ্ট দান করে এবং যা নিজের ভোজনাদির নিমিত্ত প্রতিদিন ব্যবহৃত হয়, তাকেই ব্যক্তির বাস্তবিক সম্পদরূপে স্বীকার করা হয়। তা না হলে সেই সম্পত্তি তো অন্যের হয়ে যায় অর্থাৎ সে শুধুমাত্র রক্ষণ করেন সেই সম্পত্তির। যদি দানকার্যে এই ধন বা সম্পদ প্রয়োগ হয় তবেই তাঁর সম্পদের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা জনকল্যাণমুখী কার্যও সাধিত হয়। ব্যাসস্মৃতিতে বলা হয়েছে।[67] দানের মাধ্যমে যা কিছু সম্পত্তি দেওয়া হয় এবং যা কিছু

---

[67] . যদ্দদাতি বিশিষ্ঠেভ্যো যচ্চাশ্নাতি দিনে দিনে। তচ্চ বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষতি।। ব্যাস. ৪.১৬.

নিজে উপভোগ করে তাই হল তাঁর নিজের ধন। অন্যথা মৃত্যুর পর তাঁর ধনাদি সম্পদ অন্যের হয়ে যায়। তখন অন্য কোনও ব্যক্তি সেই ধনাদির দ্বারা আনন্দ করে।[68]

দানের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ব্যাসস্মৃতিতে পাওয়া যায়-সাবধানতা পূর্বক ধন সম্পত্তি সৎকর্মে ব্যয় করা উচিত। একদিন যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তাই ধনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে তা রক্ষণের ইচ্ছা হল মূর্খতা। সেই ধন ব্যর্থ। কেননা যেই শরীরের জন্য এই ধন সংগ্রহ করা, সেই শরীরই তো নশ্বর। তাই ধর্মের বৃদ্ধি করা উচিত, ধনের নয়। ধনের দ্বারা দানাদি কার্য করে ধর্মের বৃদ্ধি ঘটানো উচিত। ধর্ম বৃদ্ধির সাথে সাথে ধনেরও বৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে। তাই ধর্ম সঞ্চয় করা উচিত এবং ধর্মাচরণ করাও উচিত।[69] যে ধন ধর্ম, সুখভোগ এবং যশ ইত্যাদি কোনও কাজেই লাগে না এবং যাকে ছেড়ে একদিন চলে যেতেই হবে, সেই ধনের দানাদি ধর্মে কেন প্রয়োগ করা হবে না ? অর্থাৎ সে ধনের দানাদি কর্মে প্রয়োগই যে সঠিক ধর্ম তা বারবার স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[70] যেই ব্যক্তির উপকারের দ্বারা অন্যান্যরাও বেঁচে থাকে তাঁর জীবনই সার্থক ও সফল হয়। কেননা, নিজের জন্য তো সবাই বাঁচে পরের জীবনের সুখ যে কামনা করে তাঁর জীবনই তো সার্থক হয়। কারণ, আমরা জানি অন্য মানুষটিও তো আমার মতো একজন মানুষ। যে ব্যক্তি দান-ধর্মাদির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তাঁরই প্রচুর সম্পদ হয়, কেননা নিজের ইচ্ছানুসারে ধন কখনও লাভ করতে পারা যায় না। বলা হয়েছে-

---

[68] . যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্। অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি।। ব্যাস. ৪.১৭.

[69] . অশাশ্বাতানি গাত্রাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ।।ব্যাস. ৪.১৯.

[70] . যদি নাম ন ধর্মায ন কামায ন কীর্তযে। যত পরিত্যজ্য গন্তব্যং তদ্ধনং কিং ন দীযতে।। ব্যাস. ৪.২০.

"গ্রাসাদর্দ্ধমহপি গ্রাসমথিভ্যঃ কিং ন দীযতে। ইচ্ছানুরূপবিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি"।।[71]

যদি কেউ ভাবে যখন তাঁর প্রচুর ধন সম্পদ হবে তখন সে দান-ধর্ম করবে, তবে এটাও তার ভুল ধারণা। কেননা, একজন ব্যক্তির কাছে যা কিছুই ধন থাকুক না কেন, তাঁর থেকেই কিছুটা অংশ হলেও দান-ধর্মাদি কর্মে প্রয়োগ করা উচিত। যে পবিত্র সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে দান করে এবং যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে তাকেই বাস্তবিক রূপে ধনের দাতা বলা হয়। অন্যথা সেই ধনও নিরর্থক।[72] ভাল ক্ষেত্রে এবং ভাল পাত্রে প্রযুক্ত পদার্থ কখনই দূষিত হয় না। তাই সৎপাত্রে দান কখনই বিফলে যায় না বলে মনে হয়। যদিও দানকারী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। কেবল ধন দান করলেই দাতা হওয়া যায় না। তার সাথে চাই সন্মানপূর্বক যথোচিত ও যথাযোগ্য বিধি অনুসারে দেশ, কাল ইত্যাদি বিচার করে দান করা। দানের এইসব অঙ্গ-বিষয়গুলি মাথায় রেখে যে দান করে, সেই যথার্থ দাতা।

৪. বৃহস্পতিস্মৃতিতে দান প্রসঙ্গ :

দেবগুরু আচার্য বৃহস্পতি। তিনি ধর্ম ও কর্মের অধিষ্ঠাতা। ধর্মতত্ত্বের রহস্য বলতে গিয়ে আচার্য বৃহস্পতি বলেছেন যে, বিদ্বান পুরুষের সৎপথে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই ধর্মানুষ্ঠান করা উচিত। কেননা, ধর্মই একমাত্র মানুষকে পরলোকে সহায়তা করে।[73] দেবরাজ ইন্দ্রকে তিনি যে দান বিষয়ক উপদেশ দিয়েছিলেন তা *বৃহস্পতিস্মৃতি*তে পাওয়া যায়। সেখানে

---

[71] . ব্যাস. ৪.২৩.

[72] . ব্রাহ্মণেষু চ যত্ দত্তং যচ্চ বৈশ্বানরে হুতম্। তদ্ ধনং ধনমাখ্যাতং ধনং শেষং নিরার্থকম্"।। ব্যাস. ৪.৩৯.

[73] . তস্মান্ন্যাযাগতৈরর্থৈর্ধর্মং সেবেত পণ্ডিতঃ। ধর্ম একো মনুষ্যাণাং সহাযঃ পারলৌকিকঃ।।মহা. অনু. ১১১.১৬-১৭.

ভূমিদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলা হয়েছে। আচার্য বৃহস্পতি বলেছেন, যে ভূমিদান করে তাঁর সুবর্ণ, রূপা, বস্ত্র, মণি এবং রত্ন ইত্যাদি সবকিছুরই দান করা হয়ে যায়। কেননা এই সবকিছুই পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত হয়।[74] মহাভারতেও বলা হয়েছে যে, ভূমিদানের থেকে অন্য কোনও বড়ো আর কোনও দান হতে পারে না।[75] যে মানুষ ভালো বা উত্তম ভূমি দান করে সে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ততদিনই তাঁর এই প্রভাব থাকবে যতদিন সূর্যের প্রকাশ থাকবে।[76] এমনকি পাপকারী ব্যক্তিরও গোচর্ম তুল্য পাপ ভূমিদানের দ্বারা নষ্ঠ হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তিও শুদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত, বলে রাখা দরকার যে, এখানে ১.২৫ কি.মি. জমিকে গোচর্ম ভূমি বলা হয়েছে।[77] এই ভূমি দানকে আবার অতিদানের পর্যায়ভুক্তও করা হয়েছে। এই অতিদান হল সংখ্যায় তিনটি- গোদান, ভূমিদান এবং বিদ্যাদান– এই তিন প্রকার দান মহাদানের থেকেও বড়ো। তাই এদেরকে অতিদান বলা হয়। সকল প্রকার পাপ এই দান দ্বারা বিনষ্ট হয়।[78] ভূমিদানের মাহাত্ম্য যেমন উদ্ঘোষিত হয়েছে তেমনি আবার ভূমিহরণ কর্তার নিন্দাও করা হয়েছে এবং তাঁর পাপের কথাও বলা হয়েছে।[79] *বৃহস্পতিস্মৃতি*তে আরও বলা হয়েছে যে, রাজার উচিত অগ্নিহোত্রী এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণের ভরণ-পোষণের জন্য নিঃশুল্ক ভূমি প্রদান

---

[74] . সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণিরত্নং চ বাসব। সর্বমেব ভবেদ্দত্তং বসুধাং যঃ প্রযচ্ছতি।। বৃহস্পতিস্মৃতি. ৫

[75] . ন ভূমিদানাদ্ দেবেন্দ্র পরং কিঞ্চিদিতি প্রভো। মহা. অনু. ৬২.৫৬. নাস্তি ভূমিসমং দানম্। মহা. অনু. ৬২.৯২.

[76] . বৃহস্পতিস্মৃতি. ৬.

[77] . অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি। তদেব. ৭.

[78] . আচার্য বৃহস্পতি বলেছেন- "ত্রীন্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী। তারযন্তি হি দাতারং সর্বাত্ পাপাদসংশযম্"।।বৃহস্পতিস্মৃতি. ১৮-১৯.

[79] . ভূমিদো ভূমিহর্তা চ নাপরং পুন্যপাপযোঃ। বৃহ. স্মৃ. ৩০.

করা।[80] তবে এখানে ব্রাহ্মণেরও কিছু কর্তব্য কর্ম করার নির্দেশ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম অর্থাত্ নিজের কর্তব্য-কর্ম পালন করা এবং জনগণের সন্দেহ দূরীভূত করা উচিত। আচার্য কৌটিল্যও একই কথা বলেছেন অর্থাত্ তিনিও আচার্য বৃহস্পতির মতো নিঃশুল্ক ভূমিদান স্বীকার করেছেন।[81] ভূমিহরণকারী যদি কোটি গরু দানও করে তাহলেও তাঁর নিষ্কৃতি নেই। সে এই দান দ্বারা শুদ্ধ হতে পারে না। অন্যান্য স্মৃতিতে দেখা যায় দান করলে পাপ বিনষ্ট হয় কিন্তু এখানে তার কিছুই লক্ষিত হয়নি।[82]

আচার্য বৃহস্পতি গোদানের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মের কথা বলেছেন। গোদানের পূর্বের দিন ব্রাহ্মণকে গোদানের কথা জানাতে হবে এবং গোমাতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে। তাঁর কথায় গোদাতা তাকেই বলবো যিনি নাকি অর্থ না নিয়ে তার পরিবর্তে মূল্য, বস্ত্র অথবা সুবর্ণ দান করে থাকেন। দাতার দানের ফলের কথাও বৃহস্পতি বলেছেন – *“গোপ্রদাতা সমাপ্নোতি সমস্তানষ্টমে ক্রমে”।*[83] নিষ্কামভাবে কুঁয়ো, দেবালয়, ধর্মশালা, বিদ্যালয়, অনাথালয়, চিকিৎসালয়, মন্দির ইত্যাদি তৈরি এবং সড়ক নির্মাণ ও পথে বৃক্ষরোপণ– এইসব লোকহিতকর কাজ পূর্ত-কর্ম নামে পরিচিত। এগুলো লোকহিতকারী দান বলে প্রসিদ্ধ। আচার্য বৃহস্পতি এই পূর্ত-কর্মের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।[84] এই দানের ফল হিসেবে তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্তির কথা বলেছেন।

---

[80] . অপরার্ক. পৃ. ৭৯২.

[81] . অর্থ. ২.১.

[82] . গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্তা ন শুদ্ধতি। বৃহ. স্মৃ. ৩৯.

[83]. মহা. অনু. ৭৬.১৭.

[84] . বৃহস্পতিস্মৃতি. ৬২-৬৪.

দান দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া যে কতটা পাপ কর্ম তার কথাও আমরা স্মৃতিশাস্ত্র থেকেই জানতে পারি। পরাশরস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, দান করা পূর্বপ্রদত্ত সম্পত্তি কেড়ে নিলে একশো বাজপেয় যজ্ঞ করলেও এবং লক্ষাধিক গাভী প্রদান করলেও তাঁর পাপ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। জৈমিনিও বলেছেন যে, রাজা সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারবেন না।[85] কারণ, পৃথিবী সকলের। নিজের দ্রব্যের দানের কথা বেদেও বলা হয়েছে। অথর্ববেদেই দেখা যায় যে, -*শতহস্ত সমাহার সহস্রহস্ত সংকির।*[86] অর্থাৎ শতহস্তে কামিয়ে সহস্রহস্তে দান করার কথা অথর্ববেদেও বলা হয়েছে। দানের ফল যেহেতু দাতারই প্রাপ্ত হয় সেহেতু তাঁকে নিজের সম্পদের থেকেই দান করতে হবে– এই কথাই হয়তো স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বারবার বলতে চেয়েছেন। তৃতীয় প্রকার অতিদান হল বিদ্যাদান। মহাভারতে বলা হয়েছে- গরু, ভূমি এবং বিদ্যা– এই তিনের দান সমান ফলপ্রদ হয়। এই তিন বস্তুর দান মানবের সকল কামনা পূর্ণ করে থাকে। যে মানব শান্ত, পবিত্র এবং ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণদের বিধি-পূর্বক বিদ্যাদান করে তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা পায়। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বা ধর্মশাস্ত্রকারগণ ন্যায়ার্জিত দ্রব্যের মধ্য দিয়ে হয়তো নিজের উপার্জিত সম্পদকেই নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন।

৫. স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে দান প্রসঙ্গ :

স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধ গ্রন্থেও দান নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। দান বলতে মূলত প্রদত্ত বস্তুতে দানীয় পাত্রের স্বত্বোৎপাদনপূর্বক ঐ দ্রব্যের উপর দান গ্রহণ কর্তার ইচ্ছামত ব্যবহার করার ক্ষমতা দেওয়াকেই বোঝানো হয়। যেমন পিতার মৃত্যুর পর

---

[85] . জৈমিনি. ৬.৭.৩.

[86] . অ. বে. ৩.২৪.৫.

পিতৃ-ধনে পিতার অধিকারের নিবৃত্তি ঘটে এবং পুত্রের সেই ধনের ওপর মালিকানা জন্মায়- ঠিক সেরকমই হল দান। এককথায় বলতে গেলে, এই দান হল নিজের মালিকানা বিসর্জন ও অপরের অধিকার স্থাপন। গ্রহণের পূর্বেই এই দান সিদ্ধ হয়। দান গ্রহণের সময় গ্রহীতাকে উপস্থিত থাকতে হয় এবং তা স্বীকারও করতে হয়। যদি সে স্বীকার নাও করে তবুও দান কার্য সিদ্ধ হয় এবং যদি কোন বস্তু উদ্দেশ্যভূত পাত্রের অনুপস্থিতিতে দান করা হয়ে থাকে এবং পরে ঐ পাত্রের অভাব ঘটে তাহলে ঐ বস্তুর গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর উত্তরাধিকারিগণকে সেই দান করা যেতে পারে যদি উত্তরাধিকারীও না থাকে তাহলে পাত্রের বন্ধু বান্ধবদেরকে সেই দান করা যেতে পারে।[87] *দানকল্পতরু*তে আবার এই দানের গতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি দান গ্রহণকারী হিসাবে কেউই না থাকে তবে শেষ পর্যন্ত তা জলে নিক্ষেপ করতে হবে।[88] তাই আমরা দেখতে পাই যে, শ্রাদ্ধের সময় যেসব দান করা হয় তার পাত্র উপস্থিত থাকে না বলেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে সেইসব দান জলে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। দানের ক্ষেত্রে পাত্রকে যদি সম্প্রদান বলা হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে সম্প্রদান কারকে তো সাক্ষাত্ সম্বন্ধে দাতার ক্রিয়ার প্রতি কারণ থাকা আবশ্যক। আর যদি পাত্রের অনুপস্থিতিতে পাত্রকে উদ্দেশ্য করে দান করা হয় তাহলে তাকে সম্প্রদান কখনই বলা যায় না অর্থাত্ সেখানে সম্প্রদানত্ব অসিদ্ধ হয়ে থাকে।[89] সেখানে বলা যেতে পারে যে, পাত্রের অনুপস্থিতির স্থলে দানসিদ্ধির প্রতি পূর্ববর্ত্তী কারণ না হয়ে প্রতিগ্রহ দ্বারা ঐ দানের সিদ্ধি করে থাকে। যে কোনপ্রকারে ক্রিয়াসিদ্ধির প্রতি কারণ হলেই কারক হবে।

---

[87] . শুদ্ধিতত্ত্বম্. পৃ. ৩০৮.

[88] . ঐ.

[89] . শুদ্ধিতত্ত্বম্. পৃ. ৩১১.

বাচস্পতি মিশ্র পাঁচ প্রকার স্থলে দানের অসিদ্ধির কথা স্বীকার করেছেন। যথা- ১. অদেয় বস্তু দান করলে ২. অযথার্থরূপে দান করলে ৩. পাত্রের ভ্রান্তিতে অর্থাত্ অসৎপাত্রকে সৎপাত্র মনে করে দান করলে ৪. পাত্রের অসন্মতিতে দান করলে এবং ৫. দাতার অশুদ্ধ অবস্থায় দান করলে– সেইসব দান অসিদ্ধ দান নামে পরিচিত।[90] দান সিদ্ধ তখনই হবে যখন দানের ছয়টি অঙ্গ লক্ষ রেখে দান করা হয়ে থাকে। এখানেও ন্যায়ার্জিত দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে।[91] কারণ, দানের ক্ষেত্রে এই ন্যায়ার্জিত দ্রব্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনেক সময় দানবস্তুকে উপেক্ষা করতেও দেখা যায়। তবে উপেক্ষা ভিন্ন স্থলের কথা বলতে গিয়ে হারিত বলেছেন যে, কোউ ব্যক্তিকে কিছু ধন দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি ঐ দেয় ধন না প্রদান করে দাতা যদি তাঁর উচ্ছেদ করে তাহলে দাতা নরকভোগ করে এবং তির্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।[92] কাত্যায়নের মত উদ্ধৃত করে দেবল বলেছেন যে, সুস্থ অবস্থাতেই হোক আর আর্ত অবস্থাতেই হোক, কোনও ব্যক্তি যদি ধর্মাদি অনুষ্ঠানের জন্য দান করবে বলে নিজের মুখে বলে থাকে তবে তাকে ঐ দান অবশ্যই দেওয়া উচিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজা তাঁর পুত্রের নিকট থেকে আদায় করে প্রার্থীকে ঐ দান দেওয়াবেন।[93] সঠিক স্থানে ও সঠিক কালেই দান করা উচিত। শঙ্খ ও লিখিতও বলেছেন- আহার, মৈথুন, নিদ্রা, কর্ম, অধ্যয়ন, দান এবং প্রতিগ্রহ সন্ধ্যাকালে বর্জন করিবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দানধর্মের অনুষ্ঠান

---

[90] . শুদ্ধিতত্ত্বম্. পৃ. ৩১২.

[91] . শুদ্ধিতত্ত্বম্. পৃ. ৩১২.

[92] . শুদ্ধিতত্ত্বম্. পৃ. ৩১৪.

[93]. প্রতিশ্রুতার্থ দানেন দত্তস্যোচ্ছে ধনেন ঋণব। বিবিধান্নরকান্ যাতি তীর্যগ্যোনৌ চ জায়তে।। বাচৈব যৎপ্রতীজ্ঞাতং কর্মণা নোপপাদিতম্। ঋণবদ্ধর্মসংযুক্তমিহ লোকে পরত্র চ।। স্মৃতি. হারিতবচন., পৃ. ৪৪৮.

সন্ধ্যাকালে বর্জনীয়।[94] *স্মৃতিচন্দ্রিকাতেও* বলা হয়েছে- *"স্থাবরে বিক্রয়াধানে বিভাগে দান এব চ। লিখিতেনাপ্লুযাত্ সিদ্ধিমবিসংবাদমেব চ"।।*[95] এইভাবে শুধু স্থান, কাল নয় দানের সমস্ত অঙ্গেরই কথা স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। তবে এই স্থান-কাল ইত্যাদির থেকে মনে হয় গ্রহীতার প্রয়োজনের সময়টিকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া দরকার, তা সে যেই স্থানই হোক না কেন।

➢ মূল্যায়ন :

বেদের মধ্যে এই দান-বিষয়ক আলোচনা দানস্তুতির অন্তর্গত। সেখানে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ সহযোগেই এবং ক্রিয়া-কর্মাদির মধ্যদিয়েই দানের কর্তব্য-সম্পাদন করতে দেখা যায়। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিধি-বিধান অনুসারে এই দান নামক কৃত্যকর্মের কথা বলা হয়েছে। বেদের মধ্যে দান কোন একটি নির্দিষ্ট যুগের ধর্ম বলে প্রতিপাদিত হয়নি কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে দান কলিযুগের ধর্ম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে – একথা আমরা মনুসংহিতা থেকেই জানতে পারি।[96] দানের স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বেদের মধ্যে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া রাজ-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দানস্তুতি-সূক্তগুলিতে রাজা-ই দাতা হিসেবে স্তুত হয়েছেন, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, রাজা ব্যতিরিক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ, তা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এমন কী ও বৈশ্যরাও দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এথেকে বোঝা যায় স্বস্ববৃত্তি ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কর্মহেতু কিংবা আর্থিকস্বচ্ছলতার কারণে

---

[94] . আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সন্ধ্যাকালে বিবর্জযেত্। কর্ম চাধ্যযনঞ্চৈব তথা দানপ্রতিগ্রহৌ।। শুদ্ধিতত্ত্বম্. পৃ. ৩১৬.

[95] . স্মৃতি. মরীচিবচন. পৃ. ১৩৮.

[96] . মনু. ১.৮৬.

ধর্মীয় আচার-আচরণাদিতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা-দির আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেদের মধ্যে যেখানে দান বস্তু ও দাতা উভয়েই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে কিন্তু দাতারই মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়েছে। অর্থাত্ দানের নিমিত্ত দাতার মর্যাদা দেবতার-ই সমান। তবে শুধু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে নয় পরবর্তী অনেক গ্রন্থেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতে কর্ণ একজন মহান দাতা হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। অর্থাত্ কর্ণ কবচ-কুণ্ডলের মত এমন একটি মহার্ঘ্য-বস্তু দান করলেও তা কিন্তু চির-স্মরণীয় হয়ে থাকেনি। সেইবস্তু দানের নিমিত্ত দাতা কর্ণই চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। একসময়, দানীয় বস্তুর কদর থাকলেও সময়ের সাথে সাথে যেন বস্তু থেকে ব্যক্তিগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন, ক্রিয়া অপেক্ষা কর্তা এবং গুণাপেক্ষা গুণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। বস্তুত, এ থেকে মনে হয় ধর্মের তাত্ত্বিক দিক অপেক্ষা লৌকিক বা সামাজিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেদে ঋত্বিক বা পুরোহিতরা যজ্ঞসম্পাদন করে যজমানের কাছ থেকে যে দক্ষিণা পেতেন, পুনরায় তারও দান হিসেবে অন্যকে প্রদান করা হত। বেদের মধ্যে দানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে প্রতিগ্রহের উল্লেখ তেমন একটা পাওয়া যায় না কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণের আয়ের অন্যতম মাধ্যমই ছিল এই প্রতিগ্রহ। বেদের মধ্যে অনুপযোগী বস্তু বা সামগ্রীকেই বর্জিত দান বলা হয়েছে, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে এই বর্জিত দান শুধু অনুপযোগিতার উপরেই দাঁড়িয়ে থাকেনি সেখানে অনুপযোগী অনেক বস্তুরই নামের উল্লেখও করা হয়েছে। বেদে দুইপঙ্ক্তিবিশিষ্ট পশুকে দানরূপে গ্রহণ করাকে বর্জিত বলা হয়েছে, অপরদিকে স্মৃতিশাস্ত্রে অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ, ভূমি, গরু ইত্যাদি বস্তুর দান গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[97] বেদের মধ্যে

---

[97]. মনু. ৪.১৮৮.

গ্রহণ কর্তার থেকে যেমন দাতাকেই বেশি মর্যাদা বা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তেমনি স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেও তার অন্যথা ঘটেনি। স্মৃতিশাস্ত্রে এই গ্রহণ কর্তাকে অধমর্ণ বলেও অভিহিত করা হয়েছে।[৭৪]

বেদের যাজ্ঞিক প্রক্রিয়াতে দান দেওয়ার সময়েই কেবল বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, এছাড়া সমস্ত রকম দানকার্যে দানকর্তার হাতে জল প্রয়োগ করা হয়। এমন আরও অনেক বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেও দান-বিধির এই প্রক্রিয়াই দেখা যায়। তবে সময় এবং দেয় পদার্থ অনুসারে দান-বিধিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত, ভূমিদানের বিষয়ে আসা যাক। এই ভূমিদান বিষয়ে বিশেষ কোনও তথ্য বেদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ, সেযুগে হয়তো ভূমিদানের প্রচলনই ছিল না। তবে স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে এই ভূমিদানের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই ভূমিদান অন্যান্য দানের মতো হাতে হাতে নেওয়া যায় না। এখানে লেখ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয়। আবার এই দানের ক্ষেত্রে সময়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, যে ভূমি দান করা হয় তার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে হয়। তাই এমন সময় নির্বাচন করতে হয় যা ভূমি-প্রদক্ষিণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। তাই হয়তো বা শঙ্খ ও লিখিত সন্ধ্যাকালে দানকার্য করতে নিষেধ করেছেন।

বেদের মধ্যে দানের উদ্দেশ্যরূপে মূল যে কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহল সাম্যবাদ বা সমানতার সমাজ। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে সমাজে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদ চরম আকার ধারণ করে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা কায়েম হয় তখন এই সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত

[৭৪]. যাজ্ঞ. ২. ঋণাদান প্রকরণ.

করার জন্যই দানধর্মের উপর হয়তো বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেকারণের সম্ভবত দানকে যুগ-ধর্ম বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

স্মৃতিশাস্ত্রের যুগেই আমরা দেখতে পাই যে, সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রবল শক্তিশালী আকার ধারণ করে। এই সময় ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরূপে দানধর্মের কথা বলা হয়েছে। দানে যে স্ব-অর্জিত ধনেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে তা বেদের মতো এই স্মৃতিশাস্ত্রের যুগেও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র-যেমন- *মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* ইত্যাদি গ্রন্থে বারবার বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেই আমরা লক্ষ করি যে, পাত্র উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও দান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পাত্রকে উদ্দেশ্যীভূত করে দান করতে হবে বলে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করেছেন। বেদে যেখানে দান দেওয়াকে সমাজের একতা প্রতিষ্ঠার হেতুরূপে দেখানো হয়েছে সেখানে স্মৃতিশাস্ত্রে দানকে একটি সামাজিক কর্তব্যরূপে প্রতিপাদিত করা হয়েছে। বেদে শ্রদ্ধা আর অশ্রদ্ধা যাই হোক না কেন দান করতে হবে বলে উল্লেখ থাকলেও এই স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু শ্রদ্ধা আর ভক্তিভরে দান কার্য সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

বেদের মধ্যে বিশ্বজিত্ যাগে পৃথ্বী দানের কথা বলা হয়েছে। তার সাথে এও বলা হয়েছে যে, এই যাগে সম্পুর্ণ পৃথিবী দান করা যাবে না। কারণ, এই পৃথিবীর পতিরূপে যে শাসক রয়েছে সে শুধুমাত্র এই ভূমির রক্ষক এবং তার কাজ হল শুধুমাত্র কর সংগ্রহ করা। তিনি এই ভূমির পতি বা স্বামী নন। আর স্মৃতিশাস্ত্রে দেখানো হল যে, পৃথিবীর আসল পতি বা স্বামী হলেন প্রজাগণ এবং কৃষক সম্প্রদায়। রাজা তাদের কাছ

থেকে শুধুমাত্র কর গ্রহণ করে থাকেন।[99] আবার বিশ্বজিত্ যাগে যে সর্বস্ব দানের কথা বলা হয়েছে তার প্রভাব কিন্তু আমরা *রঘুবংশ* মহাকাব্যের মধ্যেও পরিলক্ষিত করতে পারি। সেখানে মহারাজ রঘু বিশ্বজিত্ যাগে সর্বস্ব দান করে দিয়েছিলেন'। এমন কি যে মৃন্ময় পাত্রে ভোজন করতেন তাও তিনি অতিথি সেবার নিমিত্ত নিয়োজিত করেছিলেন।[100]বেদের মধ্যে শুধুমাত্র দানের উপযুক্ত পাত্রের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু এই স্মৃতিশাস্ত্রে পাত্রের মধ্যে পাত্র অর্থাত্ শ্রেষ্ঠপাত্রের কথাও বলা হয়েছে। এই দান বিষয়কে নিয়ে পরবর্তীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক নিবন্ধগ্রন্থও লেখা হয়েছে। দান যে শুধু শাস্ত্রীয় বিষয়ক বা তাত্ত্বিক আলোচনা তা নয়, তার একটা বাস্তবিক প্রয়োগ সমাজে ছিল বা আছে যা বিভিন্ন অভিলেখের প্রমাণ থেকে সাক্ষাত্ উপলব্ধি হয়। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যেও এই দান বিষয়ক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। তাই আর্থ-সামাজিক তথা ধর্মীয় দিক থেকেও এই দানের মাহাত্ম্য কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

---

[99] . মনু. ৮.৩৯

[100] . মৃন্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাত্ পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘশীলঃ। শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ।। রঘু. ৫.২.

তৃতীয় অধ্যায়

পুরাণ সাহিত্যে দান প্রসঙ্গ

ভারতীয় সাহিত্যে ও সমাজে পুরাণের অবদান অনস্বীকার্য। পুরাণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল- পুরাকালীন কথা বা প্রাচীন কাহিনি। প্রাচীন কালের কাহিনি বর্ণনাতে পুরাণের জুড়িমেলা ভার। ব্রাহ্মণসাহিত্যে ও উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণ শব্দের একসাথে উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাসদেব তাঁর মহাভারতকথা বলতে গিয়ে ইতিহাস, পুরাণ কাহিনির উদাহরণ দিয়েছেন।[1] *গৌতম ধর্মসূত্রে* বলা হয়েছে যে, রাজা পুরাণের বিধি অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করবেন। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্রেও* পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে পুরাণের প্রাচীনত্ব অনুভূত হয়। পুরাণের মধ্যে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র, গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশের এবং বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাজার নাম পাওয়া যায়। বেদব্যাস বেদের বিভাজন কর্তা, *মহাভারতের* রচয়িতা আবার পুরাণেরও সংকলনকর্তাও। পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ হল- সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।[2] *মৎস্যপুরাণের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুরাণের উক্ত পাঁচটি লক্ষণ ছাড়াও ভুবনবিস্তর, দানধর্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমবিভাগ, ইষ্টাপূর্ত, দেবতা প্রতিষ্ঠা- এই ছয়টি অধিক লক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।[3] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দানধর্মও পুরাণের একটি

---

[1] . অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্- মহা. বন, ২৫৯/৩৫

[2] . সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। বায়ু. পু., ৪. ১০-১১, মৎস্য. ৫৩, ৬৫

[3] . উৎপত্তিং প্রলযং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।। দানধর্মবিধিং চৈব শ্রদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্। বণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।। দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে ভুবি। তত্ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।। মৎস্য. ২. ২২-২৪.

অন্যতম বিষয়। পুরাণের এই লক্ষণগত উপাদানগুলিই প্রতিটি পুরাণের মধ্যে বিদ্যমান। তবে উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও পুরাণে বহুবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের নাম পাওয়া যায়। পুরাণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- *ব্রাহ্মপুরাণ(সাত্ত্বিক), বৈষ্ণবপুরাণ(রাজসিক)* ও *শৈবপুরাণ(তামসিক)*। *ব্রাহ্মপুরাণের* অন্তর্গত পুরাণগুলি হল- *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কেণ্ডেয়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ*। *বৈষ্ণবপুরাণের* অন্তর্গত পুরাণগুলি হল- *বিষ্ণুপুরাণ, নারদ পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ*। আর *শৈবপুরাণের* অন্তর্গত পুরাণগুলি হল- *মৎস্যপুরাণ, কূর্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ*। প্রতিটি পুরাণের মধ্যেই যে সর্গ, প্রতিসর্গ, দানধর্মাদি লক্ষণগত বৈশিষ্ট্যগুলি বা উপাদানগুলি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত তা অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু দানধর্ম পুরাণের অন্যতম একটি বিষয়, অতএব তার প্রকৃতি, ধরণ, বিভিন্ন পুরাণে কিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু পুরাণের দানসম্পর্কিত বিষয় সংক্ষেপে পর্যালোচিত হল-

১. মৎস্যপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

সংসারে দানশীল ব্যক্তিরাই সর্বদা প্রতিষ্ঠা পান। দানপরায়ণ ব্যক্তি কেবল ভূলোকে নয়, ইন্দ্রলোকে ও যেখানে দেবতাদের বাস সেখানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই দানের দ্বারাই দেবতারাও প্রসন্ন হন। *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে দান নিত্যকর্মের অন্তর্গত।[4] শ্রদ্ধার সাথে দেওয়া দানকেই উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

---

[4] . মৎস্য. ২২৪.২.

ভগবান বেদব্যাস পুরাণের মধ্যে দানের বিভিন্ন রূপ সমাবিষ্ট করেছেন। *মৎস্যপুরাণে* ২৯১টি অধ্যায় রয়েছে এবং ১৪ হাজার শ্লোক রয়েছে। যেখানে মোটামুটি ৩০টি অধ্যায়ে দানের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। বেদের মত পুরাণেও দানের প্রশংসা পাওয়া যায়। বেদের মধ্যে যেখানে সাম্যবাদের ইঙ্গিত দিয়ে দানের তথা দাতার প্রশংসা করা হয়েছে; পুরাণের মধ্যে সেখানে দানকে সকল ধর্মোপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উপায়রূপে প্রতিপাদন করা হয়েছে।[5] *মৎস্যপুরাণের* মধ্যে শ্রীমৎস্যভগবান স্বয়ং দানস্বরূপ ছিলেন। ভগবান মৎস্য মনুর নিকট দানের যে বিষয়বস্তুগুলি সুস্পষ্ঠভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল-

ধেনুদান : *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে যে, গুড়ধেনু, ঘৃতধেনু, তিলধেনু, জলধেনু, ক্ষীরধেনু, মধুধেনু, শর্করাধেনু, দধিধেনু ইত্যাদি ধেনুর শ্রদ্ধাপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করে দান করা উচিত।[6]

উভয়তোমুখী ধেনুদান : এই দানে গরুর সিং স্বর্ণমণ্ডিত, ক্ষুর রূপার দ্বারা, লেজ মুক্তার দ্বারা সুশোভিত হয়। এইরকম সবৎস্য গরুর দান যে ব্যক্তি করে সে যুগে যুগে দেবলোকে বিজিত হয়। এরকম গরুর বাছুরের মুখ বাইরে থাকে, এইজন্য এদের উভয়তোমুখী ধেনু বলে।[7] এই প্রকার গরুকে বন-পর্বত সহ পৃথ্বীর স্বরূপ বলে মানা হয় এবং এর দান পৃথ্বী দানের সমতুল্য বলে মনে করা হয়। এইপ্রকার দানকর্তার গোলোক ও ব্রহ্মলোকের সুলভ ফলপ্রাপ্তি হয়।

---

[5] . সর্বেষামপ্যুপায়ানাং দানং শ্রেষ্ঠতমং মতম্। মৎস্য. ২২৪.১

[6] . মৎস্য. ৮২.১৭-২২

[7] . মৎস্য. ২০৫.১-৯

গুড়ধেনুদান : *মৎস্যপুরাণে* গুড়ধেনু দানের মহিমাও বর্ণিত হয়েছে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণে, বিষুবযোগে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় এবং অন্যান্য পর্বে গুড়ধেনু দান করা উচিত। এর দ্বারা দাতা একযুগ পর্যন্ত দেবতারূপে পূজিত হয়ে থাকেন। চারভার গুড়ধেনুর সাথে একভার গুড়ধেনু পূজো করে দান করা উচিত। গরুদানের পূর্বে প্রার্থনা করে বলা হয়, যে সমস্ত প্রাণী তথা দেবতার নিবাসস্থল লক্ষ্মীরূপ, তিনি ধেনুরূপে আমাদের শান্তি প্রদান করুন। যিনি সর্বদা শংকরের শরণাপন্ন তথা তাঁর প্রিয় পত্নী রুদ্রাণী দেবী ধেনুরূপে আমার পাপ নাশ করুন। যিনি লক্ষ্মী, বিষ্ণুর বক্ষস্থলে বিরাজিত, যিনি স্বাহারূপে অগ্নির পত্নী তথা যে চন্দ্র, সূর্য এবং ইন্দ্রের শান্তিরূপা, তিনিই ধেনুরূপে আমার জন্য সম্পদদায়িনী হন। যিনি ব্রহ্মার লক্ষ্মী, কুবেরের লক্ষ্মী তথা লোকপালের লক্ষ্মী তিনিই ধেনুরূপে আমার জন্য বরদায়িনী হন। যিনি লক্ষ্মীরূপে পিতৃ-পুরুষদের জন্য স্বধারূপা, যিনি যজ্ঞভোজী অগ্নির জন্য স্বহারূপা এবং সমস্ত পাপের হরণকর্তা ধেনুরূপা তিনিই আমাদেরকে শান্তি প্রদান করুন।[৪] এথেকেই মনে হতে পারে যে, ধন বিতরণের মধ্যেই আছে অন্তরের আকুল প্রার্থনা। আর সেই বিতরণ প্রণালীকেই শাস্ত্রে দান বলে অভিহিত করা হয়।

বৃষোৎসর্গ : যে বৃষভের শরীরে শক্তি, ধ্বজ এবং পতাকারূপ রেখা রয়েছে এবং কাঁধ সমুন্নত, নেত্র লাল- এইরকম বৃষভেরই উৎসর্গ করা উচিত বলে মনে করা হয়েছে। যেই বৃষভের চার চরণ, মুখ এবং লেজ শ্বেত এবং শরীরের রং লাল রংয়ের মতো তাকেই নীলবৃষভ বলে। এই পুরাণে ষোড়শ মহাদানের কথা বলা হয়েছে। এই ষোড়শ দানের পর নিজ শাখীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধান অনুসারে বৃষোৎসর্গ কর্তব্য। প্রেতলোক

---

[৪] . মৎস্য., ৮২.১১-১৫.

পরিত্যাগ করে স্বর্গলোক গমনই এই বৃষোৎসর্গের ফল। *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে- *“চরণানি মুখং পুছং যস্য শ্বেতানি নোপতে। লাক্ষারসসবর্ণশ্চ তং নীলমিতি নির্দিশেত্”।।*[9] এইরকম বৃষভের উৎসর্গ মহান ফলদায়ী এবং মোক্ষকারক হয়ে থাকে। শ্রাদ্ধাদি কর্মে নীলবৃষভের দানের মহিমা অপার। এইরকম দান পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে খুবই প্রিয় হয়। এই নিয়ে *মৎস্যপুরাণে* এক গাথা আছে যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। *মৎস্যপুরাণে* বলা হয়েছে- *“এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেত্। গৌরীং চাপ্যুদ্বহেন কন্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেত্”।।*[10] অর্থাত্ অনেক পুত্রের কামনা করা উচিত। কেননা এর দ্বারা যে কেউ গয়া যাত্রা করেন বা গৌরী কন্যার দান করবেন বা নীল বৃষভের উৎসর্গ করবেন।

মৎস্যপুরাণে দানের বিবিধ নিয়ম-রীতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে পর্বতদানের বর্ণনাও পাওয়া যায়, যা অনন্ত পুণ্যদায়ী। পর্বতদানের ক্রম এই প্রকার – ধান্যশৈল, লবণাচল, গুড়াচল, হেমপর্বত, তিলশৈল, কার্পাসপর্বত, ঘৃতশৈল, রত্নশৈল, রজতশৈল এবং শর্করাচল। পর্বতসমূহের দানও শাস্ত্রোক্ত শুভ তিথিতে করা উচিত। তার বর্ণনা এইপ্রকার –

লবণাচলদান : লবন সৌভাগ্য সরবরে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকে এবং খাদ্যপদার্থ লবণ বিনা স্বাদিষ্ট হয় না। তাই এর বিশেষ মহিমা রয়েছে। ষোলদ্রোণে তৈরি লবণাচল উত্তম বলে

---

[9] . মৎস্য. ২০৭.৩৮.

[10]. মৎস্য. ২০৭.৪০.

মনে করা হয়। এর দানের দ্বারা মনুষ্য শিবসংযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে- *"য প্রদানাত্ নরো লোকান্ আপ্নোতি শিবসংযুজান্"।*[11]

তিলশৈলদান : মধু উদত্যের বধের সময় ভগবান বিষ্ণুর শরীর থেকে উৎপন্ন স্বেদবিন্দু পৃথিবীতে পরার ফলে তিল, কুশ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছিল। তাই হব্য এবং কব্য এই দুইপ্রকার তিলশৈলের দানের দ্বারা বিষ্ণুলোকের প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

ঘৃতাচলদান : অমৃত এবং অগ্নির সংযোগে উৎপন্ন ঘৃত দ্বারা অগ্নিস্বরূপ বিশ্বাত্মা শংকর প্রসন্ন হয়। কুড়ি, দশ এবং পাঁচ ঘরে বানানো এই ঘৃতাচলকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং সাধারণ ঘৃতাচল বলা হয়ে থাকে।[12]

রত্নাচলদান : সকলদেবতার নিবাস রত্নেই এমনটাই মনে করা হয়। এইজন্য রত্ন দান দ্বারা হরিকে প্রসন্ন করা হয়। একহাজার, পাঁচ'শ ও তিন'শ মুক্তায় বানানো রত্নাচল যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং সাধারণ হয়। এই দানের দ্বারা ব্রহ্মহত্যার মতো পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে ধান্যশৈল, গুড়াচল তথা সুবর্ণাচল ইত্যাদির দ্বারা পর্বতের দানেরও বিশেষ মহিমা বর্ণিত হয়েছে।[13]

ষোড়শ-মহাদান : *মৎস্যপুরাণের* ষোড়শ মহাদানপ্রকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে ২৮৪ সংখ্যক অধ্যায় থেকে ২৮৯ সংখ্যক অধ্যায় পর্যন্ত এই ষোড়শ-মহাদান সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ষোড়শ-মহাদান এই প্রকার- ১, তুলাদান ২. হিরণ্যগর্ভদান ৩. ব্রহ্মাণ্ডদান ৪. কল্পবৃক্ষদান ৫. গোসহস্রদান ৬. হিরণ্যকামধেনু দান ৭. হিরণ্যাশ্ব দান ৮. হিরণ্যাশ্বরথ

---

11 . মৎস্য. ৮৪.১

12 . মৎস্য. ৮৪.১-১০

13 . মৎস্য. ৯০.১-১১

দান ৯. হেমহস্তিরথ দান ১০. পঞ্চলাঙ্গল দান ১১. হেমধরা দান ১২. বিশ্বচক্র দান ১৩. কনককল্পলতা দান ১৪. সপ্তসাগরদান ১৫. রত্নধেনু দান ও ১৬. মহাভূতষট দান। এই সমস্ত দান পুণ্যপ্রদ, পবিত্র, দীর্ঘায়ু প্রদানকারী, সকল পাপের বিনাশকারী, মঙ্গলকারী তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ দেবতার দ্বারা পূজিত হয়।[14] *মৎস্যপুরাণের* এই দানধর্মপ্রকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণে পরবর্তী সকল নিবন্ধ গ্রন্থে যথা- *কৃত্যকল্পতরু (দানখণ্ড), হেমাদ্রি (চতুর্বর্গ চিন্তামণি), দানময়ুখ ও দানসাগর* ইত্যাদি গ্রন্থে এখান থেকে অনেক শ্লোকই উদ্ধৃত হয়েছে।

দানীয়বস্তুও দান বিধি-পূর্বক-ই প্রদান করা উচিত। শুধু বিধিই নয়, তার সাথে দেশ, কাল ইত্যাদিও বিচার করা অত্যাবশ্যক। *মৎস্যপুরাণ* মতে বিষুবযোগের দিন হল দানকাল। সুবর্ণময় মৎস্য এবং গরুর সাথে দান করা হল দানের বিধি। আর এই বিধি-পূর্বক দান করলে তার ফলরূপে ভগবান বিষ্ণুর পরমধাম প্রাপ্তি হয়। জিতেন্দ্রিয়, উত্তম ব্রহ্মজ্ঞানী এবং বেদাভ্যাসী ব্রাহ্মণ হলেন দানের সুপাত্র।

মৎস্যপুরাণে অন্ন ও জল দান সম্পর্কেও বলা হয়েছে- অন্নই ব্রহ্ম।[15] কেননা অন্নের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। অন্নের দ্বারাই প্রাণী উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং এতেই জগত্ বর্তমান। এইজন্য ধান্যশৈলরূপে পর্বতশ্রেষ্ঠ মৎস্য-এর কাছে রক্ষার প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানেও ভূমিদানকে পুণ্যদান বলা হয়েছে।[16] শুধু তাই নয়, এই দানের দ্বারা যে উচ্চফল প্রাপ্তি হয় তার কথাও এখানে পাওয়া যায়। দানের এইসব

---

[14] . মৎস্য. ২৮৪-২৮৯

[15] . মৎস্য. ৮৩.৪২-৪৩

[16] . অপরর্ক. পৃ. ৩৭০

ধরণ দেখে মনে হয় যে, সমাজে বস্তুর উপযোগিতার ওপরই দানধর্ম নির্ভরশীল ছিল। বস্তুতপক্ষে, শুধু যে বস্তুরই দান করা যায় তা কিন্তু নয়। কারণ রক্ষা, ত্রাণ ইত্যাদি অর্থের দ্বারা শুধু বস্তুই বোঝায় না তার সাথে সহযোগিতা, উদ্ধার পাওয়া ইত্যাদিও বোঝায়। পুরাণের মধ্যে বেশিরভাগ স্থানে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য দানকে হাতিয়াররূপে দেখা যায়। কোনও হাতিয়ার দ্বারা যেমন শত্রুকে পরাস্ত করা যায় তেমনি এই দান দ্বারাও পাপ থেকে নিঃষ্কৃতি ও উদ্ধার পাওয়া যায়। তাই এই দানকে এক অর্থে হাতিয়ারও বলা চলে।

২. কূর্মপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

মানব জীবনের পরম লক্ষ ভগবৎপ্রাপ্তি এবং আত্মকল্যাণ। এটা জেনেও মানবের অর্থলিপ্সা, অধিকারের জন্য লড়াই, মান প্রতিষ্ঠা এবং ভোগে আসক্তি ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত সময় কেঁটে যায়। কিন্তু ত্যাগ এবং উৎসর্গের ভাবনায় রয়েছে অফুরন্ত সুখ। কলিকালে নিজেকে উদ্ধারের জন্য শাস্ত্র, পুরাণ, গীতা, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে দানের মহত্ত্বের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। *কূর্মপুরাণে* আত্মশুদ্ধির জন্য গোদান, অন্নদান, ভূমিদান, পর্বতদান ইত্যাদি দানের মহত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা অন্তঃকরণ পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে লোভ, আসক্তি, সংগ্রহ এবং কৃপণতা ইত্যাদি দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সাহায্য, সেবা, পরোপকার, উদারতা থেকেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়ে থাকে। আর এই সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারাই সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। দানের অর্থ হল দেওয়া অর্থাত্‍ কোনও স্থান বা ভূমি, গরু, বিদ্যা, দ্রব্য, অন্ন ইত্যাদি কাউকে দিয়ে পুনরায় ফেরত নেওয়ার অপেক্ষা যেখানে থাকে না তাই হল

দান। নিঃস্বার্থভাবে মনের মধ্যে কোনপ্রকার ইচ্ছা না রেখে দেওয়াই হল যথার্থ দান। *কূর্মপুরাণে* দানধর্ম আলোচনাকালে দানের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।

দানমিত্যভিনির্দিষ্টং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্"।।[17]

শ্রদ্ধাপূর্বক অর্থের প্রতিপাদনই হল দান। তা ভোগ তথা মোক্ষরুপ ফল দেওয়ার যোগ্য। বিশিষ্ট অর্থাত্ সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিকে (ব্রাহ্মণকে) অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক হয়ে যে ধন দেওয়া হয়, তাই হল শ্রেষ্ঠ দান।[18] *কূর্মপুরাণা*নুসারে দান চার প্রকার। যথা– নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং বিমল। এই বিমল দানকেই সমস্ত দানের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়েছে।[19] প্রত্যেকদিন কোনও স্বার্থ তথা ফলপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন ছাড়াই, নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য ভেবে যা অন্যের উপকারের নিমিত্ত দেওয়া হয় অথবা যেখানে প্রতিদানে নিজের উপকার সাধনরূপ আশা বা ইচ্ছা না রেখে দেওয়া হয়, তাই হল নিত্য দান। পাপ নিবারণের জন্য বিদ্বান ব্রাহ্মণকে যে দান দেওয়া হয়, তা হল নৈমিত্তিক দান। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য তথা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দান দেওয়া হয়, ধর্মবিচারক ঋষিরা তাকেই কাম্যদান বলে থাকেন। আর ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য

---

[17] . কূ. উপ. ২৬.২

[18] . শুদ্ধি. দেবল. ৩০৪.

[19] . দেবল. চতু. দান. পৃ. ৭, কূ. উপ. ২৬.৪

ধর্মভাবনায় ব্রহ্মজ্ঞানী বিদ্বানদের যা দেওয়া হয় তাকেই বিমল দান বলা হয়। এই বিমল দানকেই সকল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠদান বলা হয়েছে।[20]

দানের সঠিক কাল সম্পর্কেও এখানে বলা হয়েছে – অয়ন (উত্তরায়ন আর দক্ষিণায়ন), বিষুব (মেষ এবং তুলা সংক্রান্তি), চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ তথা অন্যান্য সংক্রান্তি ইত্যাদি সময়ে যা দান করা হয় তা অক্ষয় হয়ে থাকে।[21] প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থে, পবিত্র মন্দিরে, নদীর তীরে তথা পুণ্যপ্রদ অরণ্যে দেওয়া দানের অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।[22] এই সংসারে দানের থেকে বড় অন্য কোন ধর্ম বা পুণ্যপ্রাপ্তির সাধন নেই। এইজন্য দান দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি মোহের বশে ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং দেবতাদের জন্য দেওয়া দানে বাঁধা প্রদান করে থাকে, সে পাপাত্মা তির্যগযোনি প্রাপ্ত হয়।

দান করার জন্য পাত্র ও অপাত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা দরকার। সৎপাত্রে যা দান করা হয় তার মাধ্যমেই পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। সৎপাত্র জেনেই যথাশক্তি বা যথাসামর্থ্য অনুযায়ী দানধর্মের পালন করা উচিত। কেননা সৎপাত্র সৌভাগ্যের ফলেই প্রাপ্ত হয়। এই সৎপাত্রই দাতাকে উদ্ধার করে থাকে। পরিবারের ভরণ-পোষণ করে অবশিষ্ঠ পদার্থের দান করা উচিত। যদি পরিবারের তথা নিজের কথা চিন্তা না করে সমস্ত সম্পদ দান কার্যে প্রয়োগ করা হয় তবে সেই দান ফলপ্রদ হয় না। দানের ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে এই প্রতিগ্রহীতা যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে, শুধুমাত্র লোভের বশবর্তী হয়ে দান গ্রহণ করতে পারে না এবং তা অনুচিতও।

---

[20] . যদীশ্বর প্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎস্যু প্রদীযতে। চেতসা ধর্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলম্ শিবম্ ।। কূ. পু. উপ. ২৬.৮

[21] . কূ. উপ. ২৬.৫৪.

[22] . কূ. উপ. ২৬.৫৫.

শ্রোত্রিয়, কুলীন, বিনয়ী, সদাচারী তথা ধনহীন ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্বক ভূমিদান করা উচিত। বলা হয়েছে, যে ভূমিদান করে থাকে সে পূর্বপুরুষ ও দেবতাদের তৃপ্ত করে। তাই এর থেকে আর কোনও শ্রেষ্ঠদান হতে পারে না। *কূর্মপুরাণে* বলা হয়েছে-

"ভূমিদানাৎপরং দানং বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন।

অন্নদানং তেন তুল্যং বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্"।।[23]

যে পবিত্র, শান্ত এবং ধর্মাচরণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বিধি-বিধান অনুসারে বিদ্যা প্রদান করে সে ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়। অন্নদানের দ্বারা মানুষ মহান ফলপ্রাপ্তি করে। এই অন্নই হল প্রথম তথা উত্তম লক্ষ্মীরূপ দ্রব্য। এর মাধ্যমেই প্রাণ, তেজ, বীর্য আর বলের পুষ্টি হয়ে থাকে। যে পুরুষ একাগ্রচিত্ত হয়ে নিজে না খেয়ে অতিথিকে অন্নদান করে থাকে তিনি ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়ে থাকেন। অন্নদাতা কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েও উদ্ধার হন এবং পাপের থেকেও নিষ্কৃতি পান আর ভবিষ্যতে হওয়া কোনও দুষ্কর্মকেও নাশ করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। শ্রদ্ধাপূর্বক প্রতিদিন ব্রহ্মচারীকে অন্ন প্রদান করা উচিত।[24] *কূর্মপুরাণে* জলদানের কথাও বলা হয়েছে– জলদাতার তৃপ্তি এবং অন্নদাতার অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি হয়ে থাকে।[25]

---

[23] . কূ. উপ. ২৬.১৫.

[24] . কূ. উপ. ২৬.১৭-১৮.

[25] . কূ. উপ. ২৬.৪৪.

৩. ব্রহ্মপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

ব্রহ্মপুরাণে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিকে দানের উপযুক্ত কাল হিসাবে ধরা হয়েছে। জলধেনু, অন্ন, বস্ত্র, সুবর্ণ এবং আভূষণ সহ দান হল এই পুরাণের দানবিধি। দান করলে দাতা কী কী ফলের অধিকারী হন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– পাপনাশ এবং সূর্য ও চন্দ্রের শাশ্বত ব্রহ্মলোকে বাস হল এই দানের ফল। দানের সুপাত্র হলেন পৌরাণিক সদাচারী ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপুরাণে অন্নদানের মহিমা বলতে গিয়ে ব্যাসদেব বলেছেন, যার ধর্ম করার ইচ্ছা থাকে তাঁর অন্নদান করা উচিত। কেননা, অন্নই সকলের জীবন, অন্নের দ্বারাই সকল লোক প্রতিষ্ঠিত। দেবতা, ঋষি প্রমুখরা তাই অন্নদানের প্রশংসা করে থাকেন। কেননা অন্ন বলের বৃদ্ধি ঘটায়। অন্নদানের দ্বারাই মানুষ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। অন্নদাতা ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করেন।[26]

৪. শিবপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

শিবপুরাণে দানধর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যাসদেব বলেছেন- ধর্মের দ্বারাই অর্থ প্রাপ্ত হয়। এই অর্থেরই দ্বারা মানুষ ভোগ বাসনায় লিপ্ত হন। এরপরেই এই ভোগের দ্বারা বৈরাগ্য অর্থাত্ ত্যাগের সম্ভাবনা হয়ে থাকে। ধর্মপূর্বক উপার্জিত ধনের দ্বারা যে ভোগপ্রাপ্ত হয় তাতেই একদিন না একদিন ত্যাগের উদয় হয়ে থাকে। অপরদিকে অধর্মে উপার্জিত ধনের দ্বারা যে ভোগপ্রাপ্ত হয় তাতে ভোগের প্রতি শুধু আসক্তিই বাড়ে। সত্যযুগে তপঃ-কেই ধর্ম বলা হয়েছে কিন্তু কলিযুগে দ্রব্যসাধ্য ধর্ম দানকে বলা

---

26 . অন্নস্য হি প্রদানেন নর যাতি পরং গতিম্। সর্বকামসমাযোক্ত প্রেষ্য চাপ্যশ্নুতে সুখম্ ।। ব্র. পু. ২১৮.২৬-২৭.

হয়েছে। অনুরূপ ভাবনা পরিলক্ষিত হয় *মনুসংহিতায়*।[27] ন্যায়োপার্জিত ধনের দানই দাতার যথার্য দান বলে বিবেচিত হয়। দানগ্রহণকর্তা প্রাপ্ত বস্তুর দান তথা তপস্যা করে প্রতিগ্রহজনিত দোষকে শান্ত করে থাকেন। সনৎকুমার বেদব্যাস মুনিকে অন্ন ও জলদানের মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে বলেছেন– অন্নদানের সমতুল্য কোনও দান নেই, কেননা এর দ্বারাই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং অন্নের অভাবে প্রাণীর মৃত্যু হয়। সংসারে এই অন্নই হল শক্তিবৃদ্ধিদায়ক। কেননা এই অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।[28] যমলোকের পথকে সুগম করার জন্য অন্ন, জল, অশ্ব, গাভি, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র এবং আসন- এই আটরকম বস্তুর দানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।[29]

৫. বরাহপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথি হল দানের সঠিক কাল। সোনার গরুর প্রতিমা বানিয়ে তিলধেনুর সাথে ভক্তিপূর্বক পূজা করে দান করাই হল দানবিধি। দানদাতার দানের ফল হল দেবতা এবং মহর্ষিদের বন্দিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর ধাম প্রাপ্তি। দানের সুপাত্র হলেন সন্তুষ্ট, বিনয়ী, জ্ঞানী, শান্ত এবং বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। *বরাহপুরাণে* অন্নদানের বিশেষ মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানেই রাজা শ্বেত-এর আখ্যানের বর্ণনা করা হয়েছে। এই আখ্যানে বলা হয়েছে– যখন রাজা শ্বেত নিজ পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলেছিলেন- প্রভু আমি সমস্ত পৃথিবী দান করতে চাই, আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। এই কথা শুনে মহর্ষি বশিষ্ট

---

[27] . মনু. ১.৮৬.

[28] . অন্নমেব প্রশংসন্তি সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।। শি. পু. উ. সং. ১১.২৯.

[29] . অন্নপানাশ্বগোবস্ত্রশৌযাচ্ছত্রাসনানি চ। প্রেতলোকে প্রশস্তানি দানান্যষ্টৌ বিশেষতঃ।। শি. পু. উ. সং. ১১.৫০.

বললেন, রাজন অন্ন সবসময়ই সুখ প্রদান করে তাই তুমি অন্ন দান করো। কিন্তু রাজা শ্বেত অন্নদানকে তুচ্ছ মনে করে অনেক নগর দান করেছিলেন। কিন্তু পরলোকে রাজা শ্বেত যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন তখন নিজেরই শরীরের হাড় চেঁটে চেঁটে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। তখন রাজা শ্বেত-এর কাছে মহর্ষি বশিষ্ঠ এসে তাকে তাঁর পূর্বজন্মের অন্ন ও জলদান না করার কথা মনে করিয়ে দিলেন। অর্থাত্ তাঁর এই পরিণাম অন্ন ও জলদান না করার স্বরূপ। বশিষ্ঠ তখন রাজা শ্বেতকে তিলধেনু, জলধেনু ও রসধেনু দান করার উপদেশ প্রদান করলেন। এর দ্বারাই তোমার ক্ষুধার কষ্ট শান্ত হবে।[30] এখানে কার্পাসধেনু, লবনধেনু ও উভয়তোমুখী গোদানের বিধিও নিরুপিত হয়েছে।[31] এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে আসলে উপযুক্ত বস্তুর দানের কথাই ঘোষিত হয়েছে। কারণ, এমন বস্তু দান করা উচিত যার দ্বারা কারও কিছুটা হলেও অভাব দূরীকরণ করা যায়। উৎকৃষ্টের বিচারে অন্ন ও জলদান অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এই পুরাণে কপিলাগরু দানের নানান বিধি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মরণাপন্ন মানুষ তাঁর যমলোকের বৈতরণীকে পার করার নিমিত্ত এই দানকে শ্রেয়কর বলে মনে করতেন। এইজন্যই ভারতীয় সমাজে গরুকেও বৈতরণী বলা হয়।

৬. স্কন্দপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

মাঘ মাসের অথবা চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথি হল দানের উপযুক্ত কাল। সুবর্ণময় ত্রিশুলের সাথে সৎকার এবং পূজন করে দান করা হল দানবিধি। দান দাতার দানের ফল হল ভগবান শিবলোকের আনন্দের অধিকারী হওয়া। শিবভক্ত ব্রাহ্মণ হলেন দানের

---

[30] . ব. পু. ১১১, ১১২.

[31] . ব. পু. ৯১, ৯২, ৯৪.

সুপাত্র। দেবতা, পিতৃ-পূর্বপুরুষ এবং মানুষকে দিয়ে যে ভোজন করে তাকে অমৃতভোজন বলা হয়। আর যে শুধু নিজের পেট-ই ভরায় সেই ভোজন হল পাপপূর্ণ ভোজন। *স্কন্দপুরাণে* বলা হয়েছে- *"পিতৃদেবমনুষ্যেভ্যঃ দত্ত্বাশ্নাত্যমৃতং গৃহী। স্বার্থং পচন্নগং ভুঙ্ক্তেকেবলং স্বোদরম্ভরিম্"।।*[32] বিদ্বান এবং বিনয়শীল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন গৃহে উপস্থিত হয়, তখন গৃহের অন্নও ভাবে আমার যেন উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থলোক, দীন, অন্ধ, দরিদ্রকে বিশেষরূপে অন্নদান করে গৃহকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে। বলির্বৈশ্বদেব, হোম, দেবপূজাকারী বেদপাঠী ব্রাহ্মণের অন্নকে অমৃত বলা হয়েছে।

স্কন্দপুরাণে দানের ফল সম্বন্ধে বলা হ য়েছে– ভুমিদানের ফল হল মন্ডলের অধীশ্বর, অন্নদানের ফল হল সুখপ্রাপ্তি, জলদানের ফল হল সুন্দর রূপ, ভোজন দানের ফল হল হৃষ্টপৃষ্টতা, দ্বীপ দানের ফল হল নির্মল নেত্র, গোদানের ফল হল সূর্যলোক প্রাপ্তি, সুবর্ণ দানের ফল হল দীর্ঘায়ু, তি লদানের ফল হল উত্তম প্রজালাভ, গৃহদানের ফল হল উঁচু মহলের মালিকত্ব লাভ, বস্ত্রদানের ফল হল চন্দ্রালোক প্রাপ্তি, অশ্বদানের ফল হল দিব্যশরীর প্রাপ্তি, পালকী দানের ফল হল সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম পালঙ্কদানের ফলও হল সুন্দরী স্ত্রী, এইসব দান শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ ও ধারণ করতে হয়- তাহলেই স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় আর অশ্রদ্ধা করলে অধঃপতন হয়।

---

[32] . স্ক. পু. ৩৮.৩৭.

৭. গরুড়পুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

*গরুড়পুরাণা*নুসারে চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে দান করা হল দানের সঠিক কাল। সুবর্ণময় হংসের প্রতিমার সাথে দান করা হল দানবিধি। স্বর্গলোক প্রাপ্তি হল দাতার দানের ফল। সুযোগ্য, কুলীন এবং কুটুম্বী ব্রাহ্মণ হলেন দানের সুপাত্র। ভূমি, দ্বীপ, অন্ন, বস্ত্র প্রদানের দ্বারা দানে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়ে থাকে। খর, মালা, জল, শয্যা ইত্যাদি দানের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। বলা হয়েছে– *"ভূদীপাংশ্চান্নবস্ত্রাণি সর্পির্দত্ত্বা ব্রজেচ্ছ্রিয়ম্।"*[33] পাপ থেকে নিষ্কৃতির বা শুদ্ধির উপায় হিসেবে যে সমস্ত দানকে পবিত্র দান বলা হয়েছে সেগুলি হল- তিল, লোহা, স্বর্ণ, কার্পাস, লবণ, ভূমি, গো এবং সপ্তধান্যদান। এই আটপ্রকার দানকে মহাদান বলা হয়েছে।[34] শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেরকেই এই দান করা উচিত। বলা হয়েছে– দানই পরম ধর্ম, এর দ্বারা সকল অভীষ্ঠ সিদ্ধ হয়।[35]

৮. পদ্মপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

পদ্মপুরাণে জৈষ্ঠ্যমাসের পূর্ণিমা তিথিকে দানের সঠিক কাল হিসাবে ধরা হয়েছে। স্বর্ণময় পদ্মের সাথে সৎকারপূর্বক দান করা হল দানবিধি। দাতার দানের ফল হল- পাপনাশ, ভোগ, মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থাত্ বৈষ্ণবধাম প্রাপ্তি। দানের সুপাত্র হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে – পুরাণজ্ঞ, যোগনিষ্ঠ এবং ধর্মাত্মা অর্থাত্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে। পদ্মপুরাণে বিস্তারিতভাবে দানের বর্ণনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি এই দান যে অন্য সব

---

33 . গ. পু. ৯৮.

34 . তিলা লোহং হিরণ্যং চ কর্পাসং লবণং তথা। সপ্তধান্যং ক্ষিতির্গাব একৈকং পাবনং স্মৃতম্।। এতান্যষ্টৌ মহাদানান্যুত্তমায দ্বিজাতযে। গ. পু. ২.৪.৭-৮.

35 . দানমেব পরো ধর্মো দানাত্ সর্বমবাপ্যতে।গ. পু. ২২১.৪.

ধর্মসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাও বলা হয়েছে। সৎপথে উপার্জিত অর্থাত্ ন্যায়োপার্জিত দ্রব্যের শ্রদ্ধাপূর্বক বিধি-বিধান অনুসারে সুপাত্রে যদি দান করা হয় তবে তার দ্বারা অনন্ত ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই শ্রদ্ধার মহিমাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই শ্রদ্ধাকে ধর্মের কন্যা বলা হয়েছে। যা সমস্ত বিশ্বকে পবিত্র করে। পদ্মপুরাণে দানকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং বিমল।[36]

ব্রাহ্মণকে কামনারহিত ভাবে প্রতিদিন যা কিছু দান করা হয় তা হল নিত্য দান। পাপের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বিদ্বানদেরকে যা কিছু দান করা হয় তা হল নৈমিত্তিক দান। সন্তান, বিজয়, সুখ ইত্যাদির জন্য যা কিছু দান করা হয় তা হল কাম্য দান এবং ভগবানের প্রসন্নতার জন্য ধর্মভাবযুক্ত মনে যা কিছু দান করা হয় তা হল বিমল বা সাত্ত্বিক দান। এই পুরাণে অন্নদানকে সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠদান বলা হয়েছে। নিজের আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ না করে যদি দান করা হয় তবে সেই দান যে নিষ্ফল হয় তাও আমরা এই পুরাণ থেকেই জানতে পারি।[37] এক্ষেত্রে পুরাণে পারিবারিক তথা সামাজিক সুরক্ষার প্রতি যে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা অনুভব করা যায়।

৯. অগ্নিপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

অগ্নিপুরাণের ২০৮ সংখ্যক অধ্যায় থেকে ২১৫ সংখ্যক অধ্যায় পর্যন্ত দানের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এখানে ব্রত এবং দানের সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রতিপদাদি

---

[36] . নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে। চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্বদানোত্তমোত্তমম্।। পদ্ম স্বর্গ. ৫৭.৪.

[37] . প. পু. স্বর্গ.

তিথি, কৃত্তিকাদি নক্ষত্র, মেষাদি রাশি এবং গ্রহণাদির সময় যে ব্রতদান এবং তৎসম্বন্ধি নিয়মাদি আবশ্যক তারই কথা বলা হয়েছে। এর অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে শ্রীবিষ্ণুর কথা বলা হয়েছে। দান করার সময় মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করার আবশ্যকতার কথাও এই পুরাণে ঘোষিত হয়েছে। দানের প্রথমে যে সংকল্প করতে হয় তার কথাও এখানে বলা হয়েছে। দান সর্বদা সংকল্পপূর্বকই হয়ে থাকে। দানের ক্ষেত্রে গ্রহণ কর্তাকে মনের দিক থেকে যে প্রসন্ন হতে হয় তার কথাও এই পুরাণে আছে। অগ্নিপুরাণে বিষ্ণুকে ব্রত, দান ও যজ্ঞের স্বামী বলা হয়েছে।[38] যে ব্যক্তি প্রতিদিন ব্রতদানসমুচ্চয়ের পাঠ এবং শ্রবণ করেন থাকে তাঁর অভীষ্ঠ বস্তু লাভ হয়, তিনি পাপরহিত হন এবং ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্ত হন। এখানে দানকে নিত্যকর্মের পর্যায়ভুক্ত বলা হয়েছে। *অগ্নিপুরাণ*নুসারে মার্গশীর্ষমাস অর্থাত্‍ অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথি হল দানের উপযুক্ত কাল। স্বর্ণময় পদ্ম এবং তিলধেনুর সাথে দান করা হল দানের বিধি। দাতার দানের ফল হল স্বর্গলোক প্রাপ্তি। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ হলেন দানের সুপাত্র। আলোচ্য পুরাণের ২০৯ সংখ্যক অধ্যায়ে ধনের প্রকার, দেশ, কাল, পাত্র বিচার, পাত্র ভেদে দানের ফল ও ভেদ, দানের দ্রব্য ও দেবতা এবং দানবিধির বর্ণনা করা হয়েছে। দানধর্ম হল মোক্ষ ফলপ্রদানরূপ নিত্য কর্ম। এখানে দানের ভেদ প্রসঙ্গে ইষ্টা ও পূর্তের কথা বলা হয়েছে। দেবমন্দির, কুঁয়ো, অন্নেরসংস্থান ইত্যাদি তৈরি হল পূর্তধর্ম। বেদ স্বাধ্যায়, অতিথি সৎকার, বলির্বৈশ্বদেব ইত্যাদি হল ইষ্টধর্ম। এর দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। গ্রহণের সময়ে, সূর্য সংক্রান্তি এবং দ্বাদশী তিথিতে যা দান করা হয় তা হল পূর্তধর্ম।[39] সঠিক

---

[38] . অ. পু. ২০৮.

[39] . অ. পু. ২০৯.

দেশ, কাল এবং যোগ্যপাত্রে যদি দান করা হয় তাহলে তা ফলপ্রসূ হয়। এখানেও শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে। এই শ্রদ্ধা হল দানের হেতু। উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ, বিষুবসংক্রান্তি, চতুর্দশী, পঞ্চমী, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, উৎসব, বিবাহ, দুঃস্বপ্ন দর্শন, ধনপ্রাপ্তি কালে দান করা হয়ে থাকে।[40] এখানে যেমন কিছু সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে তেমনি আবার অনির্দিষ্ট সময়ের কথাও বলা হয়েছে। অষ্টমীতে যে দান করা হয় তা অক্ষয়। এখানেও প্রার্থনা ছাড়াই যে সমস্ত দান করা হয় তার দেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। গয়া, গঙ্গা, প্রয়াগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও মন্দিরে কারও প্রার্থনা ছাড়াই যে দান করা হয় তা উত্তম দান।[41] কিন্তু কন্যাদান সর্বদা প্রার্থনা পূর্বক করা উচিত। দাতা এবং গ্রহণকর্তা দুজনকেই এখানে সমান মহিমায় দেখানো হয়েছে। দুজনেরই দীর্ঘায়ু হয়। দানের ক্ষেত্রে দেয় বস্তুর কথনও করা হয়েছে এখানে। দাতার দানের সময় নিজের নাম, প্রতিগ্রহীতার নাম এবং গোত্র উচ্চারণ করেই দান করা হয়ে থাকে। কন্যাদানেও তাই করা হয়। স্নান এবং পূজন করে হাতে জল নিয়েও সংকল্পপূর্বকই দান করা উচিত।[42] এখানে মহাদানের কথাও বলা হয়েছে। তার সংখ্যা হল দশ। যথা- সুবর্ণ, অশ্ব, তিল, হাতি, দাসী, রথ, ভূমি, গৃহ, কন্যা এবং কপিলা গরুর দান হল মহাদান।[43] বিদ্যা, পরাক্রম, তপস্যা, কন্যা, যজমান এবং শিষ্য থেকে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাকে শুল্ক বলা হয়, তা কিন্তু দান নয়।[44] এই পুরাণে বরাহপুরাণের মতো কপিলা গরু দানের নানান বিধি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মরণাসন্ন মানুষ তাঁর যমলোকের বৈতরণীকে পার

---

40 . অ. পু. ২০৯.

41 . ঐ.

42 . ঐ.

43 . অ. পু. ২০৯.

44 . অ. পু. ২০৯.

করার জন্য এই দানকে শ্রেয়কর বলে মনে করা হয়েছে।[45] ভারতীয় সংস্কৃতির এবং ধর্মের অঙ্গভূত এই দান মানুষের জীবনের কল্যাণময় কর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দান যে নিত্য কর্মের অন্তর্গত তা বেদেও বারবার ঘোষিত হয়েছে। *অগ্নিপুরাণেও* এই দানকে নিত্যকর্তব্য কর্মের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[46]

মৎস্যপুরাণের মতো *অগ্নিপুরাণেও* দশপ্রকার ধেনুদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে। *অগ্নিপুরাণেও* উভয়তোমুখী গোদানের কথা বলা হয়েছে এবং এই দানের ফলরূপে স্বর্গপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই গরুর বাছুরের শরীরে যতগুলি রোম থাকে দান দাতাও স্বর্গে তত বৎসর স্থায়ী থাকে।[47] *অগ্নিপুরাণে* কিছু বস্তুর দান মহাদান নামে পরিচিত। তবে *অগ্নিপুরাণে* ষোলো ধরনের মহাদানের কথা পাওয়া যায়। যেমন- তুলাপুরুষদান, হিরণ্যগর্ভদান, ব্রহ্মাণ্ডদান, কল্পবৃক্ষদান, সহস্র গোদান, কামধেনুদান, অশ্বদান, অশ্বযুক্তরথ দান, হস্তিযুক্তরথ দান, গৃহদান, ভূমিদান, বিশ্বচক্রদান, কল্পলতাদান, সপ্তসমুদ্রদান, রত্নধেনুদান এবং কুম্ভদান।[48] পুরাণের মধ্যে যেসব মহাদানের কথা পাওয়া যায় তার অনেকগুলিই অভিলেখে পাওয়া যায়। সুতরাং তার বাস্তবতাকে আমাদের স্বীকার করতেই হয়। হাথিগুম্ফা অভিলেখে কল্পবৃক্ষ নামে এক মহাদানের বর্ণনা পাওয়া যায়।[49] উপবদাতও যে সমস্ত বস্তুর দান করেছেন তার মধ্যেও কিছু মহাদানের অন্তর্গত। তুলাপুরুষ নামে এক মহাদানেরও উল্লেখ অভিলেখে

---

[45]. অ. পু. ২১০.৩৪.

[46]. ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহাঃ। দেবপূজাগ্নিহবনং সন্তোষোহস্তেয়মেব চ"।। সর্বব্রতেষ্বযং ধর্মঃ সামান্যো দশধা স্মৃতঃ।। তদেব. ২১০.

[47]. তদেব. ২১০.৩৩.

[48]. তদেব. ২১০.১-৩.

[49] . এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা, জিল্দ ২০, পৃ. ৭৯.

পাওয়া যায়।[50] শুধু তাই নয়, বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেন হেমাশ্বরথ নামক মহাদান করার সময় একটি গ্রাম দানরূপে দিয়ে দিয়েছিলেন– এই কথাও আমরা অভিলেখ থেকেই জানতে পারি।[51]

দান দেওয়ার সময় প্রথমে দেয়বস্তুর নাম গ্রহণ করতে হয়। তারপর 'দদামি' বাক্য দ্বারা তার মালিকানা অপরের হাতে সমর্পণ করা হয়। তখন দান গ্রহণকর্তার হাতে জল দিতে হয়। এইরকম বিধির কথা *অগ্নিপুরাণেই* বলা হয়েছে।[52] দানের ক্ষেত্রে যে প্রতিগ্রহ আছে তারও বিধান এখানে পাওয়া যায়। প্রতিগ্রহকর্তা প্রতিদান গ্রহণ করার সময় বলেন যে, বিষ্ণু দাতা এবং বিষ্ণুই দান বস্তু, আমি সেই দান গ্রহণ করিলাম। দাতার মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তির কথা এখানেও বলা হয়েছে। তবে এখানে এই প্রতিগ্রহ নিজের প্রয়োজনের জন্য নেওয়া যায় না এমন কথাও বলা হয়েছে।[53] এই পুরাণেই শূদ্রের ধন যজ্ঞকার্যে গ্রহণ না করার কথাও বলা হয়েছে। কেননা এর ফল শূদ্ররাই প্রাপ্ত করে থাকেন। উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত পুরাণগুলিতে দেখা যায়-শূদ্রের দানকার্যে কোনরকম ভূমিকাই ছিল না।[54]

অগ্নিপুরাণে ভূমিদানের কথাও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, উত্তম মানের ভূমিই দান করা উচিত। যাতে এর দ্বারা দানগ্রহণ কর্তা সুখী হতে পারে। এই ভূমিদান সম্পর্কে অভিলেখেও নানান তথ্য পাওয়া যায়। অভিলেখের মধ্যে প্রথম দিকে

---

[50] . এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা, জিল্দ ৭, পৃ. ৫৭./জিল্দ ৮, পৃ. ৭৮.

[51] . এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা, জিল্দ ১২, পৃ. ১০.

[52] . অ. পু. ২০৯.৪৮.

[53] . তদেব. ২০৯.৫১..

[54] . তদেব. ২০৯.৫২.

দান মহত্ত্ব বিষয়ে এবং দান পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনরকম বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বললেই চলে তবে পরবর্তী সময়ে দানধর্ম সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা করা হয়েছে। সগর ও অন্যান্য রাজারা পৃথিবী দান করেছিলেন এমন উল্লেখ অভিলেখে পাওয়া যায়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, যারাই রাজা হয়েছেন তারাই পৃথিবী পতি রূপে নিজেদের প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর অধীশ্বর বলে ভূমিদান করে তাঁর পুণ্য অর্জন করতে বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব করেননি। সেখানে এমন কথাও পাওয়া যায় যে, যাঁরা এই ভূমিদানের দাতা তাঁরা ষাটহাজার বছর স্বর্গে আনন্দ ভোগ করেন। আর যে দান করে পুনরায় তা ফেরত করে তারও একই ভাবে ষাটহাজার বছর নরকবাস হয়। এইরকম বিধান থাকা সত্ত্বেও কিছু রাজা আছে যাঁরা ভূমিদান করে পুনরায় তা ফেরত নিয়েছিলেন। যেমন- তৃতীয় ইন্দ্ররাজের অভিলেখ থেকে জানা যায় যে, রাজা চারশো গ্রামের দানপত্র কেড়ে নিয়েছিলেন, যা তাঁর পূর্বপুরুষরা দান করে গিয়েছিলেন।[55] আবার কেড়ে নেওয়া দান পুণরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন ঐতিহাসিক ঘটনাও দেখা যায়। চালুক্য সম্রাট প্রথম বিক্রমাদিত্যের তাম্রপত্র থেকে জানা যায় যে রাজা মন্দির এবং ব্রাহ্মণদের থেকে কেড়ে নেওয়া তিন রাজ্যের দান পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[56] এমনকি ঐতিহাসিক কাব্য বলে পরিচিত *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে, অবন্তিবর্মার পুত্র শংকরবর্মার রাজকোষ শূন্য হয়ে যাওয়ায় মন্দিরের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সেই রাজকোষ পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর আরাম ও আয়াসের জন্যই রাজকোষ নাকি শূন্য হয়ে গিয়েছিল এমনটাই জানা যায়।[57] এরকম আরও অনেক

---

55 . এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা, জিল্দ ৯, পৃ. ১৪.

56 . তদেব, জিল্দ ৯, পৃ. ১০০.

57 . রাজ. ১৬৬-১৭০.

উদাহরণ পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজারা প্রতিগ্রহীতার ভূমি কিনে নিয়ে পুনরায় তা দান করে থাকে।[58] আর রাজারা যে ভূমিদান করে থাকে তার থেকে কোনপ্রকার যে কর নেওয়া হয় না এমন নির্দেশও আমরা *'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা'* নামক গ্রন্থ থেকেই জানতে পারি।[59] তবে যেসব ভূমি দান রূপে প্রদান করা হয় না তার থেকেই রাজা কর গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং এই রাজা হলেন কেবলমাত্র ভূমির করগ্রহণ কর্তা, তিনি ভূমির স্বামী নন।

১০. বিষ্ণুপুরাণে দানধর্ম প্রসঙ্গ :

এই পুরাণানুসারে আষাঢ়মাসের পূর্ণিমা তিথি হল দানের সঠিক কাল। ঘৃতযুক্ত ধেনুর সাথে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক দান করা হল দানবিধি। বৈকুণ্ঠধামে নিবাস হল দাতার দানের ফল। পুরাণের অর্থ জানে এমন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হলেন দানের সুপাত্র। *বিষ্ণুপুরাণে* দু'বার দানধর্মের আলোচনা পাওয়া যায়। সেখানে কলিযুগের ধর্ম নিরুপণ প্রসঙ্গে একবার এই দানের আলোচনা পাওয়া যায়। কলিযুগের ধর্ম প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে যে, দিনে দিনে ধর্ম ও অর্থ ক্রমশ হ্রাস এবং ক্ষয় হওয়ায় সংসারেরও ক্ষয় হয়ে যাবে। তখন অর্থই হবে সবকিছুর মূল। সেই সময় থেকে দানের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার ফলে মানুষ দানধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করেছে। আর সেই কারণেই *বিষ্ণুপুরাণে* দানধর্মের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এই পুরাণে দানকেই ধর্মের হেতুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। দানের সৎপাত্র হিসেবে চিহ্নিত হবে সেই ব্যক্তি যিনি সমাজে ভালোভাবে থাকবেন এবং যাঁর অনেক অর্থ বা সম্পদ থাকবে।

---

[58]. এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা, জিল্দ ১৭, পৃ. ৩৪৫.

[59]. এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকা, জিল্দ ৬, পৃ. ৮৭.

কলিযুগে রাজারা ভূমির করগ্রহণকর্তা রূপে প্রতিপন্ন হবেন। সেই করের ভার প্রজারা সহ্য করতে হবেন অক্ষম। আবার কলিধর্ম নিরুপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে মানুষের প্রবৃত্তি বর্ণাশ্রম-ধর্মানুকূল থাকে না। সেই সময় নিজ রুচিবোধ অনুসারেই ধন-দান-তপ ইত্যাদির অনুষ্ঠান করাকেই ধর্ম বলে মানা হয়েছে। সেই সময় মানুষের মধ্যে অল্প ধন হলেই ধনাঢ্যতার গর্ভ অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি ধন দান করবেন তিনিই লোকেদের প্রভু হবেন এবং সমাজে তিনি যতই নিন্দনীয় হন না কেন তিনিই সকলের দ্বারা মান্যতা পাবেন। তাকেই প্রকৃত দাতা বলে সকলে জানবেন।[60] অর্থাত্ এখানে ধন অর্জনের ক্ষেত্রে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করা হয়েছে কী না তারও বিচার করা হবে না। এই সময় মানুষ শুধু ধন সঞ্চয়ই করবেন, তা দানধর্ম কাজে প্রয়োগ করবেন না। আর যে সম্পদ দান না করে শুধু ভোগেই নিয়োজিত হয়, তা কি করে ধর্ম হতে পারে ? মনে হয় যে, মনুষ ধর্মপ্রাণ। তাঁরা ধর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। তাই হয়তো বা দানকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে দানের প্রাধান্য বৃদ্ধি করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে- অতিথি সৎকার নামক নিত্য কর্ম থেকে মানুষ দূরে থাকবে।[61] সৎপাত্রে উচিত দানও এই কলিযুগে করা হবে না বলে মনে করা হয়েছে। বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ত্যাগ এবং দানের মধ্য দিয়ে ভোগ করার যে ভাবনা দেখা যায় তা কিন্তু পৌরাণিক যুগে লুপ্তপ্রায়। আর সেই কারণেই মনে হয় *বিষ্ণুপুরাণে* দানধর্মের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ সামান্যতম বস্তুর দান হলেও করেণ।

---

60 . বি. পু. ৬.১. ১৯.

61 . বি. পু. ৬.১. ২০.

➢ মূল্যায়ন :

স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে যেমন বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তেমনি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয় পুরাণসাহিত্যের মাধ্যমে। পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণে দানকে সরাসরি লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করা না হলেও পুরাণগুলিতে ক্রমশ দানের প্রসঙ্গ এত বেশি করে উপস্থাপিত হয়েছে যে শেষপর্যন্ত যেন দশলক্ষণাত্মক পুরাণে দানধর্মকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।[62] পুরাণগুলিতে দানধর্মের এই শ্রীবৃদ্ধি থেকে সমাজে দানের মাহাত্ম্য যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কূর্ম, মৎস্য ইত্যাদি পুরাণে অন্ন ও জলদানের কথা পাওয়া গেলেও স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু অন্ন জলদানের কোনরকম উল্লেখই নেই। এথেকে মনে হয় যে, পুরাণে অনেক নিত্য নতুন দানের উদ্ভব হয়। তাই পুরাণের মধ্যে জলদান, অন্নদানের প্রশংসা বা স্তুতিও পাওয়া যায়। *মৎস্যপুরাণে* আত্মশুদ্ধির জন্য অন্ন, ভূমি ইত্যাদি দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু *কূর্মপুরাণে* যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে, পাপ নিবারণের জন্যে, সন্তান, ঐশ্বর্য তথা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যে দানধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই তিন দানের কথা পুরাণগুলিতে বেশি আলোচিত হলেও *পদ্মপুরাণ ও কূর্মপুরাণের* মধ্যে আরও একধরণের দানের প্রকার ভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে মনে হয় সময়ের সাথে সাথে দানের মধ্যে নিত্য নতুন বস্তু বা সামগ্রীও যুক্ত হয়েছে। পুরাণগুলির মধ্যে কুপ, নলকুপ, জলাশয় ইত্যাদি নির্মানের কথা উদ্ঘোষিত হয়েছে। আমরা ইতিহাসের

---

[62] . ম. পু. ২.২২-২৪.

দিকে লক্ষ রাখলেও দেখতে পাবো যে, অশোক প্রমুখ সম্রাটরা এইসব সমাজকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করতে সচেষ্ঠ হয়েছেন। তবে স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেই কিন্তু এর বীজ লুকিয়ে ছিল। কারণ, স্মার্তাচার্য মনু প্রমুখরা স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেই ইষ্টাপুর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে সামাজিক কল্যাণসাধনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে।

বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ন্যায়োপার্জিত ব্যক্তিকেই দান করতে দেখা গেছে, কিন্তু পুরাণের মধ্যে যিনি সমাজে সমৃদ্ধশালী তাঁরাই দাতারূপে পরিচিতি পেয়েছেন। শুধু পরিচিতি বললে ভুল হবে, তাঁরা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতও হয়েছেন। *বিষ্ণুপুরাণানু*সারে আবার তাঁরাই সমাজে মান্যজন। পুরাণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ তিথিতে দান করার বিধিরও প্রচলন ছিল । এই তিথিরূপে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ণিমাকেই। তবে যে একই পূর্ণিমাতেই দান করা হত তা কিন্তু নয়। প্রত্যেক মাসেই যে যে পূর্ণিমার আগমন ঘটতো তাতেই দান করা হত এথেকে মনে হয় যে, সারা বছর ধরেই দানের মাধ্যমে পবিত্র ধর্মাচরণ করার ব্যবস্থাও সমাজে চালু হল। এর আগে কিন্তু এইরকম কোনও তিথি অর্থাত্ পূর্ণিমার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, পুরাণে দেখাযায়, দানের স্বরূপগত তো বটেই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতেও ঘটে ব্যাপক পরিবর্তন। আর দানের ধরণও আলাদা আলাদা ছিল। অর্থাত্ প্রতিটি পুরাণের দানবস্তুর ক্ষেত্রেও রয়েছে প্রার্থক্য। কোন পুরাণে ভূমিদানকে আবার কোন পুরাণে অন্ন বা জলদানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। *শিবপুরাণে* বলা হয়েছে, অন্নদানের সমতুল্য কোন দান নেই। এক্ষেত্রে উক্ত পুরানের যুক্তি হল- অন্নের দ্বারাই যেহেতু সকল প্রাণী উৎপন্ন এবং এই সংসারে অন্নই হল শক্তিবৃদ্ধিদায়ক। এই আন্নের দ্বারাই প্রাণ

প্রতিষ্ঠিত। *বরাহপুরাণে* অন্ন ও জলদানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করার জন্য একটি আখ্যান অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই আখ্যান অংশে দানের উপযোগিতারও বর্ণনা পাওয়া যায়। *শিবপুরাণে* ভূমিদান, *কূর্মপুরাণে* বিদ্যাদানকে বিশিষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হলেও অন্নদানেরও কথা বলা হয়েছে। ভূমিদানের থেকে যে অন্ন ও জলদান শ্রেষ্ঠ তারও প্রমাণ পুরাণের আখ্যানাংশের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে যেভাবে দানের প্রয়োজনকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে তেমনি ভাবেই পুরাণের মধ্যেও দানের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর প্রমাণরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি- *বরাহপুরাণের* রাজা শ্বেত এর উপাখ্যান। শুধু দাতার মনে ইচ্ছা থাকলেই যে দান সম্ভব তাও নয়। কারণ, গ্রহীতার সেই বস্তুটির যথা সময়ে প্রয়োজন আছে কী না তাও বিচার্য বিষয়। কেউ যদি জল প্রার্থনা করে তবে তাঁকে জলদান করতে হয়- ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই ভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে অর্থাত্ পুরাণের ভাবনাই যেন সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। অন্নদানকেও বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পুরাণগুলিতে। তবে কিছু দান আছে যা সমস্ত পুরাণেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সুবর্ণ, গরু, ঘৃত, আভুষণ ইত্যাদি। *বরাহপুরাণে* বিশেষভাবে কপিলা গরুদানের যে তথ্য পাওয়া যায় তা কিন্তু আর কোনও পুরাণেই পাওয়া যায় না। পুরাণের মধ্যে দানের উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা যায় পুণ্যপ্রাপ্তি।

বেদ এবং স্মৃতিতে দানকে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল পুরাণসাহিত্যে কিন্তু তার সাধারণীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দানকার্য সাধন করতে সক্ষম হন। তবে মূল ব্যাপারটি হল- পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে

যখন দানের প্রভাব ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল সেই সময় দানকে ধর্মের সাথে জুড়ে দিয়ে হয়তো বা তার অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখার একটা মোক্ষম প্রচেষ্টা করা হচ্ছিল। এই সাধারণীকরণ করার পেছনে আরেকটি কারণও ছিল বলে মনে হয়, তা হল- সামাজিক সাম্যতা প্রতিপাদন ও সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা।

পুরাণের বেশিরভাগ অংশে দানকে পাপ থেকে নিষ্কৃতির উপায় স্বরূপ রূপে দেখানো হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন ভূমিদানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি ভাবে কূর্মপুরাণেও ভূমিদানকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মতো পুরাণেও ন্যায়ার্জিত ধনেরই সম্যক দান হয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। তবে পুরাণের বিশেষত্ব হল বেদ বা স্মৃতিতে প্রতিপাদ্য তাত্ত্বিক দান সম্পর্কিত বিষয় পুরাণের বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। *মনুসংহিতায়* যদিও বলা হয়েছে দান একটা নির্দিষ্ট যুগের ধর্ম তা সত্ত্বেও পুরাণের প্রেক্ষিতে তথা আধুনিক দৃষ্টিতে বোঝা যায় দান আসলে সমস্ত যুগেরই ধর্ম। দানের মাধ্যমেই যে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে তা বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে যেন সেই বার্তাই পরিবেশিত হয়েছে।

উপসংহার

বেদের যুগে দানস্তুতি বা দানের কথা পাওয়া গেলেও স্মৃতি-পুরাণে উপলব্ধ দানের স্বরূপ, দাতব্য বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাণের সঙ্গে তার বিবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। ঋগ্বেদের দানস্তুতিমূলক সূক্তে দেবতার উদ্দেশে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন থেকে শুরু করে ঋত্বিক, পুরোহিত বা যজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে জড়িত থাকলেও বেদোত্তরকালে ব্রাহ্মণ, যোগ্যপাত্র থেকে শুরু করে একেবারে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের নিমিত্ত যেন 'অন্ধজনে দেহ আলো থেকে মৃতজনে দেহ প্রাণ'-এর ভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই দান-প্রসঙ্গ রাজনীতিশাস্ত্রে চতুর্বিধ উপায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোথাও কোথাও মানুষের আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্যের সন্তুষ্টি উৎপাদনের নিমিত্ত সামের পর 'দান'-এই বিশিষ্ট উপায় হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে।

বৈদিকমন্ত্রগুলিতে ধন লাভের জন্য স্তুতি ও প্রার্থনা করতে দেখা গেলেও সেই ধন অন্যের উদ্দেশে প্রদানের দ্বারা যশ অর্জনের বাসনাও প্রকাশ পেয়েছে। যশ অর্জনের জন্য কর্মের প্রয়োজন। সেই কর্ম- যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ইষ্টপূর্তাদি কর্ম সম্পাদনকে বোঝায়। এদের মধ্যে দান ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কর্মে মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনসিদ্ধির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই। দানের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার উপস্থিতি আবশ্যক। বৈদিক কালে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দান করা হত দেবতার উদ্দেশে। সে দান কতটা দেবতারা গ্রহণ করতেন? এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকে যায়। যদিও বলা হয়েছে অগ্নি দূত হিসেবে সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হবি বয়ে নিয়ে যায়। যাইহোক, যজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের কিংবা পুরোহিতকে অথবা ঋত্বিককে প্রচুর দান বা দানের বস্তু হিসেবে অশ্ব, গরু, সুবর্ণ, রজত, কন্যা প্রভৃতি দান করা হচ্ছে। স্মৃতিশাস্ত্রে যেন যজ্ঞাদি কর্মাপেক্ষা দান ও

দানের বিধি-বিধানগুলিকে সবিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। দান কখন করা হবে, কে দান করবেন, কাদের দান করা হবে, কিভাবে দান করা হবে, কী কী বস্তু দান করা হবে এবং সেইসব দানের কী কী ফল পাওয়া যাবে এই সমস্ত বিধি-বিধানগুলিকে এতটাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি যেন একেবারে যজ্ঞীয় মহিমায় উদ্ঘোষিত হয়েছে। সম্ভবত, সেই কারণেই দানকে কলিযুগের ধর্ম বলা হয়েছে। তবে দানের প্রসঙ্গ শুধু কলিকালে নয়; যেকোন সময়ে, যেকোন যুগে দানের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে দানকে সমস্ত যুগেরই ধর্ম বলা যায়।

দান যে প্রকারেই হোক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা আর ভক্তিভরে দান যাতে করা হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে দানের ক্ষেত্রে দাতার নিঃশর্ত দান ও গ্রহীতার দানগ্রহণের সম্মতি থাকা আবশ্যক, এরূপ দান-ই হল প্রকৃষ্ট দান।[1] উপনিষদের মধ্যে নির্দেশ রয়েছে যে, দান দেওয়ার সময় শ্রদ্ধা, লজ্জা ইত্যাদির সাথেই দান করা উচিত। কারণ, ধন কখনোই চিরস্থায়ী নয়, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দানকার্যের মাধ্যমে ধনের সৎগতি করা উচিত। *চাণক্যনীতিসারে* বলা হয়েছে যে, ধন, জন, জীবন, যৌবন কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের তাতে আসক্ত না হয়ে দানাদি পবিত্র কর্ম সম্পাদন করা উচিত; ধনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী তাই সৎকার্যে ধনব্যয়ই শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলপ্রদ।[2] ধনসংগ্রহ শুধু যে নিজের জন্য তা নয়, সজ্জন ব্যক্তির ধন-সংগ্রহ, জলবর্ষক মেঘের মতো অন্যের উদ্দেশে প্রদানের

---

[1]. শ্রদ্ধা ভক্তিশ্চ দানানাং বৃদ্ধিক্ষয়করে স্মৃতে। চতুর্বর্গ চিন্তামণি. পৃ. ১.

[2] . ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞঃ উৎসৃজেত্। সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিযতে সতি।। চানক্য নীতিসার. ২৫নং শ্লোক.

জন্যই।[3] সূর্যদেব দান করার নিমিত্তই জল গ্রহণ করেন।[4] এথেকে সূর্য দেবের মহানুভবতারও পরিচয় মেলে।

বৈদের যুগে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে যে ধন সংগ্রহ করা হত তা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদেরকে দান করা হত। দানস্তুতির মধ্যে রাজাকেও পুরোহিতরূপে দেখা গেছে এবং তাঁরাও প্রচুর দান-দক্ষিণা পেয়েছেন। বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে দেখা যায় যে, দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করে মানুষের ভালোলাগা অনেক বস্তু বা খাদ্য-উপকরণাদির পশরা দেবতাদের উদ্দেশে সাজিয়ে দেওয়া হত এবং পরিশেষে ধন-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁদের সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁরা আকুল প্রার্থনা করতেন।

বৈদিক যুগের প্রাথমিক পর্বে দেখা যায় দেবতাদের উদ্দেশে ফল, ঘি ইত্যাদি-ই দানরূপে দেওয়া হত এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়- গরু, অশ্ব, সুবর্ণ ইত্যাদিরও দান করা হচ্ছে, তবে তা অবশ্য ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাত্ স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে দেখা যায়, পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলির পাশাপাশি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভূমি ইত্যাদি দানকরা হচ্ছে এবং পৌরাণিক যুগে- অন্ন, জল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুকেও দান করতে দেখা গেছে। বস্তুত, বৈদিকযুগে মানুষ ছিল অনেকটা গোষ্ঠীবদ্ধ ও যাযাবর কেন্দ্রিক, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যাযাবর মানুষগুলি ধীরে ধীরে ভূমিতে থিতু হয়েছে, যাগ-যজ্ঞকর্মের জন্য সমিধাদি কাষ্ঠের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রে তাই অকর্ষণযোগ্যভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা হয়েছে। পুরাণে মানুষের জীবন-জীবিকার সাধারণ

---

[3] . আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব। রঘু. ৪.৮৬.

[4] . সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ। রঘু. ১.১৮.

উপকরণগুলিকে দানের যোগ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বিশেষত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য তথা শূদ্র এখানে কোন ভেদাভেদ নেই।

বৈদিক যজ্ঞে দানের ক্ষেত্রে দাতব্যবস্তুর গ্রহণযোগ্যতা বা যথার্থতা বিচার করে তবেই দান করা উচিত।[5] বস্তুত, দানের ক্ষেত্রে বস্তুর যাথার্থ্য বিচার শুধু যে গরু দানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, অন্যান্য বস্তু বা দানসামগ্রী দেওয়ার ক্ষেত্রেও তার উপযুক্ততা যাচাই করে নেওয়া হত। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যা পূর্বেই অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে তাও দানকরা উচিত নয় সেই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[6]

বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম-ই ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হত, সেক্ষেত্রে দানকর্ম ছিল যজ্ঞকর্মের আনুষঙ্গিক বিষয়, কোথাও বা দক্ষিণাস্বরূপ হিসেবেও তাকে গুরুত্ব দেওয়া হত (দক্ষিণা হিসাবে যে দ্রব্য সামগ্রী পুরোহিতকে দেওয়া হত তা কিন্তু তাঁর পারিশ্রমিক বাবদই দেওয়া হত) বেদে দক্ষিণাকেও দানের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের একশো পঁচিশ সংখ্যক সূক্তের একটি মন্ত্রে দক্ষিণা দানের কথা পাওয়া যায়।[7] কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে এসে দেখা যায় দানকর্মকে-ই একেবারে সরাসরি ধর্ম বলেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। ধর্ম অর্থাত্ কর্তব্যপালনের সঙ্গে দানকর্মও মানুষের কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

---

[5] . কঠ. ১.১.৩.

[6] . নারদ, দত্তাপ্রদানিক. ৪-৫.

[7] . সেখানে দানকে বিশেষ করে মানুষের ধর্ম বলা হয়েছে। বৃ. ৫.২.২.

বেদের মধ্যে বেশির ভাগ স্থানে রাজাকেই দাতার ভূমিকায় দেখা যায়। সেখানে নারাশংসী বা দানস্তুতির উপলক্ষই হলেন রাজা। যাস্কের মতে, যজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত বলে রাজা স্তুতি পেয়ে থাকেন।[8] বেদের মধ্যেই দানকে দেবতা রূপেও দেখানো হয়েছে। 'যা তেনোচ্যতে সা দেবতা'- সায়ণের এই বাক্যানুযায়ী দানস্তুতির দেবতা হলেন দান।[9] বস্তুতপক্ষে, সামগ্রীক দিক থেকে দেখতে গেলে দানকে একটি দৈবী সম্পদ বা দিব্যবৃত্তি বলা উচিত।[10] এই দান হল মানুষের একটি ধর্মবিশেষ। 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' অর্থাত্ অন্যকে না প্রদান করে যিনি একা একা ভোজন করেন তাঁর কেবলই পাপ হয়।[11] এখানে যেকোন বস্তু একাকী ভোগ না করে অন্যকে দানের প্রতি প্রবুদ্ধ করার এই মানসিকতা আমাদের অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও উদার হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।

অথর্ববেদে বলা হয়েছে, যে দ্রব্য দান করা হবে তা ন্যায়োপার্জিত হওয়া দরকার বলে মনে করা হয়েছে।[12] কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণে যোগ্যপাত্র বা শ্রেষ্ঠ পাত্রের কথাও পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ-এর মধ্যে যে দানধর্ম বিষয় আলোচিত হয়েছে সেখানে বিধিবিধান-অনুষ্ঠানের মাত্রাধিক্য বোঝাবার জন্যই তিথি বা শুভ কাল নির্দিষ্ট করা হয়।

---

8 . নি. ৯.১১.

9. ঋক. সং. ১.১২৬.

10. ঋক. সং. সূক্তভূমিকা. ১.১২৬.

11 . ঋক. সং ১.১২৫.৬, ১০.১০৭.২.

12 . অ. বে. ৩.২৪.৫.

বেদের মধ্যে যে বর্জিত দানের কথা ছিল পুরাণেও তার উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণে অন্ন, জল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীকেও দানের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।[13]

বর্তমানে দানের ভাবনার ক্ষেত্রে অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে। অধুনা জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হলে রক্তদান, শুধু রক্ত নয়, অঙ্গ দান করার ঘটনাও আমাদের চোখে পড়ে। যিনি দাতা বা দানশীল নিঃস্বার্থভাবেই তিনি অন্যের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নিজেকে তৈরি রাখেন। অধুনা দানের ভাবনা শুধু বস্তুতেই সীমাবদ্ধ নেই, বস্তু ছাড়িয়ে তার পরিসর ব্যাপ্ত হয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। যেখানেও স্বার্থহীন ভাবে দানকেই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এককথায় জীবরূপে শিবসেবার জন্য রক্তদান বা চক্ষুরাদি অঙ্গদান করতেও দাতারা পিছুপা হন না। বস্তুত, দাতা হবেন, উদার, মহান, নিঃর্লোভ, অকৃপণ, আত্মপ্রচারবিমুখ। অপরের মঙ্গলকামনার মধ্যদিয়েই নিজের মঙ্গল, অন্যকে বাঁচানোর মধ্যদিয়েই নিজে বেঁচে থাকা, এককথায় পর হিতার্থে জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়েই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়াই হল দানের উদ্দেশ্য। বেদ-স্মৃতি-পুরাণে দানের প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও দ্রব্যের বা ব্যক্তির, পরিমাণের কিংবা সময়ের পার্থক্য থাকলেও মূল উদ্দেশ্য সর্বত্র-ই যেন কোথাও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ‘পুষ্প আপনার জন্য ফোঁটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও’ -কবির এই বাণী অন্তরে অনুভব করে অপরের মঙ্গলকামনার মধ্য দিয়েই যেন জীবনের সার্থকতা লাভ করা যায়। দানধর্মের বিবিধ প্রসঙ্গ বেদ থেকে পুরাণ পর্যন্ত যে ভাবে ব্যক্ত হয়েছে সবক্ষেত্রে ধর্মের মিথ্যে মোড়কটুকু বাদদিলেও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। অতএব দানরূপ এই সামাজিক কর্মে সমাজের প্রত্যেক

---

[13] . মৎস্য. ৮৪, ৮৯, ৯০.

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সাধ্যমত সামিল হওয়া উচিত। সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষেরা একত্র মিলে মিশে সুস্থ-স্বাভাবিক থাকতে হলে জাতের ঊর্ধ্বে উঠে প্রাণের টানেই দান করার মত পবিত্র কর্ম জগতে আর নেই। দানের মাধ্যমেই এই ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন হতে পারে অক্ষয়। কবির ভাষায়- 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'[14]

[14] সঞ্চয়িতা. সুপ্রভাত. পৃ. ৩১৩.

গ্রন্থপঞ্জি :

Chaubey, Braj Bihari. (ed,) *Āśvalāyana-saṃhitā of the Ṛgveda.* (Vol. I & II.) New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2009. Print.

Caland, W. (ed.) *The Śatapatha Brāhmaṇa in the Kānviya Recension.* Delhi: MLBD, 1998. Print.

Dikshit, Sadasiv Acharya.(ed.) *Caturbargacintamaṇi (Dānakhaṇdam) of* Hemādri. Vol-I. Benaras: 1902. Print.

Joshi, K. L. (ed.) *Agnimahāpurāṇam.* (Vol. I & II.) Delhi: Parimal Publication, 2005. Print.

Lahiri, Durgadas. (ed & trans.) *Atharvaveda.* (Vol. I-V.) Calcutta: 1925. Print.

Maxmuller, F. (ed.) *The Sacred hymns of the Brāhmaṇas.* London: Henry Frowde Oxford University Press, 1892. Print.

Mecdonell, A. A. (ed.) *Kātyāyana's Sarvānukramaṇī of Ṛgveda.* Oxford: Clarendon Press, 1886. Print.

Mukhopadhyay, Bimalakanta. *Sāhityadarpana of Viśvanātha.* Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2008. Print.

Nagar, R. S. and K. L. Joshi. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni.* (Vol. I.) Delhi: Parimal Publication, 2009. Print.

Rai, Ramkumar. (ed. & Tran.) *Bṛhaddevatā of Śaunaka.* Varanasi: Chaukhamba Sanskrit sansthan, 2003. Print.

Sharma, Basudeb.(ed.) *Raghuvaṃśa of* Kālidāsa. Mumbai: Nirnay Sagar Press, 1918. Print.

Sharma, Chandradhar. (ed.) *Śatapatha Brāhmaṇa.* (Vol. I.) Kashi(Varanasi): Achyuta Granthamala Karyalaya, 1994. Print.

Shastri, Jagadishlal.(ed.) *Manusaṁhitā.* Delhi: MLBD. 2008. Print.

Tarkaratna, Panchanan. (ed.) *Viṣṇupurāṇa.* Calcutta: Nababharat Publishers, 1983(1390 B. S.) Print.

Tarkaratna, Pañchanana.(ed.) *Agnimahāpurāṇam.* Calcutta: 1890(1812 śaka) Print.

... (ed.) *Garuḍapurāṇa.* Calcutta: 1907(1314 Beng. Yr.). Print.

...(ed.) *Matsyapurāṇa.* Calcutta: Nababharat Publishers, 1988.(1395 BS.).

... *Manusaṃhitā.* Calcutta: Sanskrit Pustak bhandar, 1993. Print.

Upadhyay, Chandrashekhar and Anil kumar Upadhyay. (ed,) *Vaidika Koşa.* (Vol. I & III.) Delhi: Nag Publishers, 1995. Print.

Yāska. *Nirukta.* Ed. Mukunda Jha Sharma. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratisthan, 2008. Print.

➢ **ইংরেজী পুস্তকমালা :**

Bandyopadhyay, Shanti. (ed.) *Studies in the Śatapatha Brāhmaṇa.* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1993. Print.

Chatterji, Kshitish Chandra.(Ed.) *Vedic Selection.* Part. 3. Calcutta: University of Calcutta, 1957.

Griffith, Ralph T. H. *The Hymns of the Rgveda.* Ed. J. L. Shastri. Tran. And Comnt. Delhi: MLBD, 2004. Print.

Kane, Pandurang Vaman, *History of Dharmaśāstra.* Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1974.

Keith, A. Berriedale. *A History of Sanskrit Literature.* Oxford: Oxrord university Press, 1928. Print.

Macdonell, *A. History of Sanskrit Literature.* New York: D. Appleton and company, 1899. Print.

... *Vedic Mythology.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2000. Print.

Maxmuller, F. *A History of Ancient Sanskrit Literature.* London: Williams and Norgate, 1859. Print.

Monier-Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary.* (Vol. I.) Delhi: MLBD, Pvt. Ltd., 1993. Print.

Mukhopadhyay, Govindagopal. *A New Tri-lingual Dictionary.* Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2006. Print.

Sharma, P. R. P. *Encyclopaediia of Vedas.* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 2007. Print.

Telang, N. Kanta Nath Shastry and Braj Bihari Choubey. *The New Vedic Selection.* Varanasi: Prachya Bharati Prakashan, 1965. Print.

Winternitz, M. *A History of Indian Literature.* Vol. 1. Part. 1. Introduction and veda. Tran. Sanskrit. Calcutta: University of Calcutta, 1962. Print.

➢ বাংলা পুস্তকমালা :

অধিকারী, তারকনাথ. (সম্পা.) *নিরুক্ত.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২.

অনির্বাণ, *বৈদিক সাহিত্য(বেদ-মীমাংসা).* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬.

আচার্য, রামজীবন. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৬৫.

কর, ইন্দ্রাণী. (সম্পা.) *আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩.

গোপ, যুধিষ্ঠির. (সম্পা.) *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩.

গোপাল, সুন্দর. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত.* কলিকাতা: সাধনা সাহিত্য সংঘ, ১৯৬৭.

গোস্বামী, সীতানাথ. (সম্পা.) কঠোপনিষদ্. কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৯.(বঙ্গাব্দ)

চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ. (সম্পা.) *সাম্প্রতিকতমকালে বাঙালীর বেদ-গবেষণা এবং প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬.

চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার. (সম্পা.) *আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র.* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০২.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *সঞ্চয়িতা.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৫.

তর্করত্ন, পঞ্চানন এবং মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়. (সম্পা.) *মনুসংহিতা.* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩(পু. মু.).

দত্ত, চৈতালী. (সম্পা.) *মনুসংহিতা.* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০০৮.

দাস, সুধাময়. (সম্পা.) *সনাতন ধর্মকোষ.* ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৬.

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. (সম্পা.) *বাংলা ভাষার অভিধান.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১১.

পাণিনি. *অষ্টাধ্যায়ী.* তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য. (সম্পা.) কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪.

পাল, বিপদভঞ্জন. (সম্পা.) *বেদান্তসার.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২২(বঙ্গাব্দ). দশম সংস্করণ.

পাহাড়ি, অন্নদাশঙ্কর. (সম্পা.) *মনুসংহিতা(সপ্তম অধ্যায়).* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৮.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. (সম্পা.) *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. (সম্পা.) *বঙ্গীয় শব্দকোষ.* প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড. নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার. (সম্পা.) *মনুসংহিতা(সপ্তম অধ্যায়).* কোলকাতা: সদেশ, ২০০৯(নবম সংস্করণ).

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলিকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্ট’স লাইব্রেরী. ১৯৭০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. (সম্পা.) *নাট্যশাস্ত্র.* কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪(ষ. মু.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার. (সম্পা.) *শুদ্ধিতত্ত্বম্.* কলকাতা: সদেশ, ২০০৯.

বসু, যোগীরাজ. (সম্পা.) *বেদের পরিচয়.* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

বসু, সুমিতা. (সম্পা.) *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা(ব্যবহার অধ্যায়).* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪০৭(বঙ্গাব্দ).

বসু, অনিল চন্দ্র. (সম্পা.) *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র.* কোলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৯৯.

বসু, অনিল চন্দ্র. (সম্পা.) *রঘুবংশম্.* কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪০৭(বঙ্গাব্দ).

ভট্টাচার্য্য, বিমানচন্দ্র. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা.* কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৭.

ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ এবং তারকনাথ অধিকারী. (সম্পা.) *বৈদিক সংকলন.* প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪.

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৪.

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলিকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৫.

ভট্টাচার্য, ঝর্ণা. (সম্পা.) *বৃহদারণ্যকোপনিষদ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৬.

ভট্টাচার্য্য, পার্বতী চরণ. (সম্পা.) *মেঘদূত পরিচয়.* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৯(বঙ্গাব্দ). চতুর্থ সংস্করণ.

ভৌমিক, জাহ্নবীচরণ. (সম্পা.) *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাত: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩.

মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন ও গুরুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়. (সম্পা.) *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমঃ.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫.

শাস্ত্রী, সুখময়. (সম্পা.) *পূর্বমীমাংসা দর্শন.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩.

সরকার, দেবার্চনা. (সম্পা.) *নিত্যকালের তুই পুরতন.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ২০১৩.

সেন, পৃথ্বীরাজ. (সম্পা.) *অষ্টাদশ পুরাণ কাহিনী সমগ্র.* কলকাতা: গিরিজা লাইব্রেরী, ২০১৪.